449
1935

রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়

"চলং বিত্তং চলং চিত্তং চলে জীবিতযৌবনে।
চলাচলমিদং সর্ব্বং কীর্ত্তির্যস্ত স জীবতি।"

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ

M.A., F.S.S., F.R.E.S.

বিরচিত।

কলিকাতা,

১৩২৪ বঙ্গাব্দ।

মূল্য দেড় টাকা মাত্র।

প্রকাশক

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়

২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

মানসী প্রেস

১৪এ রামতনু বসুর লেন, কলিকাতা

শ্রীশীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক

মুদ্রিত।

যাঁহার পদপ্রান্তে বসিয়া, সেকালের কথা শুনিতে শুনিতে আমার তরুণহৃদয়ে বিগতযুগের দেশনায়কগণের প্রতি শ্রদ্ধার বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছিল, আজি সেই শ্রদ্ধা হইতে সমুদ্ভূত এই সামান্য ফলটি তাঁহারই চরণোপান্তে উপস্থিত করিলাম।

জানি, স্নেহশীল মাতামহের নিকট তাঁহার প্রিয় দৌহিত্রের এই অক্ষম প্রয়াসও প্রীতি ও সহানুভূতির দৃষ্টি হইতে বঞ্চিত হইবে না।

বিজ্ঞাপন

রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের পরলোকগমনের পর পণ্ডিতাগ্রগণ্য রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাঁহার জীবন-চরিতের উপকরণাদি সযত্নে সংগ্রহ করিয়া 'রাজা দিগম্বর মিত্রের জীবনচরিত' প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পুস্তকের প্রণেতা প্রথিতযশা লেখক ভোলানাথ চন্দ্র মহাশয়কে সেগুলি প্রদান করেন এবং তাঁহাকে রাজা দক্ষিণারঞ্জনের এক-খানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর জীবনচরিত প্রণয়ন করিতে অনুরোধ করেন। বাঙ্গালীর দুর্ভাগ্য যে, এই জীবনচরিত প্রকা-শিত হয় নাই। আরও দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সযত্ন-সংগৃহীত উপাদানগুলিও চির-দিনের জন্য বিনষ্ট হইয়াছে।

রাজা দক্ষিণারঞ্জনের মৃত্যুর আজ প্রায় চল্লিশ বৎসর পরে, যৎসামান্য উপাদান যাহা সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি তাহা লইয়া তাঁহার কর্ম্মময় ও বিচিত্র জীবনের পরিচয় প্রদান করিতে অগ্রসর হওয়া আমাদের ন্যায় অযোগ্য ব্যক্তির পক্ষে কতদূর ধৃষ্টতার পরিচায়ক তাহা আমাদের অবিদিত নহে। কিন্তু এক্ষণে যে সকল উপা-

দান সংগ্রহ করা সম্ভব, পরে তাহাও কালের প্রভাবে বিনষ্ট হইয়া যাইবে এই আশঙ্কায় আমরা প্রধানতঃ এই উপাদানগুলি রক্ষা করিবার মানসে রাজা দক্ষিণারঞ্জনের এই সংক্ষিপ্ত জীবনকথা প্রকাশিত করিতেছি।

এই ক্ষুদ্র প্রস্তাবটির প্রকাশ বিষয়ে আমরা অনেকের নিকট ঋণী। মাননীয় মহারাজা শ্রীযুক্ত জগদিন্দ্রনাথ রায় ও শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, বার-এট-ল মহোদয়গণ কর্ত্তৃক সম্পাদিত "মানসী ও মর্ম্মবাণী" নামক মাসিকপত্রে এই প্রস্তাবটি সর্ব্বপ্রথমে প্রকাশিত হয়। পরে উহা স্থানে স্থানে পরিবর্দ্ধিত ও পরিশোধিত হইয়াছে। এই পুস্তকে যে সকল চিত্র প্রকাশিত হইল, উহার অধিকাংশ চিত্রের ব্লকের জন্য আমরা "মানসী ও মর্ম্মবাণী"র কর্ত্তৃপক্ষগণের নিকট ঋণী। অস্মদীয় পরমশ্রদ্ধাভাজন সুহৃদ প্রথিতনামা সাহিত্যসেবক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ মহাশয় এই প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপি ও প্রুফ সংশোধনে আমাদিগকে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহার নিকট আমরা অশেষ ঋণে আবদ্ধ। রাজা দক্ষিণারঞ্জনের ভ্রাতা শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন মুখোপাধ্যায় ও তাঁহার পৌত্র শ্রীযুক্ত নিখিলরঞ্জন মুখোপাধ্যায় এবং রাজার দৌহিত্র শ্রীযুক্ত রণেন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয়গণ আমাদিগকে এই গ্রন্থের উপকরণ ও চিত্রাদি

সংগ্রহবিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করিয়া আমাদের ধন্য-বাদভাজন হইয়াছেন।

বঙ্গমাতার সুসন্তান, বিদ্বদ্গণবরেণ্য, মাননীয় বিচার-পতি শ্রীযুক্ত স্যর আশুতোষ চৌধুরী, নাইট্, বার-এট-ল, মহোদয় এই গ্রন্থের একটি ভূমিকা লিখিয়া সহস্রগুণে উহার গৌরব বর্দ্ধিত করিয়াছেন। এজন্য তাঁহার নিকট আমরা অশেষ কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রহিলাম।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, যথেষ্ট যত্ন সত্ত্বেও দুই এক স্থানে লিপিপ্রমাদ পরিদৃষ্ট হইতেছে। সেগুলি পাঠকগণ অনায়াসে সংশোধিত করিয়া লইতে পারিবেন এই বিবে-চনায় কোন শুদ্ধিপত্র সন্নিবেশিত হইল না। কেবল একটি ভুল এস্থলে সংশোধিতব্য। ১২৮ পৃষ্ঠায় ২০-২১ পংক্তিতে "কায়েমজঙ্গের মহারাজা মানসিংহ বাহাদুর" স্থলে "অযোধ্যার মহারাজা মানসিংহ বাহাদুর কায়েমজঙ্গ" পঠিত হওয়া উচিত। আর একটি ভুলের প্রতি ৺প্যারী চাঁদ মিত্র মহাশয়ের অন্যতম পৌত্র শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত সুখেন্দ্র লাল মিত্র মহাশয় আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছেন। ৪১ পৃষ্ঠায় দক্ষিণারঞ্জন কর্ত্তৃক পরিচালিত 'জ্ঞানান্বেষণ' নামক মাসিকপত্রের যে সকল সম্পাদকগণের নাম উল্লিখিত হইয়াছে, তন্মধ্যে প্যারীচাঁদ মিত্রের নামও উল্লেখ করা উচিত ছিল। প্যারীচাঁদ দক্ষিণারঞ্জনের অকৃত্রিম

বন্ধু ছিলেন এবং দক্ষিণারঞ্জনের অনেক সদনুষ্ঠানেই তাঁহার সহযোগিতা ছিল। ইতি।

৯০ শ্যামবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা, ১০ই পৌষ ১৩২৪

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ।

ভূমিকা

খ্রীষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব্বভাগে ইংরাজি শিক্ষার গুণে যে সকল মহাপুরুষ বঙ্গদেশের মুখোজ্জ্বল করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে দক্ষিণারঞ্জন একজন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। এই পুস্তকখানি তাঁহারই জীবনী। রাজা দক্ষিণারঞ্জন সুপ্রসিদ্ধ ডিরোজিওর শিষ্য। তিনি দেশের প্রভূত উপকারসাধন করিয়াছেন। শিক্ষা বিস্তার উপলক্ষে তিনি নিজব্যয়ে "জ্ঞানান্বেষণ" নামক সাপ্তাহিক পত্র প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি একজন সুদক্ষ রাজনীতিজ্ঞ। যখন ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটী নামক সভা সংস্থাপিত হয়, তখন তিনি ঐ সভার কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির একজন প্রধান সভ্য হন। ১৮৫১ খ্রীঃ অব্দে বেথুন স্কুল স্থাপনের সময় তিনি উপযাচক হইয়া উক্ত বিদ্যালয়ের জন্য ১২০০০৲ টাকা মূল্যের ভূমি দান করেন। তাঁহার উদ্যোগে 'বেথুন সোসাইটী' নামক একটি সাহিত্যসভা প্রতিষ্ঠিত হয়। সিপাইযুদ্ধের পর অযোধ্যার দুর্ব্বিনীত ভূম্যধিকারিগণকে সুশিক্ষিত করিবার অভিপ্রায়ে লর্ড ক্যানিঙ্, ডাক্তার আলেকজাণ্ডার ডফের পরামর্শে দক্ষিণারঞ্জনকে উক্ত প্রদেশে একখানি তালুক প্রদান করিয়া প্রতিষ্ঠিত করেন।

অল্পদিনের মধ্যেই তিনি তথাকার ভূম্যধিকারিগণকে সৎপথে আনয়ন করিয়া গভর্ণমেণ্টের কৃতজ্ঞতাভাজন হন এবং গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক রাজা উপাধিতে ভূষিত হন। তিনি অযোধ্যায় ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সোসাইটী নামক সভা স্থাপন করেন। তিনি লক্ষ্ণৌএ ক্যানিঙ্ কলেজ স্থাপন ও ওয়ার্ড ইন্‌ষ্টিটিউশন ও নৈশবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, "সমাচার হিন্দুস্থানী" প্রভৃতি সংবাদপত্র প্রবর্ত্তন ও অন্যান্য কার্য্য-দ্বারা উক্ত প্রদেশের প্রভূত উন্নতিসাধন করেন। বঙ্গ-দেশ হইতে বহুদিন অপসৃত হওয়ায় এদেশের লোকেরা তাঁহার নাম প্রায় বিস্মৃত হইয়াছিলেন। সম্প্রতি বেথুন কলেজে তাঁহার একখানি স্মৃতিফলক স্থাপিত হইয়াছে। কি রাজনৈতিক, কি সমাজনৈতিক, কি ধর্ম্মনৈতিক সমস্ত ক্ষেত্রে রাজার মনের তেজস্বিতা, হৃদয়ের উদারতা, বর্ণনার সমীচীনতা, ও আলোচনার দূরদর্শিতা সর্ব্বথা অনুকরণীয়। তিনি বহুবিধ বাধা বিঘ্ন ও আন্দোলনের মধ্য দিয়া কর্ত্তব্যের অনুরোধে, উৎপীড়নের, অবহেলার ভয় উপেক্ষা করিয়া কিরূপে আত্মোৎসর্গ ও বন্ধুপ্রিয়তার অলন্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছিলেন তাহা তাঁহার জীবনী হইতে সম্যক্ উপলব্ধি হইবে।

এই পুস্তকখানি লিখিতে গ্রন্থকার অনেক শ্রম-স্বীকার করিয়াছেন। তিনি দক্ষিণারঞ্জনের সমসাময়িক প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের বিষয় এই পুস্তকে বর্ণনা করিয়াছেন।

পুস্তকের উপাদানগুলি তদানীন্তন সংবাদপত্রাদি হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া ব্যক্তিগত দোষগুণ বিচার করা হয় নাই। পুস্তকখানি যথাসম্ভব সরল ভাষায় লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থকার অল্প আয়তনের মধ্যে অনেকগুলি জ্ঞাতব্য বিষয় ও পুরাতন তথ্যাদি যেরূপ সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন তাহা প্রশংসনীয়। এই জীবনী উপযুক্ত সময়ে বাহির হইয়াছে। আমি ইহা পড়িয়া জ্ঞান ও আনন্দ লাভ করিয়াছি। ইহা সর্ব্বজনপ্রিয় হইবে ও বঙ্গ-সাহিত্যজগতে সমাদৃত হইবে সন্দেহ নাই।

৪৭ ওল্ড বালিগঞ্জ
১২-১২-১৭

শ্রীআশুতোষ চৌধুরী।

বিষয়-বিভাগ

চিত্রসূচী



রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়।

রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়

উপক্রমণিকা।—উর্ব্বর ভূমিখণ্ডে অভিজ্ঞ ক্ষেত্রিক অনুকূল তিথিতে সুবীজ বপন করিলে ফলের উৎকর্ষ সম্বন্ধে কোনও সংশয় থাকে না। উপযুক্ত গুরু দীক্ষা প্রদান করিলে সুশিক্ষা-বর্দ্ধিত মানবমানসক্ষেত্রেও যে অতি উৎকৃষ্ট ফল প্রসূত হইয়া থাকে, তাহার দৃষ্টান্ত জগতের ইতিহাসে—বিশেষতঃ প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাসে বিরল নহে। আমাদের দেশের আধুনিক ইতিহাসেও এই সত্যের প্রমাণ-সমর্থক দৃষ্টান্তের অসদ্ভাব নাই। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে, যখন প্রতীচ্য-জ্ঞানের অরুণকিরণলেখা দুর্ভেদ্য কুসংস্কারান্ধকার ভেদ করিয়া বাঙ্গালীর মানসক্ষেত্র অপূর্ব্ব আলোকে

উদ্ভাসিত করিতেছিল, তখন প্রতিভার বরপুত্র য়ুরেশীয় কবি, দার্শনিক ও শিক্ষক, হেনরী লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও তাহাতে যে বীজ বপন করিয়াছিলেন তাহার ফলও অতি অনুপম হইয়াছিল। বাস্তবিক, ইদানীন্তনকালে ডিরোজিওর ন্যায় আর কোনও গুরুর এতগুলি শিষ্য জীবনযুদ্ধে বিজয় লাভ করিয়া জাতীয় গৌরবভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিয়া যাইতে পারিয়াছেন কি না সন্দেহ। যে সময়ে, যে সমাজে, স্বার্থসিদ্ধির জন্য সকলে শঠতা ও মিথ্যা প্রবঞ্চনার আশ্রয় লইত, সেই সময়ে, সেই সমাজে, জন্মগ্রহণ করিয়াও ডিরোজিও প্রাচীন ভারতবর্ষের ঋষিদিগের ন্যায় সত্যনিষ্ঠা ও পরার্থপরতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত করিয়াছিলেন। ধমনীতে বিদেশীয় শোণিত প্রবাহিত হইলেও ডিরোজিও তাঁহার জন্মভূমি ভারতবর্ষকে 'স্বর্গাদপি গরীয়সী' বলিয়া পূজা করিতে শিখিয়াছিলেন, জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে ভারতবর্ষের সন্তানগণকে ভ্রাতৃভাবে দেখিতে শিখিয়াছিলেন, এবং ভারতবর্ষের অতীত-গৌরব-কাহিনী স্মরণ করিয়া এইরূপে বিলাপ করিয়াছিলেন :—

"স্বদেশ আমার, কিবা জ্যোতির মণ্ডলী
ভূষিত ললাট তব; অস্তে গেছে চলি

সেদিন তোমার, হায়, সেই দিন—যবে
দেবতা সমান পূজ্য ছিলে এই ভবে।
কোথায় সে বন্দ্যপদ! মহিমা কোথায়!
গগনবিহারী পক্ষী ভূমিতে লুটায়।" *

ডিরোজিওর পদপ্রান্তে বসিয়া যে সকল শিক্ষিত বাঙ্গালী সত্যের মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন—"স্বদেশের দীক্ষা" লইয়াছিলেন, তাঁহাদের জীবন বাস্তবিকই অসাধারণ সাফল্যগৌরবে মহিমান্বিত, অপূর্ব্ব শিক্ষায় পরিপূর্ণ। সত্যের উপাসক জ্ঞানবীর আচার্য্য কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, 'ভারতের ডিমস্থিনীস্' রামগোপাল ঘোষ, বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষাপ্রবর্ত্তনের পুরোহিত অদ্বিতীয় রাজনীতিক রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, সুতীক্ষ্ণবুদ্ধিশালী রাজা দিগম্বর মিত্র, অকৃত্রিম সাহিত্যসেবক অদ্ভুতকর্ম্মা প্যারীচাঁদ মিত্র, পরহিতব্রত সাধু শিবচন্দ্র দেব, মনীষী রসিককৃষ্ণ মল্লিক, নিষ্কলঙ্কচরিত্র রামতনু লাহিড়ী প্রভৃতি অগ্রণীরা আমাদের জাতীয় জীবনের ইতিহাসে তাঁহাদের প্রতিভার ও সদ্‌গুণের যে চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন তাহা কখনও বিলুপ্ত হইবার নহে।

ডিরোজিওর শিষ্য—বাঙ্গালীর চিরস্মরণীয়—যে

* পূজনীয় শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের অনুবাদ।

কয়েকজন অসাধারণ ব্যক্তির নাম উপরে উল্লিখিত হইল, তাঁহাদের উত্তরপুরুষগণ ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের কীর্ত্তি-কথা বিস্মৃত হইতেছেন। বিশেষতঃ রাজা দক্ষিণা-রঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের কীর্ত্তিকথা আজ অধিকাংশ বাঙ্গালীরই অপরিজ্ঞাত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। দক্ষিণারঞ্জনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তিস্তম্ভগুলি অযোধ্যা প্রদেশে বিদ্যমান। যে বাঙ্গালীর নিজের গ্রামের সংবাদ রাখিবারও ঔৎসুক্য নাই, তাহার পক্ষে, সুদূর অযোধ্যাপ্রদেশে একজন বাঙ্গালী বিগতযুগে কি কি কীর্ত্তি সংস্থাপিত করিয়া বাঙ্গালীর মুখোজ্জ্বল করিয়া-ছিলেন সে সংবাদ লওয়া এত দিন অপ্রয়োজনীয় বলিয়াই বিবেচিত হইয়াছে। কিন্তু যে একনিষ্ঠ স্ত্রীশিক্ষা-প্রচারকের অক্লান্ত চেষ্টা ও অদম্য উৎসাহ পুণ্যশ্লোক মহাত্মা ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুনের নিরবচ্ছিন্ন প্রশংসা ও অসংখ্য সাধুবাদ লাভ করিয়াছিল; যাঁহার "সরল ও ঋজু স্বভাব, সাধুতা, অধ্যবসায়, দানশীলতা ও পুরুষ-কার" ডাক্তার আলেকজাণ্ডার ডফের ন্যায় লোক-চরিত্রজ্ঞ প্রেক্ষাবান মনীষীর অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকৃষ্ট করিয়াছিল; যাঁহার অবিচলিত রাজভক্তি, সূক্ষ্ম রাজনীতিক জ্ঞান ও অদ্ভুত ক্ষমতার পরিচয় পাইয়া লর্ড ক্যানিং উহার অধিকারীকে অযোধ্যার বিস্তৃত

তালুক প্রদান করিয়া দুঃসাধ্য রাজনীতিক কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, এবং লর্ড মেয়ো যাঁহাকে রাজোপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন, যাঁহাকে (স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের ভাষায়) "অযোধ্যার সৌভাগ্যের পুনর্জন্মদাতা" বলিলে অত্যুক্তি হয় না, সেই অসাধারণ বাঙ্গালী কর্ম্মবীরের জীবন-কথা বঙ্গবাসী মাত্রেরই আলোচনার যোগ্য। দক্ষিণারঞ্জনের মৃত্যুর পর প্রায় চল্লিশ বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে, এক্ষণে তাঁহার সম্পূর্ণ জীবনচরিতের উপকরণাদি সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য,—বোধ হয়, অসাধ্য ব্যাপার। আমরা বহু যত্নে ও পরিশ্রমে তাঁহার গৌরবোজ্জ্বল জীবনের কার্য্য যতটুকু জানিতে পারিয়াছি, তাহাই বঙ্গীয় পাঠক-সমাজে উপস্থাপিত করিতেছি।

জন্ম ও বংশবিবরণ। দক্ষিণারঞ্জন ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে কলিকাতা মহানগরীতে মাতামহ ৺সূর্য্যকুমার ঠাকুরের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। যে বাটীতে এক্ষণে শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর মহাশয় অবস্থান করেন, সেই বাটীতেই তাঁহার জন্ম হয়। দক্ষিণারঞ্জন ফুলের মুখুটী, ভরদ্বাজ গোত্র, শ্রীহর্ষ বংশ, ফুলে মেল। ইঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ ভট্টপল্লীতে বাস করিতেন। ইঁহারা গঙ্গাধর ঠাকুরের "সন্তান"। ইঁহাদের বংশতালিকা পরপৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল।

গঙ্গাধর
|
রামভদ্র
|
শুকদেব
|
হৃদয়রাম
|
ভবানীশঙ্কর
|
ভৈরবচন্দ্র
|
পরমানন্দ (জগন্মোহন)
|
(রাজা) দক্ষিণারঞ্জন | কালিকারঞ্জন | বিশ্বরঞ্জন | নিরঞ্জন | সর্ব্বরঞ্জন

দক্ষিণারঞ্জনের পিতামহ ভৈরবচন্দ্র ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হিজলী কাঁথির লবণ-কুঠির সদর আমিন ছিলেন এবং প্রভূত অর্থ ও সামাজিক প্রতিপত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। পারস্য ভাষায় তাঁহার অসাধারণ অধিকার ছিল। এইজন্য অনেকে তাঁহাকে "মৌলবী মুখুয্যে" বলিয়া সম্বোধন করিতেন। তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ছিলেন।

ভৈরবচন্দ্রের জীবনকাল পর্য্যন্ত তাঁহার কুলভঙ্গ



শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন মুখোপাধ্যায়।

হয় নাই। দক্ষিণারঞ্জনের পিতা পরমানন্দ (ওরফে জগন্মোহন) পিরালি বংশে ৺সূর্য্যকুমার ঠাকুরের কন্যাকে বিবাহ করায় ইঁহাদের সর্ব্বপ্রথম কুলভঙ্গ হয়। পরমানন্দের বিবাহ সম্বন্ধে একটি গল্প প্রচলিত আছে। গল্পটি দক্ষিণারঞ্জনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার পিতার নিকটে যে ভাবে শুনিয়াছিলেন, আমাদের নিকটে সেইভাবে বিবৃত করিয়াছেন। আমরা কৌতূহলী পাঠকগণের অবগতির নিমিত্ত উহা এ স্থলে লিপিবদ্ধ করিলাম।

পরমানন্দের এক জ্ঞাতি খুল্লতাত কর্ম্মোপলক্ষে কলিকাতায় বাস করিতেন। ৺সূর্য্যকুমার ঠাকুর মহাশয়ের প্রথমা কন্যা বিবাহযোগ্যা হইলে তিনি পরমানন্দের খুল্লতাতকে একটি সদ্বংশীয়, সুচরিত্র ও সুপুরুষ পাত্রের অনুসন্ধান করিয়া দিতে বলেন এবং মনোমত পাত্রের সহিত বিবাহসম্বন্ধ করিয়া দিলে তাঁহাকে পঞ্চ সহস্র মুদ্রা পুরস্কার দিতে প্রতিশ্রুত হন। পরমানন্দ দেখিতে অতি সুপুরুষ ছিলেন, তাঁহার বংশ ও চরিত্র যতদূর সম্ভব নিষ্কলঙ্ক ছিল। সুতরাং তাঁহার খুল্লতাত তাঁহাকেই উপযুক্ত পাত্র বলিয়া স্থির করিলেন। কিন্তু পাত্রের বিধবা জননী যে কখনও এই বিবাহে সম্মতি দিয়া কুলমর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করিবেন না, ইহা তিনি বিলক্ষণ

জানিতেন। সুতরাং তিনি একটি কৌশল অবলম্বন করিলেন। তিনি পরমানন্দের জননীকে বলিলেন যে, কলিকাতায় কোনও পর্ব্বোপলক্ষে নানাপ্রকার আমোদ প্রমোদ হইবে, কালীঘাটে মহাসমারোহে পূজা অর্চ্চনাদি হইবে, তাঁহার ইচ্ছা যে পরমানন্দকে এই সকল দেখাইয়া আনেন। সরলহৃদয়া জননী কোন প্রকার কপটতা সন্দেহ না করিয়া সানন্দচিত্তে সম্মতি দিলেন। পরমানন্দের খুল্লতাত তাঁহাকে সূর্য্যকুমারের গৃহে আনিয়া তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিয়া প্রতিশ্রুত পুরস্কার লইয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। সেই দিবসেই পরমানন্দের গাত্রহরিদ্রা হইয়া গেল। বালক পরমানন্দ ক্রন্দন করিলে সূর্য্যকুমার বহুমূল্য অলঙ্কারাদি দিয়া তাঁহাকে ভুলাইয়া রাখিলেন। বিবাহকার্য্য সুসম্পন্ন হইলে পরমানন্দের জ্ঞাতিরা সমস্ত জানিতে পারিলেন। এই সময় হইতে পরমানন্দ কলিকাতায় বাস করিতে আরম্ভ করিলেন এবং ভট্টপল্লীর সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেন।

পরমানন্দ কলিকাতায় জগন্মোহন নামেই পরিচিত ছিলেন। তাঁহার এই দ্বিতীয় নামকরণ সম্বন্ধেও একটি কৌতুকাবহ গল্প প্রচলিত আছে। সেকালে ঠাকুর পরিবারে এইরূপ নিয়ম ছিল যে, বাটীর

জামাতাদের নাম পরিবারস্থ মহিলাদিগের পছন্দ না হইলে, তাঁহাদের অন্য নাম দেওয়া হইত। পরমানন্দের নামটি মহিলাদিগের পছন্দ হয় নাই, বিশেষতঃ উচ্চারণের সাদৃশ্যবশতঃ তাঁহার সহধর্ম্মিণীর পক্ষে নিত্যপ্রয়োজনীয় "পরমান্ন" শব্দ উচ্চারণ করাও দোষাবহ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। সেইজন্য পরমানন্দের নাম পরিবর্ত্তিত করিবার প্রয়োজন হয়। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে পরমানন্দ দেখিতে অতি সুপুরুষ ছিলেন। সেইজন্য তাঁহার নাম জগন্মোহন রাখা হয়। দুর্গাদাস নামে পরমানন্দের এক ভ্রাতা ছিলেন। ইনি খড়দহের বিখ্যাত গোস্বামী বংশোদ্ভব ৺চৈতনচাঁদ গোস্বামীর এক পৌত্রীকে বিবাহ করিয়া খড়দহে বাস করিতেন। কিছু দিন পূর্ব্বে তাঁহার বিষয়াদির উত্তরাধিকার লাভের জন্য দক্ষিণারঞ্জনের ভ্রাতা নিরঞ্জন মুখোপাধ্যায় আলীপুর কোর্টে এক দাবী উপস্থাপিত করেন। সেই মোকদ্দমায় মহারাজা স্যর যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুরের সাক্ষ্য লওয়া হয়। মহারাজা বাহাদুর যাহা বলিয়াছিলেন তাহা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য :—



মহারাজা স্যর যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর।

(তরুণ বয়সে।)

"The witness on solemn affirmation says—My name is Jotendra Mohan Tagore. My age is 75 and my father's name is Huro Kumar Tagore. My profession is Zemindary.

1. I know the plaintiff Niranjan Mukerjee.

2. He is my জ্যেঠতুতো ভগ্নীর ছেলে অর্থাৎ ভাগ্নে।

3. আমার জ্যেষ্ঠতাতের নাম ৺সূর্য্যকুমার ঠাকুর মহাশয়।

4. Niranjan Mukerjee's father's name is Jaganmohan Mukerjee.

5. এখানে এই নামই ছিল কিন্তু আমি শুনেছি যে তাঁর বাটীতে নাম ছিল পরমানন্দ।

6. এখানে মানে আমাদের বাড়ীতে।

7. আমাদের বটীতে এরকম নিয়ম ছিল যে, যদি জামাইয়ের নাম মেয়েদের পছন্দ না হইত, ভাল না লাগিত—তখন অন্য একটা নাম দেওয়া হইত।

8. জগন্মোহনের পিতার নাম ভৈরবচন্দ্র মুখুয্যে ছিল।

9. আমি জানি না যে জগন্মোহনের ভ্রাতা ছিল কি না।

10. Jaganmohan was high caste Kulin Brahmin before his marriage.

11. আমাদের Familyর নিয়ম ছিল যে, ভাল কুলীন দেখে বিবাহ দেওয়া।

12. ভৈরবচন্দ্রের সঙ্গে আগে কোন কুটুম্বিতে আমাদের ছিল না, এই বিবাহে প্রথম হইল।

13. আমাদের ঠাকুরদাদার Familyতে নিয়ম ছিল যে, ভাল কুলীনের ছেলে এনে আমাদের Familyতে বিবাহ দেওয়া এবং ভাল করে provision করে দেওয়া। জগন্মোহনের সময় এই হইয়াছিল।

14. আমার পিতামহ গোপীমোহন ঠাকুর জীবিত থাকার সময় এই বিবাহ হয়।"

* * * * *

জগন্মোহনের সংস্কৃত ও পারস্য ভাষায় অসামান্য অধিকার ছিল। তিনি এই দুই ভাষায় লিখিত গ্রন্থাদি পাঠেই সমস্ত জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তাঁহার সুন্দর হস্তাক্ষরে লিখিত সংস্কৃত পুঁথী প্রভৃতি এখনও তাঁহার বংশধরগণ সযত্নে রক্ষা করিতেছেন।

দক্ষিণারঞ্জনের পিতৃবংশের পরিচয় সংক্ষেপে প্রদত্ত



গোপীমোহন ঠাকুর।

হইয়াছে। তিনি প্রাচীন, সম্ভ্রান্ত, ও পাণ্ডিত্যের জন্য বিখ্যাত ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া উত্তরাধিকার-সূত্রে বিনয়ী ও বিদ্যানুরাগী হইয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহার মাতুলকুলের কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

মাতৃকুল।—দক্ষিণারঞ্জনের মাতৃপিতামহ গোপী-মোহন ঠাকুর কলিকাতার একজন প্রসিদ্ধ ধনী ছিলেন। কিন্তু তিনি পার্থিব ঐশ্বর্য্য অপেক্ষা মূল্যবান মানসিক সম্পদের অধিকারী ছিলেন। তিনি সংস্কৃত, পারস্য ও উর্দ্দু ভাষায় বিশেষ বুৎপন্ন ছিলেন, এবং ইংরাজী, ফরাসী ও পর্টুগীজ ভাষাও কিছু কিছু জানিতেন। তিনি স্বধর্ম্মে যেমন নিষ্ঠাবান্ ছিলেন, দানে তেমনই মুক্তহস্ত ছিলেন। তিনি প্রভূত অর্থব্যয় পূর্ব্বক মূলা-যোড়ে গঙ্গাতীরে দ্বাদশটি শিবলিঙ্গ ও ব্রহ্মময়ী দেবী নামে এক কালীমূর্ত্তি স্থাপিত করেন এবং তাঁহাদের যথোপযুক্ত সেবাদির ও অতিথি-সৎকারের জন্য যথেষ্ট দেবোত্তর সম্পত্তি দান করিয়াছিলেন। দুর্গাপূজার সময়ে তাঁহার বাটীতে যেরূপ সমারোহ হইত সেরূপ সমারোহ আর কুত্রাপি দৃষ্ট হইত না। তিনি হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার একজন পুরোহিত ছিলেন। দেশীয় শিল্পসাহিত্যাদির উন্নতির প্রতি তাঁহার প্রখর দৃষ্টি ছিল।

সঙ্গীতে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। কালি মির্জ্জা (কালিদাস মুখোপাধ্যায়), ল'কে কাণা (লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস) প্রভৃতি গীতরচয়িতৃগণ এবং অজ্জু খাঁ, লালা কেবল কিষণ্ প্রভৃতি বিখ্যাত গায়কগণ তাঁহার নিকট হইতে প্রচুর অর্থসাহায্য প্রাপ্ত হইতেন। তিনি স্বয়ংও সুন্দর গীত রচনা করিতে পারিতেন। তাঁহার প্রবল বংশাভিমান ছিল। এই সম্বন্ধে একটি গল্প প্রচলিত আছে। শোভাবাজারের মহারাজা নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের পুত্র রাজা রাজকৃষ্ণ যৌবনকালে হিন্দুধর্ম্মে আদৌ আস্থাবান্ ছিলেন না। তিনি হিন্দু আচার-ব্যবহারাদি প্রকাশ্যে পদদলিত করিয়া যবনী সহ-বাসে সময়ক্ষেপণ করিতেন; মুসলমান বাবুর্চ্চী দ্বারা আহার্য্য প্রস্তুত করাইতেন; মুসলমানদিগকেই তাঁহার সভাসদ্ ও সহচর করিয়াছিলেন; মুসলমান কবির দ্বারা মহরমের গীত রচনা করাইতেন, স্বয়ং প্রভূত অর্থ-ব্যয়ে গোঁয়ারা বাহির করিয়া মহরম পর্ব্বোৎসবে যোগদান করিতেন, এবং ধার্ম্মিক মুসলমানদিগের ন্যায় বক্ষে করাঘাত করিতে করিতে পদব্রজে শোভা-যাত্রার অনুগমন করিতেন। বাস্তবিক যৌবনকালে রাজা রাজকৃষ্ণ কোনও ধর্ম্মে আস্থাবান্ ছিলেন না। মুসলমানরা রাজা রাজকৃষ্ণকে তাঁহাদের



রাজা রাজকৃষ্ণ দেব।

সমাজভুক্ত হইতে দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছিলেন। কিন্তু হিন্দুসমাজ এরূপ ধনী ও উচ্চবংশীয় ব্যক্তিকে সহজে ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। হিন্দু দলপতিরা রাজা রাজকৃষ্ণকে হিন্দুপর্ব্বাদির উৎসবেও নিমন্ত্রিত করিতেন এবং রাজকৃষ্ণও এই সকল নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতেন। একবার গোপীমোহন ঠাকুরের বাটীর সম্মুখ দিয়া কোন হিন্দুপর্ব্বসংক্রান্ত শোভাযাত্রায় রাজা রাজকৃষ্ণ যাইতেছিলেন। গোপীমোহন রাজা রাজকৃষ্ণকে হিন্দুপর্ব্বোৎসবে যোগদান করিতে দেখিয়া পরিহাস করিয়া বলেন, "রাজা আপনি কোন্ দলে আছেন? কখনও দেখি হিন্দু পর্ব্বোৎসবে যোগদান করিতেছেন, কখনও বা দেখিতে পাই মুসলমানদিগের শোভাযাত্রায় যোগদান করিতেছেন।" রাজা পিরালি বংশের প্রতি গ্লানিসূচক ভাব প্রকাশ করিয়া উত্তর দেন, "সত্য বটে আমাকে দুই দলেই দেখিতেছেন, কিন্তু আমি আপনাকে কোন দলেই এ পর্য্যন্ত দেখিতে পাইলাম না।" ইহাতে গোপীমোহনের বংশাভিমানে আঘাত লাগিল। তিনি তাঁহার উপবীত উত্তোলিত করিয়া রাজাকে দেখাইয়া সগৌরবে বলিলেন, "আশ্চর্য্য নহে, রাজা, কিছুমাত্র আশ্চর্য্য নহে। আমার স্থান যেখানে, তত

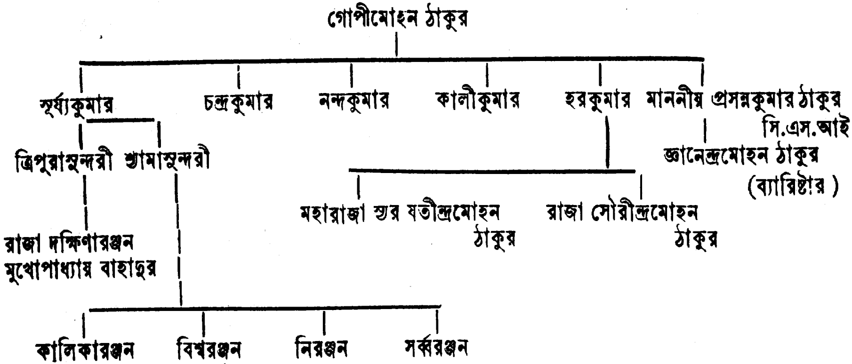


সূর্য্যকুমার ঠাকুর

উচ্চে আপনি কখনও উপস্থিত হইতে পারিবেন না।”

মৃত্যুকালে গোপীমোহন ছয় পুত্র রাখিয়া যান। জ্যেষ্ঠ পুত্র সূর্য্যকুমারের পুত্র সন্তান হয় নাই। তাঁহারই কন্যার গর্ভে দক্ষিণারঞ্জনের জন্ম হয়। বোধ-সৌকর্য্যার্থে পার্শ্বে একটি বংশ তালিকা প্রদত্ত হইল।—

দক্ষিণারঞ্জনের মাতামহ সূর্য্যকুমার বুদ্ধিমান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি একটি সওদাগরী ব্যাঙ্কের প্রধান অংশী ছিলেন এবং উক্ত ব্যাঙ্কের পরিচালনে যথেষ্ট সহায়তা করিতেন। তিনি তাঁহার পিতার বিস্তৃত জমিদারীরও তত্ত্বাবধান করিতেন। একবার স্মিথ নামক জনৈক য়ুরোপীয় একটি ডক ইয়ার্ড নির্ম্মাণ করিবার সঙ্কল্প করিয়া একটি সমবায় স্থাপিত করেন এবং গোপী-মোহনের সাহায্য প্রার্থনা করেন। গোপীমোহন তাঁহাকে বিস্তর অর্থ প্রদান করিয়াছিলেন। সূর্য্যকুমার এই সমবায়ের বেনিয়ান নিযুক্ত হন। কিন্তু শীঘ্রই উক্ত মিষ্টার স্মিথের অদূরদর্শিতার জন্য সমবায় ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া উঠিয়া যায়। গোপীমোহনের ইহাতে যথেষ্ট ক্ষতি হয়। সূর্য্যকুমার অধিককাল জীবিত ছিলেন না। ত্রিংশৎবর্ষ বয়ঃক্রমের সময় তাঁহার মৃত্যু হয়।



গোপীমোহন ঠাকুর
সূর্য্যকুমার
চন্দ্রকুমার
নন্দকুমার
কালীকুমার
হরকুমার
মাননীয় প্রসন্নকুমার ঠাকুর সি.এস.আই
ত্রিপুরাসুন্দরী
শ্যামাসুন্দরী
জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর (ব্যারিষ্টার)
মহারাজা স্যর যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর
রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর
রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় বাহাদুর
কালিকারঞ্জন
বিশ্বরঞ্জন
নিরঞ্জন
সর্ব্বরঞ্জন

দক্ষিণারঞ্জনের জননী পরমা সুন্দরী ও গুণবতী রমণী ছিলেন, কিন্তু দক্ষিণারঞ্জনের জন্মের অল্পকাল পরেই প্রসূতি প্রাণত্যাগ করেন; দক্ষিণারঞ্জনকে শৈশবেই মাতৃহীন হইতে হয়। দক্ষিণারঞ্জনের পিতা জগন্মোহন অতঃপর সূর্য্যকুমারের অপর এক কন্যাকে বিবাহ করেন। ইঁহার স্নেহে ও যত্নে দক্ষিণারঞ্জনকে কখনও মাতার অভাব অনুভব করিতে হয় নাই। ইঁহারই গর্ভে দক্ষিণারঞ্জনের অন্যান্য ভ্রাতৃগণ জন্মগ্রহণ করেন।

বাল্যজীবন ও শিক্ষা। দক্ষিণারঞ্জন বাল্যকালে মাতামহালয়েই স্নেহে প্রতিপালিত হন। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, তাঁহার পিতা জগন্মোহন সংস্কৃত ও পারস্য ভাষার ও সাহিত্যের সবিশেষ অনুরাগী ছিলেন। কিন্তু ইংরাজী শিক্ষা না দিলে ভবিষ্যতে পুত্র প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারিবেন না, ইহা বিবেচনা করিয়া দূরদর্শী জগন্মোহন তাঁহাকে হেয়ার সাহেবের বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট করাইয়া দেন। এই বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিয়া দক্ষিণারঞ্জন উচ্চশিক্ষালাভার্থ হিন্দু কলেজে প্রবেশলাভ করেন।

আজিকালি অনেকের ধারণা ও বিশ্বাস যে, ইংরাজ

কর্ত্তৃপক্ষই এতদ্দেশে ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্ত্তন করেন। ইহা সত্য নহে। সেকালে গবর্ণমেন্ট প্রজাদের মধ্যে উচ্চশিক্ষা বিতরণের জন্য কিছুমাত্র ঔৎসুক্য প্রদর্শন করেন নাই। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে হিন্দু কলেজ প্রধানতঃ কতিপয় দেশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির অর্থে ও চেষ্টায় এবং ডেবিড্ হেয়ার ও সার হাইড্ ঈষ্টের সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। যে সকল বিদ্যোৎসাহী ও ধনীর উৎসাহে ও অর্থানুকূল্যে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়, মহারাজা স্যর যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের চেষ্টায় তাঁহাদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রতিষ্ঠিত একটি মর্ম্মরফলকে তাঁহাদের নাম ক্ষোদিত হইয়াছে। নামগুলি এ স্থলে উল্লেখযোগ্য—

রাজা তেজচন্দ্র বাহাদুর (বর্দ্ধমানাধিপতি)
বাবু গোপীমোহন ঠাকুর (দক্ষিণারঞ্জনের প্রমাতামহ)
বাবু জয়কৃষ্ণ সিংহ (মহাভারতানুবাদক ৺কালীপ্রসন্ন-সিংহের পিতামহ)
বাবু গোপীমোহন দেব (রাজা স্যর রাধাকান্ত দেবের পিতা)
বাবু গঙ্গানারায়ণ দাস।

রাজা তেজচন্দ্র বাহাদুর ও দক্ষিণারঞ্জনের খুল্ল-

মাতামহ চন্দ্রকুমার ঠাকুর সর্ব্বপ্রথমে হিন্দুকলেজের গবর্ণর নির্ব্বাচিত হন এবং বাবু গোপীমোহন দেব, বাবু জয়কৃষ্ণ সিংহ ও বাবু গঙ্গানারায়ণ দাস এই বিদ্যালয়ের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সদস্য নিযুক্ত হন। জষ্টিস অনুকূল মুখোপাধ্যায়ের পিতা বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় এই বিদ্যালয়ের প্রথম সম্পাদক নিযুক্ত হন। ডেবিড্ হেয়ার ও ডাক্তার হোরেস্ হেম্যান্ উইল্সন এই বিদ্যালয়ের পরিদর্শক ছিলেন।

ছাত্রাবস্থায় দক্ষিণারঞ্জনের তীক্ষবুদ্ধি, অপূর্ব্ব মেধা ও অদ্ভুত অধ্যবসায় দেখিয়া তাঁহার শিক্ষকগণ বিস্মিত হইতেন। ডেবিড্ হেয়ার তাঁহাকে পুত্রাধিক স্নেহ করিতেন। ডাক্তার উইল্সন্ও তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা দেখিয়া বিস্মিত হইতেন। কৃষ্ণদাস পাল বিখ্যাত বাগ্মী ও স্বদেশহিতৈষী রামগোপাল ঘোষের জীবনচরিতবিষয়ক এক প্রস্তাবে লিখিয়াছেন, বিদ্যালয়ের নিম্নতর শ্রেণীতে পাঠ করিবার সময়েও দক্ষিণারঞ্জন ও রামগোপাল এরূপ সুন্দর বিশুদ্ধ ইংরাজী প্রবন্ধাদি লিখিতেন যে, ডাক্তার উইল্সন সেগুলি লইয়া গিয়া প্রথম শ্রেণীর ছাত্রদিগের নিকট পড়িয়া তাহাদিগকে লজ্জা দিতেন এবং ইংরাজী রচনার প্রতি অমনোযোগিতার জন্য তাহাদিগকে ভৎর্সনা করিতেন।



হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও।

হিন্দু কলেজে দক্ষিণারঞ্জনের সতীর্থ ও সহাধ্যায়িগণের মধ্যে অনেকেই প্রতিভার ও পাণ্ডিত্যের জন্য উত্তরকালে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, রামগোপাল ঘোষ, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রামতনু লাহিড়ী, রাধানাথ শিকদার প্রভৃতি হিন্দু কলেজের ছাত্রগণ সামান্য প্রতিভার অধিকারী ছিলেন না। ইঁহাদের মধ্যেও যে দক্ষিণারঞ্জন অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছাত্র বলিয়া পরিগণিত হইতেন, ইহা দক্ষিণারঞ্জনের ছাত্রজীবনের গৌরবের পরিচায়ক।

ডিরোজিওর বিচিত্র শিক্ষাপ্রণালী ও প্রভাব। দক্ষিণারঞ্জন যখন হিন্দু কলেজে বিদ্যাশিক্ষা করিতেন, তখন একজন অসাধারণ প্রতিভাশালী য়ুরেশীয় পণ্ডিত উহার অন্যতম শিক্ষক ছিলেন। তাঁহার নাম হেন্‌রি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও। মিষ্টার টমাস্ এডওয়ার্ডস্ ও মদীয় পরলোকগত বন্ধু মিষ্টার ই, ডব্লিউ, ম্যাজ ডিরোজিওর এক একখানি সুন্দর জীবনচরিত প্রকাশ করিয়াছেন এবং বাঙ্গালা মাসিক পত্রাদিতেও ডিরোজিও সম্বন্ধে দুই একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। সুতরাং এ স্থলে আমরা তাঁহার কৃত কার্য্যের বিস্তারিত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন বিবেচনা করি। কিন্তু তাঁহার বিচিত্র শিক্ষা-



কিশোরীচাঁদ মিত্র।

প্রণালী ও ছাত্রদিগের উপর তাঁহার অসামান্য প্রভাবের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিবার প্রয়োজন আছে। মনীষী কিশোরীচাঁদ মিত্র তদ্বিরচিত হিন্দু কলেজের ইতিহাস বিষয়ক বিখ্যাত সন্দর্ভের এক স্থলে ডিরোজিওর শিক্ষা-প্রণালীসম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহার মর্ম্ম এই :—

"শিক্ষকরূপে তিনি অসাধারণ সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন। অন্যান্য শিক্ষকদিগের অপেক্ষা এ বিষয়ে তাঁহার কর্ত্তব্যজ্ঞান প্রবলতর ছিল। তিনি মনে করিতেন যে, কেবল শব্দমালা নহে, পরন্তু বিষয়শিক্ষাদানও তাঁহার কর্ত্তব্য; কেবল মস্তিষ্কের নহে, পরন্তু হৃদয়ের বিকাশ-সাধনও তাঁহার কর্ত্তব্য। এই বিশ্বাসে কার্য্য করিয়া তিনি তাঁহার ছাত্রদিগের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে ভাবিতে শিখাইতেন, এই দেশের অধিবাসীরা সেই সময়ে যে প্রাচীন সঙ্কীর্ণতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিলেন, সেই শৃঙ্খল ছিন্ন করিতে শিখাইতেন। মনস্তত্ত্বে ও নীতিশাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল; তিনি ছাত্রদিগকে সেই সব বিষয়ে শিক্ষা দিতেন। অসাধারণ ধীশক্তি-সম্পন্ন ডিরোজিও তাঁহাদিগকে লক্, রীড্, ষ্টুয়ার্ট, ও ব্রাউন প্রভৃতির অভিমতাদি বুঝাইতেন। তিনি তাঁহার অধ্যাপনায় পর্য্যবেক্ষণ-শক্তির ও তর্ককৌশলের যে মৌলিকতা দেখাইতেন,

তাহা স্যর উইলিয়ম হ্যামিল্টনের মৌলিকতার অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে। কিন্তু তিনি কেবল বিদ্যালয়ে শিক্ষা দিয়াই নিরস্ত হইতেন না; পরন্তু নিজগৃহে, তর্ক-সভায় ও অন্যান্য স্থানে, ছাত্রদিগকে আপনার জ্ঞানসম্ভার দান করিয়া আনন্দ অনুভব করিতেন।"

ডিরোজিওর অন্যতম প্রিয় শিষ্য প্যারীচাঁদ মিত্র তদ্বিরচিত ডেবিড্ হেয়ারের ইংরাজী জীবনচরিতে লিখিয়াছেন :—

"Derozio appears to have made strong impression on his pupils, as they regularly visited him at his house and spent hours in conversation with him. He continued to teach at home what he had taught at school. He used to impress upon his pupils the sacred duty of thinking for themselves—to be in no way influenced by any of the idols mentioned by Bacon—to live and die for truth—to cultivate and practise all the virtues, shunning vice in every shape. He often read examples from

ancient history of the love of justice, patriotism, philanthropy and self-abnegation, and the way in which he set forth the points stirred up the minds of his pupils. Some were impressed with the excellence of justice, some with the paramount importance of truth, some with patriotism, some with philanthropy"

তাঁহার শিষ্যগণের উন্নতির জন্য তিনি কত যত্ন ও চেষ্টা করিতেন ও তাঁহাদের দ্বারা ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কত উচ্চ আশা পোষণ করিতেন, তাহা ডিরোজিও স্বয়ং একটি সনেটে প্রকাশ করিয়াছেন। সনেটটির মর্ম্মানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

"অর্দ্ধস্ফুট পুষ্পদল সম, ধীরে ধীরে হয় বিকশিত
তোমাদের সুকুমার চিত, হেরি আমি উৎসুক নয়নে ;
মানসিক শক্তিচয় যেন ছিল মন্ত্রমূর্চ্ছিত শয়নে,
সুবর্ণ-শলাকা-স্পর্শে এবে ক্রমে ক্রমে হয় উদ্বোধিত।
যেন হেরি বিহঙ্গমশিশু, সুখকর বসন্ত-বাসরে
প্রসারিছে ক্ষুদ্র পক্ষ দু'টি, নিজ শক্তি পরীক্ষার তরে।

অবস্থার বায়ু অনুকূল ; বৈশাখী বরষা সম ঝরে
জ্ঞানের প্রথম বারিধারা ; করিতেছে শিশির বর্ষণ
অগণিত নব ভাব নিতি ; কি আনন্দে চিত্ত মোর ভরে
হেরি তোমাদের মহাপূজা,—শক্তি-উৎস সত্যের অর্চ্চন
মানস-নয়ন মেলি যবে চেয়ে দেখি ভবিষ্যমুকুরে,—
যশোমাল্য গাঁথিছেন দেবী ভাগ্যলক্ষ্মী, ভাবি-গরিমার
সমুজ্জ্বল মুকুটভূষণ হবে যাহা তোমাদের শিরে,—
হর্ষনীরে ভাসি, ভাবি বৃথা যাপি নাই জীবন আমার।"

ডিরোজিওর শিক্ষাপ্রণালী বাস্তবিকই অতি বিচিত্র ছিল। হিন্দু কলেজের শিক্ষকগণকে তৎকালে প্রধান শিক্ষকের নিকট প্রতিমাসে ছাত্রগণ কতদূর অধ্যয়ন করিয়াছে তাহার একটি বিবরণ লিখিয়া দিতে হইত। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে ডিরোজিও "পুঁথিগত বিদ্যা" না শিখাইয়া ছাত্রগণের চিত্তবৃত্তি-বিকাশের জন্যই সমধিক চেষ্টিত ছিলেন। সুতরাং, বলা বাহুল্য, ডিরোজিওর বিবরণ প্রায়ই প্রধান শিক্ষকের মনঃপুত হইত না। প্যারীচাঁদ মিত্র এক স্থানে লিখিয়াছেন যে, হিন্দু কলেজের তাৎকালীন প্রধান শিক্ষক ডি আন্‌সেলম্ একবার ডিরোজিওর লিখিত বিবরণ পাইয়া এতদূর ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন যে, আত্মবিস্মৃত হইয়া তাঁহাকে প্রহার

করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। ডিরোজিও পশ্চাতে সরিয়া গিয়া আত্মরক্ষা করেন।

যে সকল ছাত্র ডিরোজিওর সহবাসে থাকিতে ভালবাসিতেন এবং যাঁহাদের জীবনের উপর ডিরোজিও অপরিমেয় মঙ্গলময় প্রভাববিস্তার করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র, মাধবচন্দ্র মল্লিক,রামতনু লাহিড়ী, মহেশচন্দ্র ঘোষ, শিবচন্দ্র দেব, হরচন্দ্র ঘোষ, রাধানাথ শিকদার, গোবিন্দ-চন্দ্র বসাক ও অমৃতলাল মিত্র ইহাঁদের নাম উল্লেখযোগ্য। প্যারীচাঁদ মিত্র তদ্বিরচিত ডেবিড্ হেয়ারের ইংরাজী জীবনচরিতে (বিনয়বশতঃ স্বীয় নামের উল্লেখ না করিয়া) লিখিয়াছেন যে, ডিরোজিওর এই শিষ্যগণের মধ্যে প্রথমোক্ত চারি জন ছাত্রের উৎসাহাগ্নি অতিশয় প্রবল ছিল। ইঁহারাই নব্যবঙ্গে ধর্ম্ম ও সমাজসংস্কারবিষয়ে অগ্রণী ছিলেন।

একাডেমিক এসোসিয়েশন। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে ডিরোজিও তাঁহার শিষ্যগণের চিত্ত ও চরিত্রের বিকাশসাধনমানসে 'একাডেমিক এসোসিয়েশন' নামক এক ছাত্রসভা প্রতিষ্ঠিত করেন। বলা বাহুল্য দক্ষিণা-



ডেভিড্ হেয়ার

রঞ্জন, ডিরোজিওর অন্যান্য শিষ্যগণের সহিত, এই সভায় জ্ঞানানুশীলন ও তর্কশক্তি সঞ্চয় করিতে লাগিলেন। ডিরোজিও ও ডেবিড্ হেয়ার তাঁহাদের সত্যজ্ঞানের পথ-প্রদর্শক হইলেন।

ডেবিড হেয়ারের সম্বর্দ্ধনা। দক্ষিণারঞ্জনের সহিত ডেবিড্ হেয়ারের যে কিরূপ প্রীতিসম্বন্ধ ছিল তাহা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। ডেবিড্ হেয়ারের নিষ্কলঙ্ক চরিত্র, স্নেহশীল ব্যবহার ও নিঃস্বার্থ পরোপকারিতা দক্ষিণারঞ্জন ও তাঁহার সতীর্থগণকে বিমোহিত করিয়াছিল। ইহাঁরা ডেবিড হেয়ারের সম্বর্দ্ধনা করিতে সঙ্কল্প করিলেন। মাধবচন্দ্র মল্লিকের যোড়াসাঁকোস্থিত ভবনে ডেবিড হেয়ারের সম্বর্দ্ধনার আয়োজন করিবার জন্য দুইটী সভা আহূত হয়। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে ২৮শে নবেম্বর দিবসে আহূত প্রথম সভায় কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে ৩০শে জানুয়ারি দিবসে আহূত দ্বিতীয় সভায় রসিককৃষ্ণ মল্লিক সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রাধানাথ শিকদার প্রভৃতি এই সভায় বক্তৃতাদি

করেন। বক্তৃতার পর স্থির হয় যে সকলে চাঁদা করিয়া ডেভিড হেয়ারের একটি তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠিত করিবেন। হরচন্দ্র ঘোষ (পরে ছোট আদালতের জজ) এই সম্বর্দ্ধনা সমিতির সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইলেন। দক্ষিণারঞ্জন এই ব্যাপারে একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন এবং প্রভূত অর্থসাহায্য করেন। অতঃপর ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে ১৭ই ফেব্রুয়ারি দিবসে ডেভিড হেয়ারের জন্মদিনে হেয়ার স্কুলে দক্ষিণারঞ্জনের নেতৃত্বে হেয়ারের অসংখ্য ছাত্র সম্মিলিত হইয়া তাঁহাকে একটি কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপক অভিনন্দন পত্র প্রদান করেন এবং তাঁহার প্রতিকৃতির জন্য তাঁহাকে একজন সুযোগ্য চিত্রকরের নিকট বসিতে অনুরোধ করেন। অভিনন্দন পত্রটি পার্চমেন্টের উপর হরচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছিল। দক্ষিণারঞ্জন একটি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করিয়া অভিনন্দন পত্রটি পাঠ করেন এবং হেয়ার সাহেবের হস্তে অর্পণ করেন। বলা বাহুল্য ডেভিড হেয়ারও সস্মিতবদনে এই পত্র গ্রহণ করেন এবং স্বভাবসিদ্ধ বিনয়সহকারে উহার উত্তর দেন। * প্যারীচাঁদ মিত্র প্রণীত ডেভিড হেয়ারের ইংরাজী

---

* প্যারীচাঁদ মিত্র প্রণীত ডেভিড হেয়ারের বাঙ্গালা জীবন-চরিতে ডেভিড হেয়ারের বক্তৃতার সার মর্ম্ম এইরূপ প্রদত্ত হইয়াছে :—"এদেশে আসিয়া দেখিলাম যে, এখানে নানাপ্রকার

জীবনচরিতে এই ঘটনার উল্লেখ আছে। তিনি লিখিয়াছেন যে, যখন দক্ষিণারঞ্জন বলিলেন, "আপনি আমাদিগকে জননীর ন্যায় স্তন্য দিয়াছেন", তখন হেয়ার চিরাভ্যস্ত পদ্ধতিতে তাঁহার মস্তকটি ধীরভাবে আন্দোলিত করিতে করিতে মৃদুহাস্য করিতেছিলেন।

দক্ষিণারঞ্জনের চেষ্টায় য়ুরেশিয়ান চিত্রকর চার্লস্ পোট্ কর্তৃক ডেবিড্ হেয়ারের একটি সুন্দর তৈলচিত্র অঙ্কিত হয়। উহা এখনও হেয়ারস্কুলে রক্ষিত আছে। উক্ত চিত্রে হেয়ারের পার্শ্বে একটি বালকের প্রতিকৃতিও অঙ্কিত আছে। সেই বালকটি আর কেহই নহেন—তাঁহার প্রিয়তম শিষ্য দক্ষিণারঞ্জন।

ডিরোজিওর শিক্ষার ফল। ডিরোজিওর

দ্রব্যাদি উৎপন্ন হইতেছে, ভূমির উৎপাদিকা ও অর্থপ্রদ শক্তি অক্ষয়, লোক সকলও বুদ্ধিমান ও পরিশ্রমী এবং অন্যান্য সভ্যদেশের লোকদিগের ন্যায় ক্ষমতাবান কিন্তু বহুকালাবধি কু-শাসন ও প্রজাপীড়ন হেতু এদেশ একেবারে অজ্ঞানতায় আবৃত হইয়াছে। এদেশের অবস্থা সংশোধন জন্য ইউরোপীয় বিদ্যা ও বিজ্ঞানশাস্ত্র প্রচার করা আবশ্যক বোধ হইতেছে। যে বীজ আমা কর্তৃক উপ্ত হইয়াছে, তাহা এখন বৃক্ষরূপে স্বপ্রকাশ—উৎকৃষ্ট ফল প্রদান করিতেছে এবং তাহার সাক্ষী আমার চতুষ্পার্শ্বে রহিয়াছে।"

শিক্ষার ফলে দক্ষিণারঞ্জনপ্রমুখ হিন্দুছাত্রগণের স্বাধীন চিন্তাশক্তি বিকশিত হইয়া উঠিল। তাঁহারা সত্যের অনুসন্ধানে ব্যগ্র হইয়া পড়িলেন। হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজ তখন কুসংস্কারের দৃঢ় নিগড়ে আবদ্ধ। হিন্দু আচার ব্যবহারাদি সর্ব্বত্র সুরুচিসঙ্গত ছিল না। ডিরোজিওর ছাত্রগণ-ধর্ম্ম ও সমাজের সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিলেন। 'একাডেমিক এসোসিয়েশনে' ধর্ম্ম ও সমাজসংস্কার সম্বন্ধীয় প্রশ্নাদির আলোচনা আরব্ধ হইল। কৃষ্ণমোহন, রামগোপাল, দক্ষিণারঞ্জন ও রসিককৃষ্ণ এই সভার প্রধান সভ্য ছিলেন। বাঙ্গালার তদানীন্তন চীফ জষ্টিস্ স্যর এডওয়ার্ড রায়্যান, লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্কের প্রাইভেট সেক্রেটারী কর্ণেল বেন্‌সন্, কর্ণেল বীট্‌সন (পরে এডজুটেণ্ট জেনারেল), বিশপ কলেজের অধ্যক্ষ রেভারেণ্ড ডব্লিউ. এইচ. মিল্ প্রভৃতি উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ সভাস্থলে আসিয়া তরুণবয়স্ক সভ্যদিগকে উৎসাহ প্রদান করিতে লাগিলেন। অত্যধিক আগ্রহ ও উৎসাহ বশতঃ ডিরোজিওর ছাত্রগণ তাঁহাদের কার্য্যে ও ব্যবহারে হিন্দুধর্ম্মের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শিত করিতে লাগিলেন—হিন্দু আচার ব্যবহারাদি প্রকাশ্যে পদদলিত করিতে লাগিলেন।

সময় বুঝিয়া ডাক্তার ডফ্, আর্চডিকন ডিয়্যাল্‌ট্রি

প্রভৃতি খৃষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারকগণ কলেজের নিকটেই হিন্দুধর্ম্মের নিন্দা ও খৃষ্টধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। হিন্দুধর্ম্মে শিথিলবিশ্বাস ডিরোজিও-শিষ্যগণ এই সকল বক্তৃতা শুনিয়া হিন্দুধর্ম্মকে ঘৃণা করিতে শিখিলেন। প্রকাশ্যস্থানে হিন্দুর অখাদ্যাদি ভোজন করিয়া হিন্দু-কুসংস্কারের উপর তাঁহাদের বিজয় ঘোষণা করিতে লাগিলেন।

জ্ঞানান্বেষণ। এই সময়ে দক্ষিণারঞ্জন হিন্দু-কলেজে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার জননীর উত্তরাধিকারীসূত্রে প্রায় সার্দ্ধ একলক্ষ টাকা মূল্যের সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। কিন্তু অর্থের প্রতি তাঁহার কোন মমতা ছিল না। দেশের কল্যাণকল্পে তিনি মুক্তহস্তে অর্থব্যয় করিতে পারিতেন। সংবাদপত্রের দ্বারা দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইতে পারে, ইহা বিবেচনা করিয়া তিনি নিজ ব্যয়ে 'জ্ঞানান্বেষণ' নামক একটি সাপ্তাহিক পত্র প্রচারিত করিলেন। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে রেভারেণ্ড জেমস্ লঙ্ বাঙ্গালা ভাষায় মুদ্রিত পুস্তকাদির যে প্রসিদ্ধ বিবরণী লিপিবদ্ধ করিয়া বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট

সমীপে প্রেরণ করেন, তদ্দৃষ্টে প্রতীত হয় যে, ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে 'জ্ঞানান্বেষণ' সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত হইয়া, প্রায় ত্রয়োদশ বর্ষ কাল শিক্ষিত হিন্দুছাত্রগণের মধ্যে বিনা-মূল্যে বিতরিত হইয়াছিল। তাঁহার অকৃত্রিম সুহৃদ রসিককৃষ্ণ মল্লিকের সহযোগে দক্ষিণারঞ্জন স্বয়ং দীর্ঘ-কাল এই পত্র সম্পাদন করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত রাম-গোপাল সান্যাল মহাশয় তদ্বিরচিত "A general biography of Bengal Celebrities" নামক গ্রন্থে রামগোপাল ঘোষের কয়েকখানি পত্র প্রকাশিত করিয়া-ছিলেন; সেগুলি পাঠ করিলে প্রতীত হয় যে তারিণী-বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রামচন্দ্র মিত্র ও হর-মোহন চট্টোপাধ্যায়ও মধ্যে মধ্যে দক্ষিণারঞ্জন কর্ত্তৃক পরি-চালিত এই পত্র সম্পাদন করিয়াছিলেন। সুপণ্ডিত গোবিন্দ চন্দ্র বসাকও এই পত্রে প্রবন্ধাদি লিখিতেন। প্রথম বৎসর এই পত্র বাঙ্গালা ভাষায় এবং তৎপরে ইংরাজী ও বাঙ্গালা উভয়বিধ ভাষায় লিখিত হইত। এই পত্রে সময়ে সময়ে হিন্দুধর্ম্ম-বিরুদ্ধ অনেক কথা থাকিত এবং কুসংস্কারপূর্ণ হিন্দু আচার ব্যবহারাদিরও নিন্দা থাকিত। এই লইয়া দক্ষিণারঞ্জনের পিতার সহিত তাঁহার কিঞ্চিৎ মনোমালিন্য ঘটে। দক্ষিণারঞ্জন এই সময়ে পিতার উপর অভিমান করিয়া কিছুদিন সার্কুলার রোডে তাঁহার

গুরু ডিরোজিওর বাসস্থানের সন্নিকটে একটি বাটী ভাড়া লইয়া তথায় অবস্থান করেন। কিন্তু তিনি অধিকদিন তাঁহার স্নেহময় পিতার নিকট হইতে আপনাকে বিচ্ছিন্ন রাখিতে পারেন নাই,—শীঘ্রই তাঁহার সহিত পুনর্ম্মিলিত হন। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের ২৬শে এপ্রিল তারিখ সম্বলিত একটি পত্রে ডিরোজিও তদীয় বন্ধু হোরেস হেমান উইলসনকে এই বিষয়ে লিখিয়াছিলেন—

"About two or three months ago Dakhinarunjun Mookerjee informed me that his father's treatment of him had become utterly insupportable, and that his only chance of escaping it was by leaving his father's home. Although I was aware of the truth of what he had said, I dissuaded him from taking such a course, telling him that much should be endured from a parent, and that the world would not justify his conduct if he left his home without being actually turned out of it.

He took my advice, though I regret to say, only for a short time. A few weeks ago he left his father's home and to my great surprise engaged another in my neighbourhood."

এমিলিয়া। ডিরোজিওর বাটীর সন্নিকটে অবস্থান কালে দক্ষিণারঞ্জন প্রায়ই ডিরোজিওর ভবনে আগমন পূর্ব্বক সাহিত্য, সমাজ ও ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় নানা-বিধ বিষয়ের আলোচনা করিতেন। ডিরোজিওর সুশিক্ষিতা ও স্নেহময়ী সহোদরা এমিলিয়া দক্ষিণারঞ্জনকে ভ্রাতার ন্যায় স্নেহ করিতেন। দক্ষিণারঞ্জনের হিন্দু আচার ব্যবহারাদি পরিত্যাগ ও ডিরোজিও-পরিবারের সহিত ঘনিষ্ঠতা দেখিয়া সকলে অনুমান করিলেন যে দক্ষিণারঞ্জন শীঘ্রই খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিবেন। এরূপ জনরবও উঠিল যে এমিলিয়ার সহিত দক্ষিণারঞ্জনের প্রেমসঞ্চার হইয়াছে এবং শীঘ্রই দক্ষিণারঞ্জন এমিলিয়ার পাণিগ্রহণ করিবেন। এই জনরবের মূলে সত্যের লেশও ছিল না। কারণ দক্ষিণারঞ্জন তাঁহার জীবনে ডাক্তার ডফের সংস্পর্শে যত আসিয়াছিলেন, তাঁহার সহপাঠিগণের মধ্যে বোধ হয় আর কেহই তত

আসেন নাই বা ডাক্তার ডফের স্নেহ লাভ করেন নাই। ডাক্তার ডফের ন্যায় প্রবর্ত্তনশক্তিসম্পন্ন খ্রীষ্টধর্ম্ম-প্রচারকের প্ররোচনাসত্ত্বেও দক্ষিণারঞ্জন কখনও খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বনের জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করেন নাই। আর, তাঁহার বিবাহ বহুদিন পূর্ব্বেই অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। হরচন্দ্র ঠাকুরের কন্যা জ্ঞানদাসুন্দরীকে তিনি ছাত্রাবস্থাতেই বিবাহ করিয়াছিলেন। এমিলিয়াও এরূপ পবিত্রস্বভাবা রমণী ছিলেন যে দক্ষিণারঞ্জনের সহিত তাঁহার কোন প্রকার অবৈধ প্রেমের অস্তিত্ব অনুমান করাও অসম্ভব। স্বল্পপরমায়ু ডিরোজিও আজীবন অবিবাহিতই ছিলেন। ভ্রাতাকে বিবাহ করিবার জন্য এমিলিয়া মধ্যে মধ্যে অনুরোধ করিতেন। ডিরোজিও তাঁহার একটি ইংরাজী কবিতায় তাঁহার সহোদরাকে যে উত্তর দিয়াছিলেন তাহাতে এমিলিয়ার নির্ম্মল চরিত্রের আভাস পাওয়া যায়।

ডিরোজিওর পদত্যাগ ও পরলোক-গমন। ডিরোজিওর শিষ্যগণের অনাচার ও উচ্ছৃঙ্খলতা দর্শন করিয়া হিন্দুকলেজের হিন্দু অধ্যক্ষগণ ডিরোজিওকে কলেজ হইতে অপসারিত করা যুক্তিসিদ্ধ মনে করিলেন। কেশবচন্দ্র সেনের পিতামহ দেওয়ান



রামকমল সেন

রামকমল সেন অতিশয় রক্ষণশীল হিন্দু ছিলেন এবং তিনিই এই বিষয়ে প্রধান উদ্যোগী হইয়াছিলেন। তিনি অধ্যক্ষগণকে একটি সভায় নিমন্ত্রণ করিয়া ডিরোজিওকে অপসারিত করিবার প্রস্তাব করেন। হিন্দু অধ্যক্ষগণ কর্ত্তৃক ডিরোজিওর নামে তিনটি অপবাদ আরোপিত হইয়াছিল। সে তিনটি অপবাদ এই—ঈশ্বরের অস্তিত্বে অবিশ্বাস, পিতামাতার প্রতি অবহেলা করিতে শিক্ষা দেওয়া ও ভ্রাতা-ভগিনীর পরস্পর বিবাহ অনুমোদন করা। ডাক্তার উইলসনের নিকট ডিরোজিও এ সংবাদ পাইয়া, অধ্যক্ষগণ কর্ত্তৃক পদচ্যুত হইবার পূর্ব্বেই স্বয়ং পদত্যাগ করিয়া তাঁহাদিগকে পত্র লিখিয়াছিলেন (২০শে এপ্রিল ১৮৩১ খৃষ্টাব্দ) এবং তিনটি অপবাদই অস্বীকার করিয়া উইলসনকেও পত্র লিখিয়াছিলেন। ডিরোজিও পদত্যাগ করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার ছাত্রগণের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইল না। পুরাতন ছাত্রগণ তাঁহার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তাঁহার নিকট গমন করিয়া উপদেশাদি গ্রহণ করিতেন। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে ২৩শে ডিসেম্বর দিবসে ২৩ বৎসর বয়সে ওলাউঠা রোগে এই অসাধারণ য়ুরেশীয় মনীষী পরলোকগমন করেন। তাঁহার মৃত্যুকালে তাঁহার যে সকল প্রিয় শিষ্য তাঁহার সেবা করা

কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে দক্ষিণারঞ্জন অন্যতম।

মহত্ত্ব ও বন্ধুবাৎসল্য। ডিরোজিও-প্রদত্ত শিক্ষার গুণে এই সময়ে দক্ষিণারঞ্জন অতি উচ্চভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। তিনি অতিশয় অমায়িক, পরোপকারী, ও বন্ধুবৎসল ছিলেন। জীবনের উষায় তাঁহাতে যে সকল সদ্‌গুণাবলী লক্ষিত হইয়াছিল, জীবনের মধ্যাহ্নে সেই সকল সদ্‌গুণাবলী অধিকতর উজ্জ্বলভাব ধারণ করিয়াছিল। সেই জন্য এই স্থলে আমরা দক্ষিণারঞ্জনের কৈশোরের দুই একটি ঘটনার উল্লেখ করিব। এই সকল ঘটনা হইতে তাঁহার চরিত্রের যে চিত্র মানসনয়নে প্রতিবিম্বিত হইয়া উঠে, উত্তরভাগে সেই চিত্রই অধিকতর উজ্জ্বলবর্ণে প্রতিভাত হইবে।

দক্ষিণারঞ্জনের অন্যতম বন্ধু স্বনামখ্যাত তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী মহাশয় একবার ব্যবসায়ে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া ঋণগ্রহণে বাধ্য হন। দক্ষিণারঞ্জন ইহা অবগত হইয়া স্বীয় নাম গোপন রাখিয়া তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ একসহস্র মুদ্রা প্রেরণ করেন। বহুদিন পরে তারাচাঁদ তাঁহার উপকারকের নাম জানিতে পারেন এবং ঐ



তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী

টাকা ঋণস্বরূপে স্বীকার করেন। প্যারীচাঁদ মিত্র তদ্বিরচিত ডেবিড্ হেয়ারের ইংরাজী জীবনচরিতে এই ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন এবং দক্ষিণারঞ্জনের চরিত্র সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

"Duckhinaranjan was of sanguine temperament and susceptible of good influences. His heart warmed at the distress of others. When Tarachand Chucroburtee was in distress, Duckhinaranjan sent him a Bank note for Rs 1000 as a gift anonymously. Tarachand afterwards traced his benefactor and arranged with him to receive the money as a loan."

আর একবার ডেবিড্ হেয়ারের কিছু অর্থের প্রয়োজন হয়। ডিরোজিওর চরিতকার টমাস এডওয়ার্ডস্ লিখিয়াছেন যে দক্ষিণারঞ্জন হেয়ার সাহেবকে ৬০,০০০৲ টাকা ঋণ প্রদান করেন। ডেবিড্ হেয়ার এই ঋণ পরিশোধ করিতে পারেন নাই। দক্ষিণারঞ্জন তাঁহার নিকট মাত্র আট সহস্র মুদ্রা মূল্যের ভূমিখণ্ড

গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে ঋণমুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার পরোপকারিতা ও বন্ধুবাৎসল্যের আর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে।

কৃষ্ণমোহনের গৃহত্যাগ ও আশ্রয়লাভ।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে ডিরোজিওর শিষ্যগণ স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে শিখিয়া চিরানুসৃত আচার-ব্যবহারাদি পদদলিত করিয়া স্বীয় বিবেকানুগত পন্থার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার আলোকপ্রাপ্ত এই সকল নব্য সংস্কারকগণ নিরতিশয় উৎসাহ ও উদ্দাম আবেগের সহিত প্রাচীন ধর্ম্ম ও সমাজ ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিলেন বটে, কিন্তু তৎসঙ্গে অনাচার ও উচ্ছৃঙ্খলতারও প্রবর্ত্তন করিলেন। প্রাচীন হিন্দুসমাজ ইহাতে ক্ষুব্ধ ও বিচলিত হইল।

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাটীর উত্তরপার্শ্ব-সংলগ্ন একটি বাটীতে ভৈরবচন্দ্র ও শম্ভুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী নামক দুইজন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। একদা কৃষ্ণমোহনের অনুপস্থিতিকালে (১৮৩১ খৃষ্টাব্দে ২৩শে আগষ্ট দিবসে) কৃষ্ণমোহনের কয়েকজন বন্ধু তাঁহার বাটীতে উপস্থিত হইয়া সমাজ-সংস্কার-বিষয়ক প্রশ্নাদির আলোচনা করিতে করিতে এতদূর উত্তেজিত হইয়া



কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (তরুণ বয়সে)

উঠিলেন যে, একজন তৎক্ষণাৎ কোন মুসলমানের দোকান হইতে গোমাংস ক্রয় করিয়া আনিলেন, এবং সকলে তাহা আহার করিয়া উচ্ছিষ্টাংশ প্রতিবেশী ব্রাহ্মণদ্বয়ের গৃহে নিক্ষেপ করিয়া "ঐ গোহাড়! ঐ গোমাংস!" শব্দে চীৎকার করিতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য ইহাতে শম্ভুচন্দ্র (ভৈরবচন্দ্র তখন গৃহে অনুপস্থিত ছিলেন) মহা ক্রুদ্ধ হইলেন, এবং হিন্দু প্রতিবেশিগণকে একত্রিত করিয়া নব্যসংস্কারকগণকে আক্রমণ করিলেন। নব্য যুবকদল দ্রুতপাদবিক্ষেপে পলায়ন করিলেন কিন্তু শম্ভুচন্দ্র ইহাতে সন্তুষ্ট হইলেন না। কৃষ্ণমোহনের অগ্রজ ভুবনমোহন বাটীতে প্রত্যাগত হইবামাত্র তাঁহাকে বলা হইল যে কৃষ্ণমোহনকে অবিলম্বে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া না দিলে তাঁহার রক্ষা নাই। হিন্দু দলপতি-গণের আদেশ ভুবনমোহনকে শিরোধার্য্য করিতে হইল। কৃষ্ণমোহন বাটীতে উপস্থিত হইবামাত্র তাঁহাকে গৃহত্যাগ করিতে বলা হইল। যদিও এই ব্যাপারে কৃষ্ণমোহনের কোন দোষ ছিল না, তথাপি তিনি দ্বিরুক্তি না করিয়া শোকাকুলিত চিত্তে স্বীয় গৃহ ও প্রিয়তম আত্মীয় স্বজনের নিকট হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিলেন।

গৃহত্যাগ করিয়াও নিস্তার নাই। উন্মত্ত হিন্দু

প্রতিবেশীরা তাঁহাকে প্রহার করিতে উদ্যত হইল। কেহ কেহ তাঁহার প্রাণ বিনাশের সঙ্কল্পও প্রকাশ করিয়াছিল। আশ্রয়হীন কৃষ্ণমোহন অকূল পাথারে পড়িলেন। কেহ তাঁহাকে ক্ষণকালের জন্যও আশ্রয় দিতে স্বীকৃত হইলেন না। এই সময়ে বন্ধুবৎসল দক্ষিণারঞ্জনই তাঁহাকে সাদরে নিজ গৃহে আশ্রয় দিলেন।

দক্ষিণারঞ্জনের আশ্রয়ে কৃষ্ণমোহন কিঞ্চিদধিক এক-মাসকাল অবস্থান করিয়াছিলেন। ইতোমধ্যে তিনি "The Persecuted" নামক একটি পঞ্চাঙ্ক নাটক ছাপাইয়া তাহাতে হিন্দুদিগের ধর্ম্ম, আচার ও ব্যবহারাদির প্রভূত নিন্দা করিলেন। ডাক্তার ডফ্ সময় বুঝিয়া কৃষ্ণমোহনকে স্বগৃহে নিমন্ত্রিত করিয়া তাঁহাকে খ্রীষ্ট ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা বুঝাইতে লাগিলেন। এই সময়ে এক জনরব প্রচারিত হইল যে কৃষ্ণমোহন ও তাঁহার অভিন্ন-হৃদয় সুহৃদ দক্ষিণারঞ্জন উভয়ে শীঘ্রই খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিবেন। বলা বাহুল্য যে, যে কৃষ্ণমোহনের অসামান্য প্রবর্ত্তনশক্তির উল্লেখ করিয়া বঙ্গের অদ্বিতীয় পরিহাস-রসিক কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত পরে লিখিয়াছিলেন—

"হেদোর এঁদো জলে কেউ যেওনা তায়,
কৃষ্ণ বন্দ্যো জটেবুড়ী শিকলি দিবে পায়।"

—সেই কৃষ্ণমোহনের প্ররোচনাসত্বেও দক্ষিণারঞ্জন কখনও খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন নাই। একদিন দক্ষিণারঞ্জন গৃহে অনুপস্থিত ছিলেন, দক্ষিণারঞ্জনের নিষ্ঠাবান পিতা পূজাহ্নিকাদি সমাপনান্তে বহির্ব্বাটীতে আসিতেছেন, এমন সময়ে এই অমূলক রটনা তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। তিনি ক্রোধে আত্মবিস্মৃত হইলেন এবং পাদদেশ হইতে কাষ্ঠ-নির্ম্মিত পাদুকা উন্মোচন পূর্ব্বক কৃষ্ণমোহনের দিকে নিক্ষেপ করিলেন। তাঁহারই প্ররোচনায় দক্ষিণারঞ্জন স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, এই জন্য কৃষ্ণমোহনকে তিনি তীব্র ভর্ৎসনা করিলেন এবং অবিলম্বে তাঁহার গৃহ পরিত্যাগ করিতে আদেশ করিলেন। অপমানিত কৃষ্ণমোহন তৎক্ষণাৎ দক্ষিণারঞ্জনের পিতৃগৃহ ত্যাগ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে বন্ধুবৎসল দক্ষিণারঞ্জন গৃহে প্রত্যাগত হইয়া আশ্রিত অতিথির প্রতি তাঁহার পিতার এই কুব্যবহারের কথা শ্রবণ করিয়া এতদূর মর্ম্মাহত হইলেন যে তিনিও পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া গেলেন।

দক্ষিণারঞ্জন পিতৃভক্ত পুত্র ছিলেন এবং পরে পিতার সহিত পুনর্ম্মিলিত হইয়াছিলেন। তিনি যে দুইবার পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার

নৈতিক অকুতোভয়তা ও বন্ধুপ্রীতির গম্ভীরতাই প্রমাণিত হয়। ডিরোজিওর চরিতকার টমাস এড্‌ওয়ার্ডস একস্থানে এইরূপ ইঙ্গিত করিয়াছেন যে দক্ষিণারঞ্জন তাঁহার পিতাকে ভয় বা শ্রদ্ধা করিতেন না। ইহা সম্পূর্ণ অমূলক। দক্ষিণারঞ্জন তাঁহার পিতাকে অত্যন্ত ভক্তি করিতেন। জগন্মোহন তাঁহার শেষজীবন পুণ্যধাম বারাণসীতে অতিবাহিত করিয়া সেইস্থানেই দেহত্যাগ করেন। দক্ষিণারঞ্জন অবসর পাইলে প্রায়ই মধ্যে মধ্যে কাশীতে পিতৃদর্শন করিয়া আসিতেন।

মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে সার চার্লস্ (পরে লর্ড) মেটকাফ্ ভারতবর্ষীয় মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রদান করেন। অনেক উচ্চপদস্থ অথচ সঙ্কীর্ণচেতা রাজকর্ম্মচারী তাঁহার এই ব্যবস্থার প্রবল প্রতিবন্ধকতা করিয়াছিলেন। কিন্তু এই দূরদর্শী রাজনীতিক স্বভাবসিদ্ধ উদারতা ও ব্রিটিশজাতি-সুলভ-মহত্ত্বসহকারে বলেন :—

"Freedom of public discussion, which is nothing more than the freedom of speaking aloud, is a right belonging to the

people, which no government has a right to withhold."

"জ্ঞানান্বেষণের" সম্পাদকরূপে দক্ষিণারঞ্জন স্বভাবতঃই মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার পক্ষপাতী ছিলেন। স্যর চার্লস্ মেটকাফের ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হইলে বহুসংখ্যক ইংরাজ ও দেশীয় সংবাদপত্র সম্পাদক ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি কলিকাতা টাউনহলে সমবেত হইয়া তাঁহাকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিয়া এক অভিনন্দন পত্র প্রদান করেন। শিক্ষিত দেশবাসীর পক্ষ হইতে দক্ষিণারঞ্জন টাউনহলের এই সভায় একটি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতায় স্যর চার্লস মেটকাফকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। লণ্ডনে প্রকাশিত Alexander's Magazine পত্রে এই সভার কার্য্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছিল। আমরা উক্ত পত্র হইতে দক্ষিণারঞ্জনের বক্তৃতার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিব, কারণ তিনি এই বক্তৃতায় যে মত ব্যক্ত করিয়াছিলেন, শেষ অবধি সেই মত পোষণ করিতেন।—

"Duckenunder Mookerjee (meaning Dukhina Runjun) who is an eminent Pundit said :—As it appears that the meeting is unanimous in its opinion as to

the freedom of the press, allow me to explain, that the reason for presenting myself is because I consider that the proposed law is one of the greatest importance to the native community on whose behalf I rise to express my sentiments. Sir Charles Metcalfe certainly deserves all the thanks that we are able to bestow on him, and I concur with Mr. Turton, that the liberty we require is not limited but absolute liberty under responsibility. Let the offender be amenable to the Law, and if he deserves punishment, a court of Justice is the tribunal to inflict it. I am sorry that we have some cause of complaints against Lord William Bentinck, for not having passed the proposed law. It was his duty according to his oath, if he thought the present law good, to enforce it, if not, to repeal it. The proposed law is well calculated to promote the benefit of



রামগোপাল ঘোষ ।

the country ; for no country so much needs a free press as that whose Government is despotic."

সাধারণ জ্ঞানোপার্জ্জিকা সভা (Society for the Acquisition of General Knowledge)। ডিরোজিওর মৃত্যুর কিছুকাল পরে একাডেমিক এসোসিয়েশনের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়। শিক্ষিত দেশবাসীর জ্ঞানোন্নতিবিধানের জন্য একটি সভার আবশ্যকতা উপলব্ধি করিয়া তারিণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী, তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী ও রাজকৃষ্ণ দে এই কয়জন শিক্ষিত ব্যক্তি স্বাক্ষর করিয়া ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে ২০শে ফেব্রুয়ারি দিবসে একটি অনুষ্ঠানপত্র বাহির করিলেন। অনুষ্ঠানপত্রে স্বাক্ষরকারিগণ প্রস্তাব করিলেন যে সর্ব্ববিধ জ্ঞান উপার্জ্জন,—বিশেষতঃ দেশের অবস্থাবিষয়ক তথ্য সংগ্রহ এবং পরস্পরের মধ্যে প্রীতিভাব সঞ্চারিত করিবার উদ্দেশ্যে Society for the Acquisition of General Knowledge বা "সাধারণ জ্ঞানোপার্জ্জিকা সভা" নামক একটি সভা প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক। এই প্রস্তাবের আলোচনার জন্য তাঁহারা সংস্কৃত কলেজের তদানীন্তন



রামতনু লাহিড়ী (মধ্য বয়সে)

সম্পাদক রামকমল সেন মহাশয়ের অনুমতি লইয়া ১২ই মার্চ্চ দিবসে সংস্কৃত কলেজের গৃহে একটি সভা আহূত করেন। এই বৎসর ১৬ই মে হইতে সভার কার্য্য আরব্ধ হয়। প্রতি মাসের দ্বিতীয় বুধবারে সভার অধিবেশন হইত। সভ্যগণের মধ্যে যাঁহার ইচ্ছা হইত তিনিই চাঁদা দিতেন, সকলে চাঁদা দিতে বাধ্য ছিলেন না। কিন্তু প্রবন্ধপাঠক নির্দ্দিষ্ট দিনে প্রবন্ধ পাঠ করিতে অসমর্থ হইলে ও অক্ষমতার সন্তোষজনক কারণ দেখাইতে না পারিলে তাঁহাকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হইত। এই সভার প্রথম কার্য্যনির্ব্বাহিক সমিতির সদস্যগণের নাম এস্থলে উদ্ধারযোগ্য :—

পরিদর্শক—ডেবিড্ হেয়ার

সভাপতি—তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী

সহকারী সভাপতি—কালাচাঁদ শেঠ

রামগোপাল ঘোষ

সম্পাদক—রামতনু লাহিড়ী

প্যারীচাঁদ মিত্র

ধনরক্ষক—রাজকৃষ্ণ মিত্র

সদস্য—কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিকলাল সেন, মাধব মল্লিক, প্যারীমোহন বসু, তারিণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাজকৃষ্ণ দে।



রাজনারায়ণ দত্ত।

এই সভায় প্রথম তিন বৎসরের কার্য্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছিল। উহাতে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, উদয়-চন্দ্র আঢ্য, রাজনারায়ণ দত্ত, হরচন্দ্র ঘোষ, গৌরমোহন দাস, মহেশচন্দ্র দেব, গোবিন্দচন্দ্র সেন, গোবিন্দচন্দ্র বসাক, প্যারীচাঁদ মিত্র, প্রসন্নকুমার মিত্র প্রভৃতি বহু শিক্ষিত ব্যক্তি কর্ত্তৃক লিখিত সুখপাঠ্য প্রবন্ধাদি মুদ্রিত হইয়াছিল। ইঁহাদের মধ্যে রাজনারায়ণ দত্ত কবি ছিলেন। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে 'Osmyn' নামক তিন সর্গে সমাপ্ত একটি ইংরাজী কাব্য এবং পরবৎসর "The Chuckerbutty Faction or Calcutta Preserved" নামক তিন অঙ্কে সমাপ্ত একটি ইংরাজী প্রহসন প্রকাশিত করেন। ইনি আরও দুইখানি ইংরাজী কাব্যগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। সভা-স্থাপনের সময় দক্ষিণারঞ্জন কলিকাতায় উপস্থিত ছিলেন না। তিনি কিছুদিন পরে এই সভায় যোগদান করেন এবং শীঘ্রই উহার একজন প্রধান সভ্য বলিয়া পরিগণিত হন। এই সভায় পঠিত দক্ষিণারঞ্জনের একটি প্রবন্ধের পরিচয় পরে যথাস্থানে প্রদত্ত হইতেছে।



জর্জ্জ টমসন

জর্জ্জ টমসন ও রাজনীতিক আন্দোলন।

১৮৪২-৩ খৃষ্টাব্দ আমাদের দেশের রাজনীতিক আন্দোলনের ইতিহাসে চিরস্মরণীয়। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে 'প্রিন্স' দ্বারকানাথ ঠাকুর ইংলণ্ড হইতে পালিয়ামেণ্টের অন্যতম সদস্য, বিখ্যাত বাগ্মী ও ভারতহিতৈষী মহাত্মা জর্জ্জ টমসনকে তৎসমভিব্যাহারে ভারতবর্ষে লইয়া আসেন। জর্জ্জ টমসন ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে ১৮ই জুন দিবসে লিভারপুল নগরে এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। নিজের অধ্যবসায় ও চেষ্টায় তিনি বিদ্যা উপার্জ্জন করেন। ইনি একজন বিশ্বপ্রেমিক মহাপুরুষ ছিলেন। ইংলণ্ড ও আমেরিকায় ক্রীতদাস-প্রথার বিরুদ্ধে তিনি মহা আন্দোলন করিয়াছিলেন। দেশের দরিদ্র ও অত্যাচারিত প্রজার পক্ষ অবলম্বন করিয়া তিনি অবিশ্রান্তভাবে তাহাদের অভাবমোচনের চেষ্টা পাইতেন। রামমোহন রায়ের বন্ধু রেভারেণ্ড উইলিয়ম আড্যাম কর্ত্তৃক ইংলণ্ডে প্রতিষ্ঠিত 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি'র তিনি একজন প্রধান সভ্য ছিলেন এবং British India Advocate নামক সংবাদপত্রের সম্পাদকরূপে ভারতবাসীর রাজনীতিক অধিকার বিস্তারের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা পাইয়াছিলেন। তাঁহার

কৃতকার্য্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করাও বর্ত্তমান প্রবন্ধে অসম্ভব। দ্বারকানাথ যখন তাঁহাকে ভারতবর্ষে আসিবার জন্য নিমন্ত্রিত করিলেন, তখন তিনি সানন্দে এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় তথ্য-সংগ্রহ-মানসে এবং শিক্ষিত দেশবাসিগণকে রাজ-নীতিক শিক্ষা প্রদানার্থই টমসন এতদ্দেশে আগমন করেন।

সাধারণ জ্ঞানোপার্জ্জিকা সভার সভ্যগণই শিক্ষিত দেশবাসীর প্রতিনিধিস্বরূপ ছিলেন। সেইজন্য টমসন প্রথমেই এই সভায় আগমন করিলেন। এই সভার একটি নিয়ম ছিল যে উহার কোন অধিবেশনে কোন বিশিষ্ট মাননীয় ব্যক্তি সভা পরিদর্শন করিতে আসিলে সেই অধিবেশনের প্রধান বক্তা বা প্রবন্ধ-পাঠককে সভার সহিত সেই মাননীয় ব্যক্তিকে পরিচিত করিয়া দিতে হইত। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে ১১ই জানুয়ারি দিবসে এই সভার যে অধিবেশন হয়, তাহাতে কিশোরী-চাঁদ মিত্র প্রবন্ধপাঠক ছিলেন—তিনিই সভার সহিত টমসনকে পরিচিত করিয়া দেন। টমসন এই সভায় একটি সুন্দর বক্তৃতায় তাঁহার এতদ্দেশে আগমনের প্রধান উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দেন।



প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর

বলা বাহুল্য, তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী প্রমুখ জ্ঞানোপার্জ্জিকা সভার সদস্যগণ টমসনের সাদর অভ্যর্থনা করিলেন। টমসনও এই সভার সভ্যগণের নিকট রাজনীতিবিষয়ক আরও কয়েকটি উৎকৃষ্ট বক্তৃতা প্রদান করেন। টমসনের পূর্ব্বে তাঁহার ন্যায় তেজস্বী, ন্যায়পরায়ণ ও বাগ্মী রাজনীতিবিশারদ পার্লিয়ামেণ্টের সভ্য এদেশে আসিয়া এরূপে দেশীয়দিগের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ ও তাহাদিগের উন্নতির জন্য ঔৎসুক্য প্রদর্শন করেন নাই। নব্যবঙ্গীয় যুবকগণ তাঁহার বক্তৃতায় ও সহৃদয়তায় মুগ্ধ হইয়া গেলেন। তাঁহাদের প্রাণে এক নূতন আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিল, তাঁহারা এক নূতনভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিলেন, তাঁহাদের সম্মুখে এক নূতন আদর্শ দেখিতে পাইলেন।

দক্ষিণারঞ্জনের প্রথম রাজনীতিক বক্তৃতা। এতদিন ডিরোজিওর ছাত্রগণ প্রধানতঃ ধর্ম্ম ও সমাজের সংস্কারের প্রতিই অবহিত ছিলেন। এক্ষণে রাজনীতির প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি সমধিক আকৃষ্ট হইল। রামগোপাল ঘোষ ও দক্ষিণারঞ্জনের সুপ্ত শক্তি ও প্রতিভা এইবার বিশিষ্টভাবে উদ্বোধিত হইয়া

উঠিল। দক্ষিণারঞ্জনের পরিণত জীবনের কর্ম্মক্ষেত্র সুদূর অযোধ্যাপ্রদেশে অবস্থিত বলিয়া বাঙ্গালী আজ তাঁহার কীর্ত্তিকাহিনী বিস্মৃত হইয়াছে; কিন্তু একজন প্রবৃদ্ধ ব্যক্তি, যিনি ডিরোজিওর প্রায় সকল শিষ্যের কার্য্যই ঘনিষ্ঠভাবে লক্ষ্য করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন, তিনি বলেন যে, ডিরোজিওর শিষ্যগণের মধ্যে দক্ষিণারঞ্জনের ন্যায় 'Brilliant Politician' আর কেহই ছিলেন না—এমন কি 'পলিটিক্যাল পাদ্রী' কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় কিম্বা 'ভারতবর্ষের ডিমস্থিনিস্' রামগোপাল ঘোষও নহেন।

'ফ্রেণ্ড্-অব্-ইণ্ডিয়া' পত্রের সম্পাদক মিষ্টার মার্শম্যান, তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী প্রমুখ নব্যসংস্কারকগণকে 'Chuckerburty Faction' আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। এই সময়ে 'জ্ঞানোপার্জ্জিকা সভা'র অধিবেশনাদি হিন্দুকলেজের গৃহেই হইত। হিন্দুকলেজের তাৎকালীন অধ্যক্ষ কাপ্তেন ডেভিড্ লেষ্টার রিচার্ডসন Tory দলভুক্ত (রক্ষণশীল) ছিলেন এবং এই 'চক্রবর্ত্তীমণ্ডলী'ভুক্ত নব্যসংস্কারকগণের নির্ভীক রাজনীতিক আন্দোলনাদি পছন্দ করিতেন না। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারি দিবসে 'জ্ঞানোপার্জ্জিকা সভার' এক অধিবেশনে দক্ষিণারঞ্জন "Present

condition of the East India Company's Courts of Judicature and Police under the Bengal Presidency" শীর্ষক এক বহুতথ্যপূর্ণ তেজোগর্ভ প্রবন্ধ পাঠ করেন। উহাতে তিনি নির্ভীকভাবে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসননীতির কঠোর অথচ নিরপেক্ষ সমালোচনা করেন। এই বক্তৃতাই বোধ হয় দক্ষিণারঞ্জনের প্রথম ও প্রধান রাজনীতিক বক্তৃতা। প্রবন্ধপাঠকালে কাপ্তেন রিচার্ডসন সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। তিনি দক্ষিণারঞ্জনের বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া এতদুর বিচলিত হন যে আসন ত্যাগ করিয়া দণ্ডায়মান হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলেন, "I cannot convert the college into a den of treason" —অর্থাৎ আমি কোনমতেই এই বিদ্যামন্দিরকে বিদ্রোহীদিগের মন্ত্রণাগারে পরিণত করিতে দিতে পারি না। সভ্যগণ রিচার্ডসনের এই বাক্যে আপনাদিগকে অপমানিত বোধ করিয়া তৎক্ষণাৎ সভাগৃহ ত্যাগ করেন এবং প্রথমে শ্রীকৃষ্ণসিংহের উদ্যানবাটিকায় এবং পরে বিখ্যাত চিকিৎসক ডি, গুপ্ত মহাশয়ের চিকিৎসালয়ের উপরিতলে ফৌজদারী বালাখানায় সভার কার্য্য সম্পাদিত করিতে আরম্ভ করেন। দক্ষিণারঞ্জনের বক্তৃতাটি লইয়া সে সময়ে ইংরাজ



ডি, এল, রিচার্ডসন ।

সংবাদপত্র-সম্পাদকগণ মহা আন্দোলন করিয়াছিলেন এবং কেহ কেহ তাঁহাকে অভদ্রোচিত কটুভাষায় নিন্দা করিয়াছিলেন। একজন সম্পাদক (মিষ্টার জেম্‌স্‌ হিউম) তাঁহাকে 'Duck' নামে অভিহিত করেন। কিন্তু 'বেঙ্গল হরকরা' পত্রের নিরপেক্ষ ও সুধী সম্পাদক তাঁহার পত্রে (১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের ২রা ও ৩রা মার্চ্চ তারিখের সংখ্যায়) দক্ষিণারঞ্জনের প্রবন্ধটি অবিকল মুদ্রিত করেন এবং উহার উচ্চ প্রশংসা করিয়া নিম্নলিখিত মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেন:—

"In our paper of this day will be found the first portion of an essay on the present state of the Courts of Judicature and Police, within the limits of this Presidency. The delivery of this essay was interrupted, as our readers will recollect, by the Principal of the Hindoo College, on the ground of its seditious and treasonable tendency. It has since been the subject of severe animadversion in the columns of several of our contemporaries. For reasons which must be

apparent to all we abstained from making any remarks, either in the way of censure or vindication, while ignorant of the entire contents and bearing of the essay. The original manuscript having been sent to us, we give to the essay all the publicity in our power, and shall think it strange, if those who have so severely condemned it, do not give the author the opportunity of being heard in his own behalf by the publication of his production. We have in vain sought for any proof of the justice of the charges of disloyalty, ignorance and disaffection, which have been so profusely heaped upon the Baboo. So far from sympathising with those who have tortured their inventive power for *nicknames* and epithets of *abuse* and have made this essay the pretext for loading the entire Native community with scorn and derision, we think the author entitled to

the best thanks of all who are anxious to see our mofussil courts purified from their gross corruptions and defects. We can assure our readers, that with the exception of some verbal corrections, with a view to render the sense more obvious, the essay is printed as delivered. One word more. The attempts made to throw ridicule upon the intelligent natives of this country, for their laudable efforts to acquire a knowledge of the Government under which they live, and to aid in the removal of its abuses, appear to us most ungenerous and illiberal. For ourselves, while we shall deem it our duty to expose error and condemn factious opposition, we shall do our utmost to encourage our native fellow-subjects to employ every just and proper means of obtaining, not only correct information respecting the state of their country, but the power of conveying

that information to others, through the usual channels of the press, public meetings, and the operations of organised associations."

—(*The Bengal Hurkaru, Thursday, March 2, 1843*)

'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি'। হিন্দুকলেজ হইতে বিতাড়িত হইয়া 'চক্রবর্ত্তীমণ্ডলী'র উৎসাহ হ্রাস না পাইয়া বরঞ্চ বর্দ্ধিত হইল। জর্জ্জ টমসন তাঁহার অগ্নিময় বক্তৃতায় নব্যবঙ্গের উৎসাহাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া তুলিলেন। ফৌজদারী বালাখানায় প্রদত্ত ইঁহার কয়েকটি বক্তৃতার উল্লেখ করিয়া 'ফ্রেণ্ড্ অব্ ইণ্ডিয়া'-সম্পাদক মার্শম্যান লিখিয়াছিলেন, "এখন দুইদিকে কামানের ধ্বনি শ্রুত হইতেছে, পশ্চিমে বালাহিসারে এবং কলিকাতায় ফৌজদারী বালাখানায়।" বাস্তবিক, জর্জ্জ টমসনই আমাদের দেশের রাজনীতিক আন্দোলন সমূহের জন্মদাতা। সুলেখক ভোলানাথ চন্দ্র তদ্বিরচিত রাজা দিগম্বর মিত্রের ইংরাজী জীবনচরিতে যথার্থই লিখিয়াছেন, "ডেবিড্ হেয়ার এদেশে যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন, জর্জ্জ টমসন তাহাতে রাজনীতিক

শিক্ষার বীজ বপন করিলেন। তাঁহার স্বদেশীয়গণ তাঁহাকে 'অভাব মোচয়িতা' টমসন নামে অভিহিত করিয়া থাকিতে পারেন, কিন্তু আমাদের দেশে রাজনীতিক সভাসমূহের জন্মদাতা বলিয়াই তিনি আমাদের ধন্যবাদভাজন।"

"সাধারণ জ্ঞানোপার্জ্জিকা সভা" রাজনীতিক সভা ছিল না। এক্ষণে বাঙ্গালার নব্যসংস্কারকগণ দেখিলেন যে দেশবাসীর জন্য রাজনীতিক অধিকার ও শক্তি লাভের চেষ্টা না পাইলে দেশের প্রকৃত উন্নতি অসম্ভব এবং তাঁহারা একটি রাজনীতিক সভার প্রতিষ্ঠা করা বিশেষ আবশ্যক বলিয়া বিবেচনা করিলেন। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে ২০শে এপ্রিল জর্জ্জ টমসনের সভাপতিত্বে ফৌজদারী বালাখানায় যে সভা হয়, তাহাতেই এইরূপ সভার প্রতিষ্ঠা সকলে অনুমোদন করেন। ঐ দিবসেই জ্ঞানোপার্জ্জিকা সভা'র চিতাভস্মের উপর 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি' নামক রাজনীতিক সভা প্রতিষ্ঠাপিত হয়। দক্ষিণারঞ্জন এই সভার কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির একজন উৎসাহশীল সভ্য ছিলেন। এই সমিতির প্রথম বৎসরের সকল সদস্যগণেরই নাম এস্থলে উল্লেখযোগ্য—

সভাপতি—মিষ্টার জর্জ্জ টমসন।

সম্পাদক—প্যারীচাঁদ মিত্র।

ধনরক্ষক—রামগোপাল ঘোষ। } পরে সহঃ সভাপতি

সদস্যগণ—মিষ্টার জি, এফ, রেমফ্রি

" জি, টি, এফ, স্পীড্।

" এম্, ক্রো।

দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়।

হরিমোহন সেন।

তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী।

গোবিন্দচন্দ্র সেন।

চন্দ্রশেখর দেব।

ব্রজনাথ ধর।

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্যামাচরণ সেন।

সাতকড়ি দত্ত।

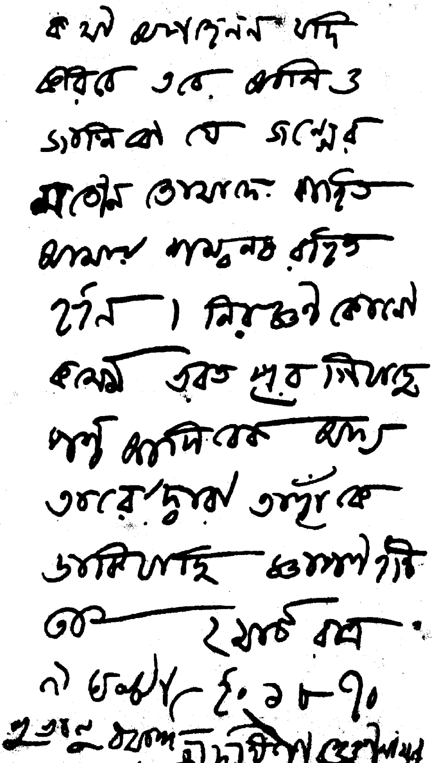
বেঙ্গল স্পেক্টেটর। এই ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি ও উহার মুখপত্র 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' সেকালে দেশের অনেক কাজ করিয়াছিল। বেঙ্গল স্পেক্টেটর ১৮৪২ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাস হইতে মাসিক পত্ররূপে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। রামগোপাল



প্যারীচাঁদ মিত্র।

ঘোষ উহার প্রবর্ত্তক এবং প্যারীচাঁদ মিত্র উহার প্রথম সম্পাদক ছিলেন। উহা ইংরাজী ও বাঙ্গালা উভয় ভাষাতেই লিখিত হইত। তিনমাস প্রকাশিত হইবার পর উহা পাক্ষিক-পত্ররূপে পরিণত হয় এবং সেপ্টেম্বর (১৮৩২) মাস হইতে উহা সাপ্তাহিক পত্ররূপে প্রকাশিত হয়। দক্ষিণারঞ্জন এই পত্রের সম্পাদকীয় স্তম্ভে প্রবন্ধাদি লিখিতেন এবং কিছুকাল উহার প্রধান সম্পাদক ছিলেন। জর্জ্জ টমসনের আগমন ও ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির প্রতিষ্ঠার পর উক্ত পত্রের প্রতিপত্তি অসামান্যরূপে বর্দ্ধিত হয়। এই পত্রপাঠে প্রতীত হয় যে জর্জ্জ টমসন উহার প্রকাশের জন্য যথেষ্ট অর্থ-সাহায্য করিতেন। তথাপি এই পত্রের কর্ম্মকর্ত্তারা দেখিলেন যে একবৎসরে তাঁহাদের প্রায় সহস্র টাকা ক্ষতি হইয়াছে; ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাস পর্য্যন্ত প্রকাশিত করিয়া এই পত্রের প্রচার বন্ধ করিয়া দিলেন।

ব্যবহারাজীব। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে দক্ষিণারঞ্জন তরুণ বয়সেই প্রভূত বিষয়সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। সেকালে এরূপ অবস্থায় প্রায় সকলেই অলসভাবে বিলাসে কালাতিপাত করিতেন। কিন্তু



দক্ষিণারঞ্জনের বাঙ্গালা হস্তাক্ষর (একখানি পত্রের শেষ পৃষ্ঠা)

দক্ষিণারঞ্জন অলস হইয়া বসিয়া থাকিবার পাত্র ছিলেন না। তিনি দেশহিতকর নানা কার্য্য এবং সংবাদপত্র সম্পাদনাদি করিয়াও সদর আদালতে ব্যবহারাজীবের কার্য্য করিতেন। দক্ষিণারঞ্জন চিরদিনই অতিশয় স্বাধীনপ্রকৃতির ব্যক্তি ছিলেন। এই সময়ের একটি ঘটনার কথা আমরা দক্ষিণারঞ্জনের অন্যতম ভ্রাতা শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছিলাম। উহা এই স্থলে সংক্ষেপে বিবৃত করা যাইতে পারে।

এক্ষণে যে স্থলে 'রাইটার্স বিল্ডিংস্' প্রতিষ্ঠিত, ঐ স্থানে পূর্ব্বে দক্ষিণারঞ্জনের প্রমাতামহ গোপীমোহন ঠাকুরের একটি প্রশস্ত অট্টালিকা ছিল। সেকালে নবীন সিবিলিয়ানগণ প্রায়ই এই বাটী ভাড়া লইয়া ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে দেশীয় ভাষা প্রভৃতি শিক্ষা করিতেন। একদা উক্ত বাটীর সংলগ্ন উদ্যানে কোন হিন্দুর একটি গাভী প্রবেশ করে। কোন তরলমতি যুবক সিবিলিয়ান কৌতুক দেখিবার নিমিত্ত সদর দরজা বন্ধ করিয়া তাঁহার পালিত কয়েকটি ডালকুত্তাজাতীয় কুক্কুরকে উক্ত গাভীটিকে আক্রমণ করিতে উত্তেজিত করেন। গাভীটি প্রাণভয়ে যতই করুণস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল, উক্ত নিষ্ঠুর-হৃদয় যুবকটি ততই আমোদ

অনুভব করিতে লাগিলেন। তত্রত্য হিন্দু অধিবাসীরা যুবকটীর এই নিষ্ঠুর ব্যবহারে মর্ম্মাহত হইলেও গাভী-টিকে উদ্ধার করিবার কোন উপায় নির্দ্ধারিত করিতে পারিতেছিলেন না। এমন সময় গোপীমোহন ঠাকুর পাল্কী করিয়া (তখনও কলিকাতায় গাড়ীর প্রচলন হয় নাই) সেই স্থান দিয়া যাইতেছিলেন। হিন্দু অধিবাসিগণ তাঁহাকে দেখিয়া সাহস পাইলেন এবং অবিলম্বে সমস্ত কথা তাঁহার কর্ণগোচর করিলেন। হিন্দুর বাটীতে নিষ্ঠুরভাবে গোহত্যা হইতেছে শুনিয়া গোপীমোহন ভয়ানক উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন এবং সিংহদ্বার ভাঙ্গিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া উক্ত যুবকটিকে উত্তম-মধ্যম প্রহার করিলেন। বলা বাহুল্য, প্রহৃত সিবিলিয়ান যুবকটি এই অপমান নীরবে সহ্য করিয়াছিলেন।

বহুদিন পরে এই সিবিলিয়ান যুবকটি সদর আদালতের বিচারপতির পদে অধিষ্ঠিত হন। দক্ষিণা-রঞ্জন তখন সদর আদালতের অন্যতম উকীল। একবার দক্ষিণারঞ্জন উক্ত বিচারপতির আদালতে কোন মোকদ্দমাসংক্রান্ত বক্তৃতা করিতেছিলেন। বিচারপতি দক্ষিণারঞ্জনের প্রতি কোন রূঢ় বাক্য বলেন। দক্ষিণা-রঞ্জন ইহাতে অতিশয় ক্রুদ্ধ হন এবং বিচারপতিকে নির্ভীকভাবে ও দৃঢ়কণ্ঠে বলেন যে, তিনি বিচারাসন

হইতে যে কথা বলিলেন তাহার উত্তর সেই স্থানে প্রদান করা উচিত নহে; কিন্তু বিচারালয়ের বাহিরে উহার উপযুক্ত উত্তর দিবেন। এই বলিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ বিচারগৃহ ত্যাগ করিয়া বিচারালয়ের বাহিরে বসিয়া বিচারপতির বহিরাগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। বিচারপতি দক্ষিণারঞ্জনের বংশপরিচয় জানিতেন এবং দক্ষিণারঞ্জনের সঙ্কল্পের কথা শুনিয়া এতদূর বিচলিত হন যে, তিনি দ্বারকানাথ ঠাকুরকে ডাকাইয়া দক্ষিণা-রঞ্জনকে শান্ত করিতে অনুরোধ করেন। দ্বারকানাথ অনেক বুঝাইয়া দক্ষিণারঞ্জনকে বাটীতে ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন।

মহারাণী বসন্তকুমারী। দক্ষিণারঞ্জনের সহিত হরচন্দ্র ঠাকুরের কন্যা জ্ঞানদাসুন্দরীর বিবাহের কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। জ্ঞানদাসুন্দরীর পুত্রসন্তান হয় নাই। তিনি মুক্তকেশী নাম্নী একটিমাত্র কন্যা-সন্তান প্রসব করিবার কিছুকাল পরে দুশ্চিকিৎস্য মস্তিষ্করোগে আক্রান্ত হন। এই সময় বর্দ্ধমানের মহা-রাজা তেজচন্দ্র বাহাদুরের বিধবা মহারাণী বসন্ত-কুমারীর সহিত তাঁহার প্রেমসঞ্চার হয়। দক্ষিণা-রঞ্জনের সহিত মহারাণীর সম্বন্ধের কথা লোকমুখে

নানারূপে পল্লবিত হইয়া এরূপ এক কুৎসিত কাহিনীর সৃষ্টি করিয়াছে যে তাহা শ্রবণ করিলে দক্ষিণারঞ্জনের চরিত্রসম্বন্ধে অত্যন্ত হীন ধারণা হয়। দক্ষিণারঞ্জনের ব্যক্তিগত জীবন যে নিষ্কলঙ্ক ছিল আমাদের এরূপ সংস্কার নাই। কিন্তু তাঁহার যৌবনের ও পরিণত বয়সের বহুবিধ সুমহৎ অনুষ্ঠানাদির কথা স্মরণ করিলে এই কুৎসিত কাহিনীর সম্পূর্ণ সত্যতা সম্বন্ধে মনে স্বতঃই সন্দেহ জন্মে। যাঁহারা এই কাহিনীর প্রচার করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে ডিরোজিওর চরিতকার টমাস এডওয়ার্ডসই সর্ব্বপ্রধান। আমরা অনুসন্ধান দ্বারা এ বিষয়ে যাহা অবগত হইয়াছি তাহা বলিবার পূর্ব্বে এডওয়ার্ডস যাহা লিখিয়াছেন তাহার মর্ম্ম অবগত হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু এডওয়ার্ড্স্ দক্ষিণারঞ্জন ও বসন্তকুমারীর যে জঘন্য চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহার পরিচয় প্রদান করিতে আমাদের প্রবৃত্তি হয় না। এডওয়ার্ড্স্-বর্ণিত ঘটনাটি সংক্ষেপে এই :—

মহারাণী বসন্তকুমারী অতি অল্প বয়সে বিধবা ও স্খলিতচরিত্রা হন,—তাঁহার দেওয়ান দক্ষিণারঞ্জনের সহিত অবৈধ প্রেমে আবদ্ধ হন এবং একদিন সুযোগ পাইয়া তাঁহার সহিত রাজবাড়ী ত্যাগ করেন। কিন্তু

পথিমধ্যে রাজানুচরগণ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া পুনরায় রাজপ্রাসাদে আনীত হন। কিছুকাল পরে মহারাণী তাঁহার বিষয়সংক্রান্ত কোন মোকদ্দমার জন্য কলিকাতায় আগমন করেন এবং দক্ষিণারঞ্জনের বেতনভোগী এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের সাহায্যে দক্ষিণারঞ্জনের সহিত মহারাণী বসন্তকুমারীর 'তথাকথিত' বিবাহ হয়। মহারাণী বসন্তকুমারী তাঁহার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত দক্ষিণারঞ্জনের সহিত সহধর্ম্মিণীর ন্যায় বাস করিয়াছিলেন। দক্ষিণারঞ্জনের অসৎ চরিত্রের জন্য তাঁহার সতীর্থগণ তাঁহার সংশ্রব পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

ইম্পিরিয়্যাল লাইব্রেরীর ভূতপূর্ব্ব সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মদীয় পরলোকগত বন্ধু ইলিয়ট ওরাল্টার ম্যাজ্‌ ও এডওয়ার্ডসের গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া লিখিয়াছেন :—"দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় যখন দেওয়ান ছিলেন সেই সময় যুবতী বিধবা রাণীর অনুগ্রহভাজন হন এবং অবশেষে তাঁহাকে লইয়া পলায়ন করেন। রাজবাটী হইতে প্রেরিত কয়েকজন অশ্বারোহী পলাতক দম্পতীর পশ্চাদ্ধাবন করে এবং পথিমধ্যে দক্ষিণারঞ্জনকে গ্রেপ্তার করিয়া গুরু প্রহারে জর্জ্জরিত করিতে আরম্ভ করে; তাহারা বোধ হয় তাঁহাকে হত্যা করিত কিন্তু ঘটনাক্রমে এই সময় তিনজন য়ুরোপীয়

ধর্ম্মপ্রচারক ডাকগাড়ীতে কলিকাতা হইতে অন্যত্র যাইতেছিলেন, ইহাঁরা ভয়প্রদর্শন করাতে অশ্বারোহীরা দক্ষিণারঞ্জনকে ছাড়িয়া দেয় এবং রাণীকে লইয়া রাজবাড়ীতে প্রত্যাবৃত্ত হয়। কিন্তু অনতিকাল পরে কোন মোকদ্দমার জন্য রাণী কলিকাতায় আগমন করেন এবং দক্ষিণারঞ্জনের সহিত মিলিত হন। যেরূপ প্যারী নগরে নেপোলিয়ন পোপ সপ্তম পায়াসকে তাঁহার অভিষেকক্রিয়া করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন সেইরূপ হিন্দু আচারানুসারে বিধবা রাণীর বিবাহ অসম্ভব হইলেও দক্ষিণারঞ্জন তাঁহার এক বেতনভোগী ব্রাহ্মণের দ্বারা রাণীর সহিত বিবাহিত হইয়াছিলেন।"

কোন ঐতিহাসিকের লিখিত বিবরণের মূল্য নির্দ্ধারিত করিবার পূর্ব্বে দুইটি প্রধান বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। প্রথমতঃ সেই ঐতিহাসিকের নিরপেক্ষভাবে সেই বিবরণ লিপিবদ্ধ না করিবার কোনও কারণ আছে কি না এবং দ্বিতীয়তঃ কোন্ ভিত্তির উপর তাঁহার বিবরণ প্রতিষ্ঠিত। আমরা যতদূর অবগত আছি এডওয়ার্ডস্ এক সময়ে লক্ষ্ণৌ নগরে রাজা দক্ষিণারঞ্জন ও তত্রত্য কমিশনারের বিরুদ্ধে এক অমূলক কুৎসা রটনার জন্য তথায় দক্ষিণারঞ্জন কর্ত্তৃক যথেষ্ট লাঞ্ছিত হন এবং উপযুক্ত শাস্তি পাইয়া অবশেষে লক্ষ্ণৌ

ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। সুতরাং তাঁহার ন্যায় ব্যক্তি যে দক্ষিণারঞ্জন সম্বন্ধে সমপক্ষপাতিত্বসহকারে সত্যকথা লিপিবদ্ধ করিবেন ইহা আশা করা অসঙ্গত। দ্বিতীয়তঃ তিনি স্বয়ংই স্বীকার করিয়াছেন যে, জন-শ্রুতির উপর নির্ভর করিয়াই তিনি উক্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। পরনিন্দারত বাঙ্গালী জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত অমূলক অপবাদকাহিনীর ভিত্তির উপর মনোরম উপন্যাস রচিত হইতে পারে; কিন্তু যথার্থ ইতিহাস রচিত হইতে পারে না। এডওয়ার্ড্‌স্ যে ইচ্ছা করিয়াই দক্ষিণারঞ্জনের চরিত্র কুৎসিতভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা স্পষ্টই প্রতীত হয়। তাঁহার বিবরণে তিনি বিনাপ্রয়োজনে দক্ষিণারঞ্জন সম্বন্ধে এই অপবাদাত্মিকা কাহিনীর প্রচার করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার অসংখ্য সৎকীর্ত্তির আদৌ উল্লেখ করেন নাই। তাঁহার বর্ণিত বিবরণে এতগুলি মিথ্যাকথার সমাবেশ আছে যে, সামান্য অনুসন্ধান করিলেই উহা ভিত্তিহীন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। দক্ষিণারঞ্জন কখনও বর্দ্ধমান রাজের দেওয়ান ছিলেন না। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে এডওয়া-র্ডসের গ্রন্থ প্রকাশিত হয়; তিনি লিখিয়াছেন, মহা-রাণী বসন্তকুমারীর মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি ও দক্ষিণারঞ্জন স্বামিস্ত্রীর ন্যায় বাস করিতেন। অথচ ইহা সহজেই

প্রমাণিত করা যাইতে পারে যে এডওয়ার্ডসের গ্রন্থ প্রকাশের পর অন্ততঃ ১৫।১৬ বৎসর রাণী বসন্তকুমারী জীবিতা ছিলেন। দক্ষিণারঞ্জনের সতীর্থগণের সহিত তাঁহার যে প্রীতিসম্বন্ধ অক্ষুণ্ণ ছিল এ কথাও অবিসম্বাদিত সত্য। কেবল দক্ষিণারঞ্জনের একজন মাত্র বাল্যবন্ধু তাঁহার সংশ্রব ত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি আর কেহই নহেন—আচার্য্য কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। দক্ষিণারঞ্জন অল্পবয়সেই প্রভূত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। বিদ্যায় ও বুদ্ধিতে, প্রকৃতিদত্ত প্রতিভায়, তিনি তাঁহার সতীর্থগণের কাহারও অপেক্ষা হীন ছিলেন না। ডেভিড্ হেয়ার, ডিরোজিও ও ডাক্তার ডফ্ তাঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। শুনা যায়, এই সকল কারণে কৃষ্ণমোহন দক্ষিণারঞ্জনকে ঈর্ষা করিতেন। এডওয়াডর্স ডিরোজিও-চরিতের ভূমিকায় লিখিয়াছেন "I have to acknow!edge, with many thanks, the very kind manner in which I have been aided in this bit of work by the the Revd. Krishna Mohun Bannerjea. L. L. D. &c, &c. এবং অনেকে সন্দেহ করেন যে, ঈর্ষাপরায়ণ কৃষ্ণমোহনই তাঁহার বিপদের বন্ধু ও আশ্রয়দাতা দক্ষিণারঞ্জণের চিত্রে এই কলঙ্ককালিমা লেপন

করিয়াছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণমোহনের ন্যায় পণ্ডিত ও জ্ঞানী ব্যক্তি যে তাঁহার বাল্যবন্ধুর স্মৃতির এরূপ অবমাননা করিবেন ইহাও সহজে বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। এডওয়ার্ডস লিখিয়াছেন যে, দক্ষিণারঞ্জণের সহিত পরিচয়ের পূর্ব্বেই রাণীর চরিত্রস্খলন ঘটিয়াছিল। অসূর্য্যম্পর্শ্যা রাজান্তঃপুরের ঘটনা,—ঔপন্যাসিক যাহা কল্পনাতেও আনিতে পারেন না তাহা ঐতিহাসিক এডওয়ার্ডস্ কিরূপে দেখিলেন জানি না। কিন্তু মহারাণীর জীবিতকালে তিনি কেবলমাত্র জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া যে ভাবে তাঁহার সম্বন্ধে অমূলক অপবাদাত্মিকা কথা লিখিয়াছেন তাহাতে তাঁহার সত্যবাদিতার ও রুচির প্রশংসা করা যায় না।

আমরা অনুসন্ধানদ্বারা যাহা জানিতে পারিয়াছি তাহা সংক্ষেপে নিম্নে বিবৃত হইল:—দক্ষিণারঞ্জন কখনও বর্দ্ধমানরাজের দেওয়ান ছিলেন না। বসন্ত পঞ্চমীতে বর্দ্ধমানে তখন মহা উৎসব হইত এবং এখনও হইয়া থাকে। এইরূপ এক উৎসবে নিমন্ত্রিত হইয়া দক্ষিণারঞ্জন বর্দ্ধমানে গমন করেন এবং কিছুকাল তথায় অবস্থিতি করেন। তখন বর্দ্ধমানের বৃদ্ধ মহারাজা তেজচন্দ্র পরলোকে, তাঁহার দত্তক পুত্র মহাতাপচাঁদ বালক মাত্র। মহারাজা তেজচন্দ্র বাহাদুর

অতিশয় বিলাসী ছিলেন। তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠা মহিষী নান্‌কী রাণীর জীবিতকালেই কাশীনাথ রায়ের কন্যা কমলকুমারীকে বিবাহ করেন। কমলকুমারীর ভ্রাতা পরাণবাবু এই সময় হইতে বৰ্দ্ধমানে মহাপ্রতাপশালী হইয়া উঠেন। মহারাজা তেজচন্দ্র পরে আরও চারিটি বিবাহ করেন। মহারাজা তেজচন্দ্র নান্‌কী রাণীর পুত্র প্রতাপচাঁদকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন এবং তাঁহাকে অসীম ক্ষমতা প্রদান করিয়াছিলেন। বোধ হয় স্বীয় ক্ষমতা বৰ্দ্ধিত ও প্রতাপচাঁদের এই ক্ষমতা খৰ্ব্ব করিবার জন্যই পরাণবাবু তাঁহার কন্যা বসন্তকুমারীকে বৃদ্ধ মহারাজা তেজচন্দ্রের হস্তে সমর্পণ করেন। তেজচন্দ্র তাঁহার মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্বে কেবল যে তাঁহার শ্যালক-কন্যাকে বিবাহ করিলেন তাহাই নহে, প্রতাপচাঁদের অন্তর্ধানের পর শ্যালকপুত্র মহাতাপচাঁদকে দত্তক পুত্ররূপে গ্রহণ করেন। এ সকল ইতিহাসের কথা প্রতিভাশালী লেখক সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের লিখিত 'জাল প্রতাপচাঁদ' নামক প্রসিদ্ধ পুস্তকের পাঠকগণের অবিদিত নহে। মহারাণী বসন্তকুমারী বিষয়ী পিতার স্বার্থসিদ্ধির জন্য নামে দুই দিনের জন্য মহারাণী হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার ন্যায় দুঃখিনী আর কে ছিল? তেজচন্দ্র বসন্তকুমারীর

নামে কিছু সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছিলেন কিন্তু সেই বিষয়ের উপস্বত্বও তিনি ভোগ করিতে পাইতেন না। দক্ষিণারঞ্জণকে সদর আদালতের উকীল জানিয়া মহারাণী বসন্তকুমারী তাঁহার সহিত গোপনে বিষয় উদ্ধারের পরামর্শ করিলেন। স্থির হইল, মহারাণী বসন্তকুমারী কলিকাতায় আগমন করিয়া বিষয়ের জন্য সদর আদালতে আবেদন করিবেন। মহারাণী কমলকুমারী তখন বর্দ্ধমানে সর্ব্বময়ী কর্ত্রী। তিনি বসন্তকুমারীর সঙ্কল্পের কথা জানিতে পারিলে অনর্থ ঘটিবে এইজন্য মহারাণী বসন্তকুমারী গোপনে দুই জন বিশ্বস্তা দাসী ও একজন পুরুষ আত্মীয় সমভিব্যাহারে বর্দ্ধমান পরিত্যাগ করিলেন। দক্ষিণারঞ্জনও মহারাণীর অনুগমন করিলেন। পথিমধ্যে ম্যাজ বর্ণিত ঘটনা ঘটে, মহারাণী রাজপ্রাসাদে পুনরানীতা হন। দক্ষিণারঞ্জন কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়া মহারাণীর উকীলরূপে তাঁহার বিষয়াদি উদ্ধারের জন্য মোকদ্দমা উপস্থিত করেন। সদর আদালতের অদেশানুসারে বসন্তকুমারী বিনা বাধায় কলিকাতায় আগমন করেন। বসন্তকুমারীর উপর দক্ষিণারঞ্জনের আন্তরিক সহানুভূতি ও সমবেদনা, এবং দক্ষিণারঞ্জনের প্রতি মহারাণীর গভীর বিশ্বাস ও কৃতজ্ঞতা ক্রমে প্রেমে পরিণত হয়। দক্ষিণারঞ্জন অসবর্ণ বিবাহ ও বিধবা বিবাহ সম্পূর্ণ হিন্দু-

শাস্ত্রানুমোদিত জ্ঞান করিতেন। তিনি মহারাণীকে পত্নীত্বে বরণ করিয়া লইতে সঙ্কল্প করিলেন। ব্রাহ্মণ পুরোহিত দ্বারা হিন্দুমতে উভয়ের বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হয়। কিন্তু, পাছে এই অসবর্ণ বিধবাবিবাহ অসিদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হয় সেই জন্য তিনি কলিকাতার তদানীন্তন পুলিস ম্যাজিষ্ট্রেট মিষ্টার বার্চের সম্মুখে সাক্ষী রাখিয়া সিবিল ম্যারেজ নামক বিবাহও করিয়াছিলেন। বিবাহের পর আদালতের মোকদ্দমাটিও আপোষে নিষ্পত্তি হইয়া যায়। মতিলাল শীল, রমাপ্রসাদ রায় প্রভৃতি কয়েকজন উচ্চ-পদস্থ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির মধ্যবর্ত্তিতায় স্থির হয় যে, দক্ষিণা-রঞ্জনের বিবাহিত মহারাণী বসন্তকুমারী তাঁহার সহিত বাস করিবেন এবং মহারাণী তাঁহার বিষয়ের উপস্বত্বস্বরূপ বর্দ্ধমান রাজকোষ হই[illegible] আজীবন পাঁচ শত টাকা মাসিক বৃত্তি পাইবেন। [illegible]হারাণী বসন্তকুমারী তাঁহার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত এই [illegible]রা পাইতেন।

দক্ষিণারঞ্জনের সহিত বসন্তকুমারীর যথার্থ বিবাহ হইয়াছিল কি না তৎসম্বন্ধে এডওয়ার্ড্স্ প্রমুখ কয়েকজন লেখক সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু এতৎসম্বন্ধে স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয় তদীয় আত্মচরিতে যাহা লিখিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে বিবাহসম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকে না; অধিকন্তু বিধবাবিবাহ প্রভৃতি



রাজনারায়ণ বসু

সমাজসংস্কারবিষয়ে দক্ষিণারঞ্জন কিরূপ দৃঢ়মত পোষণ করিতেন তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। রাজনারায়ণ বসু লিখিয়াছেন :—

"দক্ষিণারঞ্জন বলিতেন যে, তিনি যেমন ধর্ম্মসংস্কারক তেমনি সমাজসংস্কারক। রাণী বসন্তকুমারীকে বর্দ্ধমান হইতে কলিকাতায় আনিয়া কলিকাতার পুলিস ম্যাজিষ্ট্রেট বার্চ সাহেবের সম্মুখে Civil marriage নামক বিবাহ করেন। 'ভাস্কর'-সম্পাদক গুড়্গুড়ে পণ্ডিত তাহার সাক্ষী থাকেন। গুড়্গুড়ে পণ্ডিতের প্রকৃত নাম গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য। লক্ষ্ণৌ অবস্থিতি-কালে তিনি (দক্ষিণা বাবু) একদিন আমাকে বলিলেন যে তিনি বিধবা বিবাহ, অসবর্ণ বিবাহ ও সিভিল বিবাহ এককালে করিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় সমাজসংস্কারক আর কে আছে? দক্ষিণারঞ্জন ব্রাহ্মণের সহিত ক্ষত্রিয় কন্যার বিবাহ ও বিধবাবিবাহ সম্পূর্ণরূপে হিন্দুশাস্ত্রানুমোদিত জ্ঞান করিতেন। আমি যখন লক্ষ্ণৌএ ছিলাম তাহার পূর্ব্বে তাঁহার পুত্রবিয়োগ হইয়াছিল, কেবল পৌত্র বিদ্যমান ছিল। তিনি উইল না করিলেও এই পৌত্রের বিষয় পাওয়ার প্রতি তাঁহার কিছুমাত্র সন্দেহ ছিল না।"

আমরা শুনিয়াছি; গুড়গুড়ে পণ্ডিত, ডাক্তার ডিঃ গুপ্ত এবং দক্ষিণারঞ্জনের অপর কয়েকজন বন্ধুর স্বাক্ষরযুক্ত বিবাহ সম্বন্ধীয় দলিলটি মহারাণী বসন্তকুমারী ১৯০০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সযত্নে রক্ষা করিয়াছিলেন। আমাদের বিশ্বাস যে, সত্যসন্ধ রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের লিখিত বিবরণ পাঠের পর ডিরোজিওর চরিতকারের অতিরঞ্জিত বা অমূলক কথাগুলির উপর কেহই সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিবেন না। এড্‌ওয়ার্ডস্ দক্ষিণারঞ্জন ও বসন্তকুমারী, উভয়েরই চরিত্র যেরূপ জঘন্যভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন, তাঁহাদের চরিত্র যদি সত্যই সেইরূপ হইত তাহা হইলে কি তাঁহাদের পক্ষে একনিষ্ঠভাবে দীর্ঘকাল দাম্পত্যজীবন অতিবাহিত করা সম্ভব হইত? যাহা হউক এ বিষয়ের আলোচনায় আমরা আর অধিক স্থান দিতে অসমর্থ। দক্ষিণারঞ্জন এত সৎকীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন যে, সেইগুলিরই সম্যক্ পরিচয় প্রদানের স্থানসঙ্কুলান করা দুঃসাধ্য। কেবল এড্‌ওয়ার্ডসের অঙ্কিত চিত্র হইতে পাছে বাঙ্গালী পাঠকগণ দক্ষিণারঞ্জনের চরিত্রসম্বন্ধে ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হন সেই জন্যই আমরা এই বিষয়ের একটু আলোচনা করিলাম। সমাজসংস্কারবিষয়ে দক্ষিণারঞ্জন যে মত পোষণ করিতেন সেই মতের সহিত আমাদের অনে-

কেরই সহানুভূতি না থাকাই সম্ভব, কিন্তু তাঁহার মতের দৃঢ়তা, অকুতোভয়তা ও আন্তরিকতা যে প্রশংসার যোগ্য তাহাতে সন্দেহ নাই।

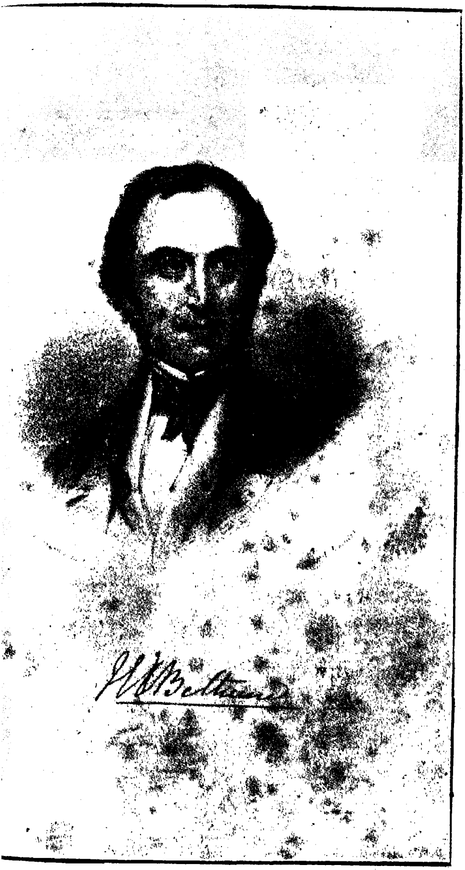
কলিকাতার কলেক্টর। দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিবার পর, দক্ষিণারঞ্জন কলিকাতায় সুকীয়া ষ্ট্রীটে ৫৬ সংখ্যক ভবনে বাস করিতে আরম্ভ করেন। এই সময়ে তিনি গবর্ণমেণ্টের অধীনে কলিকাতার কলেক্টরের পদ গ্রহণ করেন। এই পদে সেকালে এতদ্দেশীয়গণকে নিযুক্ত করা হইত না।

স্ত্রীশিক্ষার সূত্রপাত। এই সময়ে ভারতবর্ষের ব্যবস্থাসচিব ও শিক্ষাপরিষদের সভাপতি মহাত্মা জন এলিয়ট্ ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন এ দেশে হিন্দু বালিকাগণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের প্রয়াস পান। গবর্ণমেণ্ট তখনও স্ত্রীশিক্ষাবিস্তারের প্রতি কোনরূপ মনোযোগ দেন নাই। খৃষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারকগণই সর্ব্বপ্রথমে এদেশে বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন করেন। কিন্তু তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে খৃষ্টধর্ম্মসম্বন্ধে উপদেশাদি প্রদত্ত হইত বলিয়া ভদ্র হিন্দুপরিবারের বালিকাগণ উহাতে প্রেরিত হইত না। রাজা স্যর রাধাকান্ত দেব তৎসম্পাদিত 'স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক প্রস্তাবে' লিখিয়াছেন যে,

১৮২০ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে "শ্রীযুক্ত সাহেব লোকেরা এই কলিকাতায় নন্দনবাগানে জুবেনাইল পাঠশালা নামে এক পাঠশালা স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহাতে প্রথমে কোন কন্যা পড়িতে স্বীকার করে নাই।" ১৮২১ খৃষ্টাব্দে স্কুল সোসাইটীর কতিপয় সভ্য স্ত্রীশিক্ষাবিস্তারের চেষ্টা পান। তাঁহারা ইংলণ্ড হইতে কুমারী কুক্ নাম্নী এক শিক্ষিতা মহিলাকে এতদ্দেশে আনয়ন করেন। কুমারী কুক্ কলিকাতায় উপস্থিত হইয়া কিছুদিন পরে স্কুল সোসাইটীর স্থাপিত একটি বিদ্যালয় পরিদর্শন করিতে যান। তিনি দেখিলেন যে,সেই বিদ্যালয়ের একটি ছাত্রের কনিষ্ঠা ভগিনী তাহার ভ্রাতার সহিত বিদ্যাশিক্ষা করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে এবং বিদ্যালয়ে প্রবেশলাভের জন্য অনুমতি ভিক্ষা করিতেছে; কিন্তু গুরুমহাশয় কিছুতেই তাহাকে বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে দিতেছেন না। এই দৃশ্য দর্শন করিয়া কুমারী কুক্ অনতিবিলম্বে একটি বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপিত করা উচিত বিবেচনা করিলেন। কুমারী কুকের চেষ্টায় এক বৎসরের মধ্যে বিভিন্ন স্থানে ৮টি বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল। কুমারী কুক্ পরে রেভারেণ্ড আইজ্যাক্ উইলসনকে বিবাহ করেন। কিন্তু বিবাহিতা হইলেও মিসেস্ উইলসন তাঁহার জীবনের ব্রত পরিত্যাগ,

করিলেন না। অতগুলি বিদ্যালয় পরিদর্শন করা সহজসাধ্য নহে বলিয়া মিসেস্ উইলসন অতঃপর কলিকাতার মধ্যস্থলে একটি প্রশস্ত বিদ্যালয়-গৃহ নির্ম্মিত করিবার সঙ্কল্প করিলেন। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে তিনি কতিপয় সম্ভ্রান্ত ইংরাজ মহিলাকে লইয়া একটি মহিলা সমিতি (Bengal Ladies' Society) প্রতিষ্ঠিত করিলেন। লেডী আমহার্ষ্ট এই সমিতির অধিনেত্রী হইলেন। এই সমিতির চেষ্টায় ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে ১৮ই মে তারিখে সিমুলিয়ায় মহাসমারোহে মিসেস্ উইলসনের বিদ্যালয়ের ভিত্তিস্থাপন হয় এবং ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে ১লা এপ্রিল হইতে এই বিদ্যালয়ের কার্য্যারম্ভ হয়। কিন্তু এতদ্দেশে স্ত্রীশিক্ষাবিস্তারে হিন্দুগণও নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। রাজা বৈদ্যনাথ রায় বাহাদুর এই বিদ্যালয়ের গৃহনির্ম্মাণকল্পে বিংশতি সহস্র মুদ্রা দান করেন। স্কুল সোসাইটীর অন্যতম সম্পাদক রাজা স্যর রাধাকান্ত দেব 'স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক প্রস্তাব' প্রকাশিত করিয়া এবং স্বয়ং কিছুকাল নিজগৃহে এক বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াও এতদ্দেশে স্ত্রীশিক্ষা-প্রচলনবিষয়ে যথেষ্ট আনুকূল্য করিয়াছিলেন।

বেথুন বিদ্যালয়। এইরূপে এতদ্দেশে স্ত্রীশিক্ষার সূত্রপাত হইল এবং বালিকা-বিদ্যালয়-



গুলিতে ছাত্রীসংখ্যা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল বটে; কিন্তু দেখা গেল যে,দরিদ্রপরিবারের ও নিম্নজাতির বালিকাগণই প্রধানতঃ বিদ্যালয়ে প্রেরিত হইতেছে, উচ্চ ও সম্ভ্রান্ত বংশীয় বালিকাগণ প্রায়ই বিদ্যালয়ে প্রেরিত হয় না। মহাত্মা ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুনই এই অবস্থা সর্ব্বপ্রথমে লক্ষ্য করেন এবং সম্ভ্রান্ত পরিবারের বালিকাগণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেন। গবর্ণমেণ্ট তখনও স্ত্রীশিক্ষাবিস্তারের জন্য কিছুমাত্র আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই। মহাত্মা বেথুন নিজব্যয়ে একটি বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন এবং সম্ভ্রান্ত হিন্দুগণকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদিগকে এই মহৎকার্য্যে সহায়তা করিতে বলিলেন। এতদ্দেশে স্ত্রীশিক্ষাবিস্তারের উপকারিতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া দক্ষিণারঞ্জন প্রথম হইতেই বেথুনের সহযোগিতা করিতেন। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় তদ্বিরচিত 'বিদ্যাসাগর-জীবনচরিতে' লিখিয়াছেন, "সর্ব্বাগ্রে কলিকাতা সুকিয়া ষ্ট্রীটের বাবু দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের বৈঠকখানায় অভিনব বালিকা-বিদ্যালয়ের কার্য্য আরম্ভ হয়। (বেথুন) সাহেব প্রতিদিন বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধান করিতে আসিতেন।" রাজা স্যর রাধাকান্ত দেব, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, জষ্টিস্ শম্ভুনাথ পণ্ডিত, রাজা

কালীকৃষ্ণ দেব প্রভৃতি অনেক শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত হিন্দুও বেথুনকে এই বিদ্যালয়স্থাপনে সহায়তা করেন। ইঁহাদিগের চেষ্টায় সম্ভ্রান্ত পরিবার হইতে কতিপয় ছাত্রী সংগৃহীত হইলে বেথুন বিদ্যালয়ের একটি উপযুক্ত গৃহনির্ম্মাণে সচেষ্ট হইলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই বিদ্যালয়ের পরিচালনার জন্য বেথুন নিজের তহবিল হইতে (প্রতিমাসে প্রায় আটশত মুদ্রা) অর্থব্যয় করিতেন। দেশীয় বালিকাগণের শিক্ষা ও উন্নতির জন্য এক জন বিদেশীয় তাঁহার কষ্টোপার্জ্জিত অর্থ ব্যয় করিবেন আর দেশীয়গণ এ বিষয়ে নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া থাকিবেন ইহা দক্ষিণারঞ্জনের অসহ্য বোধ হইল। তিনি জাতীয় সম্মান রক্ষার জন্য অগ্রসর হইলেন। তিনি বেথুনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বিদ্যালয় নির্ম্মাণের জন্য দ্বাদশ সহস্র মুদ্রা মূল্যের বিস্তৃত ভূমিখণ্ড দান করিবার প্রস্তাব করিলেন। বেথুন একজন অপরিচিত ব্যক্তিকে এইভাবে এইরূপ দান করিতে অগ্রসর দেখিয়া বিস্মিত হইলেন এবং তাঁহাকে অসংখ্য সাধুবাদ প্রদান করিলেন। এই ভূমিখণ্ডের উপর ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে ৬ই নবেম্বর দিবসে বাঙ্গালার তদানীন্তন ডেপুটি গবর্ণর স্যর জন্ লিট্লার কর্ত্তৃক বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ের ভিত্তি স্থাপিত হয়। ভিত্তিস্থাপনকালে মহাত্মা বেথুন তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ

ওজস্বিনী ভাষায় যে বক্তৃতা করেন তাহার একস্থলে দক্ষিণারঞ্জন সম্বন্ধে বলেন :—

"Dakhina Runjun Mookerjee was an utter stranger to me. I had never before heard his name, when he introduced himself to me, a year and a half ago, for the purpose of letting me know that he had heard of my intention of founding a Female School for the benefit of his country, that he could not bear the thought that it should be said hereafter of his countrymen that they all stood idly looking on without offering any help in furtherance of the good work and in short, without further preface that he was the proprietor of a piece of ground in Calcutta, valued as I have since learned, at about twelve thousand Rupees, which he placed freely and unconditionally at my disposal for the use of the School. It was a noble gift, and nobly given. * * * * It is due to Dakhina Runjun

Mookerjee, that his name should be held in perpetual remembrance in connexion with the foundation of this School."

বেথুন বিদ্যালয়ের ভিত্তিস্থাপনের পর মাননীয় স্যর জন লিট্‌লার, মাননীয় ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন, লর্ড বিশপ, মাননীয় স্যর এফ, কারি, মাননীয় মিষ্টার লাউইস্, স্যর আর্থার বুলার, স্যর জেম্‌স্ কলভিল্, মিষ্টার (পরে স্যর) ফ্রেডারিক হ্যালিডে, মিষ্টার (পরে স্যর জন্ রাসেল) কল্‌ভিন, মিষ্টার (পরে স্যর জন পিটার) গ্রাণ্ট, ডাক্তার মৌয়েট, রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ দক্ষিণারঞ্জনের সুকীয়া ষ্ট্রীটের বাটীতে গমন করিয়া সান্ধ্যভোজন করেন। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের ৮ই নভেম্বর দিবসের 'বেঙ্গল হরকরা ও ইণ্ডিয়া গেজেট' নামক সংবাদপত্রে এই সকল ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল। আমরা বাহুল্যভয়ে এ স্থলে তাহা উদ্ধৃত করিলাম না।

বেথুন বিদ্যালয়ে স্মৃতিচিহ্ন। মহাত্মা বেথুন মৃত্যুকালে বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য ত্রিশ সহস্র মুদ্রা ও অন্যান্য অস্থাবর সম্পত্তি দান করিয়া যান এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে উহার

পরিচালনভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। বেথুনের মৃত্যুর পর লেডী ড্যালহৌসী এই বিদ্যালয়ে মাসিক ৬০০৲ টাকা অর্থ সাহায্য করিতেন এবং তাঁহার মৃত্যুর পর হইতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্ত্তৃক এই বিদ্যালয়ের ভার গ্রহণ না করা পর্য্যন্ত লর্ড:ড্যালহৌসী এই অর্থ-সাহায্য করিতেন। ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন তাঁহার চরম-পত্রে গবর্ণমেণ্টকে আরও অনুরোধ করিয়াছিলেন যে, যেন এই বিদ্যালয়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা দক্ষিণারঞ্জনের নাম এই বিদ্যালয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট হয়—

"I give my carriages and horses now used at the Female School in Calcutta to the East India Company to be retained and used for the purpose of the said school. I give and devise all my interest in the lands, buildings and other property in Calcutta, now intended to be used and occupied as a Female School, to the East India Company and their successors and assigns for ever with my request that they will endow the said institution as a Female School in



মাননীয় মিষ্টার পি, সি, লায়ন।



মাননীয় ডব্লিউ, ডব্লিউ, হর্ণেল।

perpetuity, and honorably connect therewith the name of Babu Dukhina Ranjan Mukerjee in honorable testimony of his great exertions in the cause."

(Extract from the Codicil to the last Will and Testament of the Hon'ble John Elliot Drinkwater Bethune.)

কিন্তু অর্দ্ধশতাব্দীর অধিক অতীত হইয়া গেলেও, বেথুন বিদ্যালয়ে কেহ দক্ষিণারঞ্জনের স্মৃতি-চিহ্ন স্থাপনের প্রয়াস পান নাই। সুখের বিষয় এই যে, গত বৎসর (১৯১৬ খৃষ্টাব্দে) ১১ই এপ্রিল দিবসে বাঙ্গালার শাসন পরিষদের অন্যতম সদস্য মাননীয় মিষ্টার লায়ন, বাঙ্গালার শিক্ষাবিভাগের অধ্যক্ষ মাননীয় মিষ্টার হর্ণেল ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বজনপ্রিয় সহকারী সর্ব্বাধ্যক্ষ মাননীয় ডাক্তার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী সি,আই,ই, মহোদয়গণের চেষ্টায়, এই বিদ্যালয়ে দক্ষিণারঞ্জনের স্মরণার্থ একটি প্রস্তরময় স্মৃতিফলক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উক্ত প্রস্তরফলকটিতে ক্ষোদিত আছে :—

This tablet is erected by the Government of Bengal in honorable memory of



মাননীয় ডাক্তার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী সি আই ই

the late Raja Dakhina Ranjan Mukerjee, who worked zealously and unselfishly for the cause of Education of the girls and women of Bengal and who rendered valuable and material assistance to the Hon. Mr. John Drinkwater Bethune in the foundation of the Bethune College."

উক্ত দিবসে মাননীয় মিষ্টার হর্ণেল ও লায়ন দক্ষিণারঞ্জনের চরিত্র-কীর্ত্তন করিয়া এক একটি সুন্দর বক্তৃতা করিলে,মাননীয় দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ও একটি সুললিত ও হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতায় দক্ষিণারঞ্জনের কীর্ত্তি-কীর্ত্তন করেন। এই বক্তৃতায় সর্ব্বাধিকারী মহাশয় যথার্থই বলিয়াছিলেন, "He wielded educative influence of magnitude and proportions of which we, the latter-day pygmies can form but little idea"

দক্ষিণারঞ্জন কেবল বিদ্যালয়নির্ম্মাণকল্পে ভূমি দান করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তিনি ছাত্রীসংখ্যা বর্দ্ধিত করিবার জন্য ও বিদ্যালয়ের নানাবিষয়ক উন্নতির নিমিত্ত বহু প্রকারে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। তিনি উচ্চ

বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ও উচ্চ রাজকর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন, সেই জন্য সমাজে তাঁহার অসামান্য প্রতিপত্তি ছিল। তিনি স্বয়ং অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির গৃহে গমন করিয়া তাঁহাদিগকে বেথুনের বিদ্যালয়ে কন্যা প্রেরণ করিতে অনুরোধ করিতেন এবং তাঁহার অনুরোধ প্রায়ই নিষ্ফল হইত না। "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"—মহানির্ব্বাণতন্ত্রোক্ত এই মহামন্ত্র—দক্ষিণারঞ্জন সম্ভ্রান্ত হিন্দুর গৃহে গৃহে স্মরণ করাইয়া দিতেন।

দক্ষিণারঞ্জন ও ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন যে সময়ে বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন সেই সময়ের সহিত আজিকার দিনের তুলনা হয় না। অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের দৃঢ় নিগড় বিচ্ছিন্ন করিয়া আজ বাঙ্গালী-রমণীরা তাঁহাদের প্রাপ্য আসন অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এই মানসিক উন্নতির জন্য বঙ্গরমণী বেথুন ও দক্ষিণারঞ্জনের নিকট যে কতদূর ঋণী তাহা বলা যায় না। বেথুন-বিদ্যালয়ে দক্ষিণারঞ্জনের স্মৃতিফলক-প্রতিষ্ঠার সময়ে বঙ্গবালিকাগণ কর্ত্তৃক সমস্বরে গীত পরপৃষ্ঠায় উদ্ধৃত সঙ্গীতটিতে শিক্ষিতা বঙ্গরমণীর কৃতজ্ঞতার অভিব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায়:—

"নারীর আদর শেখালে সবারে
তোমার শাসনে ভারতরাজ,
নিবাণ প্রদীপ জ্বালালে আবার
জাগালে পুনঃ নারীসমাজ।

তোমার চরণে ভারত মহিলা
কত যে ঋণী কি বলিব আর,
নমি তোমারে বৃটনমাতা
বিভুপদে নমি শতেকবার॥

ধূয়া :—আজিকে মোদের প্রাণের প্রণাম
ঢালিতে বাসনা তাঁদেরি পায়,
বাঙ্গালী মহিলা জ্ঞানের আলোক
পেয়েছে যাঁদের করুণায়॥

তোমার চরণে অযুত প্রণতি
ভারত রমণী করিছে আজ,
চিরকৃতজ্ঞ হে, বেথুন তব
চরণকমলে নারী সমাজ।

তুমি হে দখিণারঞ্জন রাজা,
গৌরবে তব মুখর দেশ,
আর্য্যভূমে আর্য্যরমণী
তোমার চরণে ঋণী অশেষ॥

খনা, লীলাবতী, গার্গীর কথা
অতীত এখন স্বপনপ্রায়—
কালের আঁধারে ঢেকেছিল তাহা,
দিবাকর মত সে গরিমায়।

পুনঃ যে আশীষ বরষি তোমরা
করিলে ধন্য মহিমাময়,
জ্ঞানের আলোক উজলি ধরণী
ভারত রমণী গাহিছে জয়॥"

বাস্তবিক এতদ্দেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রবর্ত্তিত ও প্রসারিত করিয়া দক্ষিণারঞ্জন বঙ্গবাসী নরনারী মাত্রেরই অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন ও চিরস্মরণীয় হইয়াছেন।

ত্রিপুরার ও মুর্শিদাবাদের রাজসচিব।

১৮৫১ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণারঞ্জন শিরঃপীড়ায় আক্রান্ত হইয়া কলেক্টরের পদ ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। অতঃপর তিনি সুস্থ হইলে কিছুকাল ত্রিপুরার রাজসচিবের কার্য্য করেন। অবশেষে ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে তিনি মুর্শিদাবাদের নবাব নাজিম ফরেদুন জা'র অধীনে দেওয়ান নিজামতের কর্ম্ম গ্রহণ করেন। অবসরপ্রাপ্ত সবজজ শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পিতা খড়দহ



হেন্‌রি টরেন্স

নিবাসী ৺যদুনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁহার সহকারীরূপে তথায় গমন করেন। এই সময়ে দক্ষিণারঞ্জন নবাব বাহাদুর কর্ত্তৃক 'রাজা' ও 'মাদার-উল-মাহাম' (প্রধান মন্ত্রী) উপাধিতে ভূষিত হন। মুর্শিদাবাদে তাঁহার কার্য্যের যথেষ্ট সুখ্যাতি হয়। গবর্ণর জেনারেলের এজেণ্ট মিষ্টার হেনরী টরেন্স তাঁহাকে অতিশয় ভালবাসিতেন। হেনরী টরেন্স সেকালের একজন বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি যে কেবল সুদক্ষ রাজকর্ম্মচারী ছিলেন তাহাই নহে, তিনি একজন প্রকৃত পণ্ডিত ও যথার্থ সাহিত্যসেবক ছিলেন। Calcutta Star, Eastern Star, Meerut Observer প্রভৃতি সংবাদপত্রের সম্পাদনে, এবং বিদেশীয় গ্রন্থের অনুবাদে ও মৌলিক পুস্তক প্রণয়নে তিনি অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন। তিনি সাত বৎসর বাঙ্গালার এসিয়াটিক সভার সম্পাদক এবং তিন বৎসর উহার সহকারী সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় পণ্ডিত ব্যক্তি যে উচ্চ-শিক্ষিত, উদার-হৃদয় ও কার্য্যনিপুণ দক্ষিণারঞ্জনের প্রতি আকৃষ্ট হইবেন ইহাতে বিস্ময়ের কারণ নাই।

নবাব ফরেদুন জা'ও দক্ষিণারঞ্জনকে যথেষ্ট অনুগ্রহ করিতেন। কিন্তু তিনি তখন অল্পবয়স্ক যুবক এবং অনেক

সময়ে বহু স্বার্থপর ও কুটিলপ্রকৃতি সহচরের প্রভাবে আপনার ব্যক্তিত্ব হারাইয়া ফেলিতেন। হেন্‌রী টরেন্সের সময়ে গবর্ণমেণ্ট নবাবের বৃত্তিহ্রাস করিয়া দেন এবং তথাকথিত নিজামত তহবিলের কিয়দংশের অধিকার কাড়িয়া লন। এই বিষয় লইয়া নবাবের সহিত হেন্‌রী টরেন্সের মনোমালিন্য ঘটে। দক্ষিণারঞ্জন বহু চেষ্টাতেও এই মনোমালিন্য দূর করিতে অকৃতকার্য্য হন। হেন্‌রি টরেন্স কলিকাতায় গবর্ণর জেনারেলের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে ১৬ই আগষ্ট, আমাশয় রোগে প্রাণত্যাগ করেন। কেহ কেহ বলেন, হেন্‌রি টরেন্সের মৃত্যু অতি সন্দেহজনক ভাবে ঘটিয়াছিল। যাহা হউক এরূপ একজন সদ্বন্ধুর বিয়োগে দক্ষিণারঞ্জন অতিশয় ব্যথিত হন।

এদিকে নবাব বাহাদুর কয়েকজন কুমন্ত্রীর পরামর্শে অতি উদ্ধতভাবে গবর্ণমেণ্টের নিকটে তাঁহার বৃত্তি-হ্রাসের জন্য কৈফিয়ত চাহেন। এই সময়ে একটি ঘটনায় লর্ড ড্যালহৌসী নবাব বাহাদুরের উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন। ঘটনাটি এই:—নবাবের কতকগুলি জহরত চুরি যায়, নবাবের কয়েকজন কর্ম্মচারী অপহরণ-কারীদিগকে ধৃত করিয়া এরূপ প্রহার করে যে তাহারা প্রাণত্যাগ করে। নবাবের প্রধান খোজা আমান আলি



নবাব ফরেদুন জা।

খাঁ এবং অপর কয়েকজন খোজা ধৃত হইয়া সুপ্রিম-কোর্টে বিচারার্থ আনীত হয় কিন্তু প্রমাণাভাবে তাহারা অব্যাহতি পায়। নবাব পুনরায় তাহাদিগকে কর্ম্মে নিযুক্ত করেন। গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে কর্ম্মচ্যুত করিতে আদেশ দিলেও নবাব সে আদেশ অমান্য করেন। এই ঘটনার অনতিকাল পরে গবর্ণমেণ্ট নবাব বাহাদুরের অনেক ক্ষমতা কাড়িয়া লন এবং তাঁহার সম্মানের জন্য ১৯টির পরিবর্ত্তে ১৩টি কামানধ্বনি নির্দ্দিষ্ট করেন। মুর্শিদাবাদে নানাপ্রকার বিশৃঙ্খলা দেখিয়া এবং ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অনুরক্ত প্রজা দক্ষিণা-রঞ্জনের শত্রুপক্ষবৃদ্ধি হওয়ায় ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণারঞ্জন মুর্শিদাবাদের দেওয়ান নিজামতের পদ ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলেন।

বন্ধুবিয়োগ। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে মহাত্মা ড্রিঙ্কওয়া-টার বেথুন ইহলোক পরিত্যাগ করেন। দক্ষিণারঞ্জন বেথুনের স্মৃতিরক্ষার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং ডাক্তার মৌয়েটের প্রস্তাবে 'বেথুন সভা' নামক যে সভা স্থাপিত হয় তাহার একজন প্রতিষ্ঠাতা-সভ্য ছিলেন।

ইহার কয়েক বৎসর পরে দক্ষিণারঞ্জন আর একজন প্রিয়চিকীর্ষ, বন্ধুর বিয়োগ-বেদনা ভোগ করিয়াছিলেন।

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার বাল্যবন্ধু, 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রের অন্যতম সম্পাদক, সুধী, বাগ্মী ও সুলেখক রসিককৃষ্ণ মল্লিক পরলোকগমন করেন। শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি যে, যখন রসিককৃষ্ণ মৃত্যুশয্যায় শায়িত, তখন দক্ষিণারঞ্জন প্রত্যহ রোগীর পথ্যাদি সংগ্রহ করিয়া ভ্রাতা নিরঞ্জনকে সঙ্গে লইয়া তাঁহাকে দেখিতে যাইতেন এবং তাঁহার সেবা করিতেন। রসিককৃষ্ণকে দক্ষিণারঞ্জন এত ভালবাসিতেন যে, তাঁহাকে তাঁহার কিছুই অদেয় ছিল না। একবার রসিককৃষ্ণ দক্ষিণারঞ্জনের বাটীতে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। আহারাদির পর একটি বহুমূল্য সুন্দর সুবর্ণনির্ম্মিত তাম্বুলকরঙ্কে তাঁহাকে তাম্বুল প্রদান করা হয়। রসিককৃষ্ণ এই তাম্বুলকরঙ্কের সুচারু গঠন-কৌশলের প্রশংসা করাতে দক্ষিণারঞ্জন তৎক্ষণাৎ উহা প্রীতি-উপহার স্বরূপ তাঁহাকে প্রদান করেন। শুনিয়াছি, রসিককৃষ্ণের পরিবারবর্গ ঐ তাম্বুলকরঙ্কটি বহুমূল্য সম্পত্তিজ্ঞানে এখনও সযত্নে রক্ষা করিতেছেন।

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন।

যখন দক্ষিণারঞ্জন মুর্শিদাবাদে দেওয়ান নিজামতের দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য সুশৃঙ্খলভাবে সম্পাদন করিতেছিলেন

তখন কলিকাতায় তাঁহার সতীর্থগণ এক মহাকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। রামগোপাল ঘোষ প্রমুখ দক্ষিণারঞ্জনের সহাধ্যায়িগণ দেশবাসীর জন্য রাজনীতিক অধিকার লাভার্থ প্রাণপণ চেষ্টা পাইতেছিলেন। ভারতবর্ষের কল্যাণের জন্য জর্জ্জ টমসন যে হোমাগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া গিয়াছিলেন, নব্যবাঙ্গালার উচ্চশিক্ষিত যুবকগণ স্বদেশপ্রেমের ইন্ধনদ্বারা তাহা উজ্জ্বলতর করিয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহাদের চেষ্টায় দ্বারকানাথ ঠাকুর ও প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রভৃতি কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত জমিদার সভার (Landholder's Association) সহিত ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সোসাইটি সম্মিলিত হইয়া 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন' নামে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল (২৯শে অক্টোবর ১৮৫১ খৃষ্টাব্দ)। উহাতে আভিজাত-সম্প্রদায়ের সহিত শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের—প্রবীণের সহিত নবীনের, রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের সহিত উদারনীতিক সম্প্রদায়ের আশ্চর্য্য সম্মিলনদ্বারা দেশের উন্নতির যে আগ্রহপূর্ণ চেষ্টা হইয়াছিল তাহার ইতিহাস যেরূপ শিক্ষাপ্রদ তেমনই চিত্তাকর্ষক। আজ এই পূর্ব্বগৌরব-ভ্রষ্ঠ শক্তিহীন প্রতিষ্ঠানটির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে অতীতের বহু গৌরবকাহিনী স্মৃতিপথে সমুদিত হয় এবং তৎসঙ্গে এই সভার অবনতির ইতিহাস আমাদের মনে

দুঃখ ও নিরাশার ভাব সঞ্চারিত করে। মনে পড়ে, একদিন এই সভা হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, রামগোপাল ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র, কিশোরীচাঁদ মিত্র, কৃষ্ণদাস পাল, রাজা স্যর রাধাকান্ত দেব, রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ, মহারাজা স্যর রমানাথ ঠাকুর, রাজা কালীকৃষ্ণ দেব, রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রাজা দিগম্বর মিত্র, মহারাজা স্যর যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রভৃতি বঙ্গ-বিখ্যাত মনীষিগণের প্রতিভার লীলাক্ষেত্র ছিল। মনে পড়ে, এক দিন এই সভা ভারতবর্ষীয় পালিয়ামেণ্টরূপে পরিণত হইবে দেশবাসীর মনে এইরূপ আশার সঞ্চার করিয়াছিল। তখন ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের অভিমত না লইয়া গবর্ণমেণ্ট কোনও প্রকার নূতন বিধি প্রণয়ন করিতেন না। গবর্ণমেণ্টের নিকট এই সভার অসাধারণ প্রতিপত্তি ছিল। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন তখন দেশবাসী ও গবর্ণমেণ্ট উভয়েরই সম্পূর্ণ বিশ্বাসভাজন হইয়াছিলেন। ইহার কারণ এই যে, যাঁহারা এই সভার প্রাণস্বরূপ ছিলেন তাঁহারা কখনও স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখেন নাই—দেশহিতের উচ্চ লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া চিরদিন সত্যের পথে, ন্যায়ের পথে, বিচরণ করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন।

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠার সময় দক্ষিণারঞ্জন কলিকাতায় উপস্থিত ছিলেন না বটে, কিন্তু উহার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের সহিত দেশপ্রেমিক দক্ষিণারঞ্জনের যে সম্পূর্ণ সহানুভূতি ছিল তাহা বলা বাহুল্য। কবে তিনি এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন আমরা তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখি নাই, তবে এই সভার ১৮৫৯ ও ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের কার্য্য-বিবরণ দৃষ্টে প্রতীত হয় যে, তিনি ঐ দুই বৎসরে এই সভার অন্যতম অধ্যক্ষের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

রাজনীতিক অন্তর্দৃষ্টি।—পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, ডিরোজিওর ছাত্রগণের মধ্যে রাজনীতিক জ্ঞানে দক্ষিণারঞ্জনের সমকক্ষ আর কেহই ছিলেন না। তিনি বিদেশীয় পণ্ডিতগণের লিখিত ভারতবর্ষের বিবরণ পাঠ করিয়া স্বদেশসম্বন্ধে জ্ঞানলাভের চেষ্টা পান নাই। তিনি স্বয়ং দেশপর্য্যটন করিয়া দেশের প্রকৃত অবস্থা সম্যক্‌রূপে অবগত হইবার প্রয়াস পাইতেন। দেশভ্রমণে তাঁহার বিশেষ আনন্দ ছিল। বাঙ্গালার অনেক স্থানই তিনি পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। মুর্শিদাবাদে ও ত্রিপুরায় তিনি যে কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন তাহা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। মুর্শিদাবাদ হইতে প্রত্যাগমন করিয়া

তিনি কিছুদিন উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে ভ্রমণ করেন। সিপাহী যুদ্ধের সময় দক্ষিণারঞ্জন বিলাতের 'টাইম্‌স্‌' পত্রে বিদ্রোহের কারণ ও প্রকৃতিসম্বন্ধে অনেকগুলি সুলিখিত প্রস্তাব প্রকাশিত করিয়াছিলেন। উহাতে তাঁহার দেশের অবস্থাসম্বন্ধে অভিজ্ঞতা ও রাজনীতিক দূরদর্শিতা ও জ্ঞানের এতদূর পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল যে, লর্ড ক্যানিংয়ের ন্যায় বিচক্ষণ রাজনীতি-বিশারদও বিস্মিত ও চমৎকৃত হইয়াছিলেন।

ঢাকা ব্রাহ্মসমাজে বক্তৃতা। সিপাহী-যুদ্ধের অবসানে মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভারত সাম্রাজ্যের শাসনভার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নিকট হইতে গ্রহণ করিলে, নগরে নগরে তাঁহার ঘোষণাবাণী প্রচারিত হয় এবং সর্ব্বত্র মহোৎসব হয়। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের ২৮শে জুলাই দিবসে (১৩ই শ্রাবণ, ১৭৮১ শকাব্দ) ঢাকা ব্রাহ্মসমাজে এই উপলক্ষে স্থানীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবৃন্দ সম্মিলিত হইয়া মহারাণীর প্রতি পরমেশ্বরের শুভাশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করেন। দক্ষিণারঞ্জন এই সময়ে ঢাকায় অবস্থিতি করিতেছিলেন এবং উক্ত সমাজের অনুরোধে এই উৎসবের দিনে একটি মনোরম বক্তৃতায় ব্রিটিশ রাজত্বের সুফল বুঝাইয়া দিয়া পর-

মেশ্বরের নিকট ভারতবর্ষের ও ভারতেশ্বরীর মঙ্গলকামনা করেন। দক্ষিণারঞ্জনের বক্তৃতাসম্বলিত ঢাকা ব্রাহ্ম-সমাজের এই দিবসের কার্য্যবিবরণী, পরে, ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে, পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। পুস্তিকা-খানি এক্ষণে দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে।

রাজভক্তির পুরস্কার। সিপাহীযুদ্ধের পর অযোধ্যার দুর্ব্বিনীত ভূম্যধিকারীদিগকে কিরূপে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বশ্যতা স্বীকার করাইতে পারা যায়, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের অশিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিত অভিজাতদিগকে কিরূপে সভ্য গবর্ণমেণ্টের অধীনে থাকিয়া দেশের শ্রীবৃদ্ধির চেষ্টা করিতে হয় তাহার শিক্ষা দিতে পারা যায়, কিরূপে তাঁহাদের দেশ ও রাষ্ট্রসম্বন্ধে উচ্চতর দায়িত্ব উপলব্ধ করাইতে পারা যায়, এই সকল বিষয় ভারতহিতৈষী লর্ড ক্যানিংয়ের চিন্তার প্রধান কারণ হইল। সিপাহীদিগের অত্যাচারে ক্রুদ্ধ ও মর্ম্মাহত, বৈরনির্য্যাতনাক্রান্তচিত্ত কোন বিদেশীয় রাজকর্ম্মচারী যে এইরূপ দুরূহ রাজকর্ম্ম সুসম্পন্ন করিতে পারিবেন এরূপ আশা ছিল না। ইংরাজী শিক্ষার ও সভ্যতার আলোকপ্রাপ্ত অথচ জাতীয়তা রক্ষার জন্য সমুৎসুক, সূক্ষ্ম রাজনীতিক জ্ঞানসম্পন্ন

অথচ রাজভক্তিতে অতুলনীয়, গবর্ণমেণ্ট ও দেশবাসী উভয়েরই বিশ্বাসভাজন একজন সুকৌশলী ব্যক্তির দ্বারাই এই দুরূহ কার্য্য সম্পাদন সম্ভব ইহা বিবেচনা করিয়া লর্ড ক্যানিং এইরূপ এক ব্যক্তির অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। দক্ষিণারঞ্জনের গুণগরিমা তিনি পূর্ব্বেই শ্রবণ করিয়াছিলেন। অনেকে হয় ত অবগত নহেন যে, ডাক্তার আলেক্‌জাণ্ডার ডফের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা কেবলমাত্র এতদ্দেশে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারে ও শিক্ষা-বিস্তারেই নিয়োজিত ছিল না; তিনি সূক্ষ্মভাবে ভারত-বর্ষীয় রাজনীতির আলোচনা করিয়াছিলেন এবং সিপাহীযুদ্ধের সময় লর্ড ক্যানিংকে অনেক বিষয়ে সৎপরামর্শ দিতেন। সিপাহীযুদ্ধ সম্বন্ধে ডাক্তার ডফের একখানি পুস্তকও আছে। ডাক্তার ডফ্ দক্ষিণারঞ্জনের সহিত প্রায়ই রাজনীতিবিষয়ক আলোচনাদি করিতেন এবং লর্ড ক্যানিংকে তাঁহার লিখিত রাজনীতিক প্রস্তাবাদি দেখাইতেন ও অভিব্যক্ত মন্তব্যাদি জানাইতেন। অযোধ্যায় শান্তি সুপ্রতিষ্ঠিত এবং অযোধ্যার দুর্দ্দান্ত তালুকদারদিগকে বশীভূত ও রাজভক্ত প্রজারূপে পরিণত করিবার দুঃসাধ্য কার্য্যের জন্য দক্ষিণারঞ্জনই সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইলেন। ডাক্তার ডফের পরামর্শানুসারে লর্ড ক্যানিং

দক্ষিণারঞ্জনকে তাঁহার অবিচলিত রাজভক্তি ও সিপাহী-বিদ্রোহকালে নানাপ্রকার সাহায্যের জন্য সমুচিত পুরস্কার প্রদান করিয়া তাঁহাকে এই দুঃসাধ্য কার্য্যে নিযুক্ত করিতে মনঃস্থ করিলেন। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে ২৫শে অক্টোবর দিবসে লর্ড ক্যানিং লক্ষ্ণৌ নগরে একটি দরবারে দক্ষিণারঞ্জনকে রায়বেরেলীর অন্তর্গত শঙ্করপুরের বাজেয়াপ্ত তালুক প্রদান করেন এবং তাঁহাকে অতঃপর অযোধ্যা প্রদেশে অবস্থান করিয়া উক্ত প্রদেশে শৃঙ্খলাস্থাপনে গবর্ণমেণ্টের সহায়তা করিতে অনুরোধ করেন। দক্ষিণারঞ্জন উক্ত প্রদেশের অবৈতনিক এসিষ্টাণ্ট কমিশনরের সম্মানজনক (ও তৎকালে অতিশয় দুর্ল্লভ) পদও প্রাপ্ত হন। শঙ্কর-পুরের যে তালুকটি দক্ষিণারঞ্জনকে প্রদান করা হইয়াছিল তাহা বিদ্রোহী জমিদার রাজা বেণী-মাধো বক্সের সম্পত্তি ছিল। উহার বাৎসরিক আয় তখন পঞ্চসহস্র মুদ্রার কম ছিল না। দক্ষিণা-রঞ্জনের তালুকপ্রাপ্তি সম্বন্ধে কিশোরীচাঁদ মিত্র সম্পাদিত 'ইণ্ডিয়ান্ ফীল্ড্' ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে ১২ই নভেম্বর দিবসে বলেন :—

"We are glad to notice that among those who received their rewards in the

Lucknow Durbar was Baboo Dukhina Ranjan Mookerjee, lately of this city. He had been strongly recommended as a man who exerted himself greatly in favour of Government by his advice and influence during the Mutinies, and was also the writer of an able article in the *London Times* in support of the British power in the East. Being a high caste Brahmin, it was thought his influence might be beneficially exerted in Oude, where Rajpoots and Brahmins abound.—Confiscated lands assessed at Rs. 5,000 per annum, were awarded to Baboo Dukhinarunjun Mookerjee."

একটি অমূলক অপবাদ। দক্ষিণারঞ্জনের রাজভক্তি সম্বন্ধে সূক্ষ্মদর্শী লর্ড ক্যানিংয়ের গবর্ণমেণ্ট নিঃসন্দেহ হইলেও, দক্ষিণারঞ্জনের জীবন ও কৃত কার্য্য অভ্রান্তভাবে তাঁহার গভীর স্বদেশপ্রেমের তথা অবিচলিত রাজভক্তির পরিচয় প্রদান করিলেও, মিষ্টার টমাস্

এডওয়ার্ড্‌স্ তাঁহার অসীম কল্পনাবলে দক্ষিণারঞ্জনকে স্বার্থান্বেষী, চক্রান্তকারী ও রাজদ্রোহী বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। তিনি ডিরোজিওর জীবন-চরিতে লিখিয়াছেন :—

"All his life Duckinarunjun Mookerjee lived in the midst of scheming and intrigues. In the incidents that led up to the Mutiny and throughout its progress, the former pupil of Derozio schemed all round, at one time making overtures to some members of the Tagore family regarding certain designs of the King of Oudh, at another seemingly working hard as a loyal subject in the interests of England. All his manœuvres during the period of the Sepoy Rebellion will probably never be revealed, but he had sufficient craft to make it appear to Duff and the officials of the Foreign Office that he was a highly deserving and loyal subject. He obtained from

Lord Canning the escheated estates of Man Singh, who had joined the rebels. Afterwards he was made a Rajah by the Foreign Office, and lived on his estates till his death, if not shunned, at least regarded with no feelings of respect either by his co-religionists or his tenantry. Were the true state of matters revealed, probably Duckhinarunjun deserved something quite different to what the Government of India in its guileless liberality bestowed on him."

উপরিউদ্ধৃত পংক্তি কয়েকটিতে এতগুলি মিথ্যা-বাক্যের সমাবেশ আছে যে, আমরা এই আদর্শ জীবন-চরিত-লেখকের কোন কথাটির প্রতিবাদ করিব তাহা স্থির করিতে অসমর্থ। কলিকাতার ঠাকুর পরিবারের যে সিপাহী-বিদ্রোহে যোগদান করিবার সম্ভাবনা ছিল এ কথা, বোধ হয়, ঠাকুরবংশের অন্তরঙ্গ আত্মীয়বর্গও শুনিয়া চমৎকৃত হইবেন। ফৈজাবাদ জিলার অন্তর্গত কায়েমজঙ্গের মহারাজা মানসিংহ বাহাদুর, যিনি নিজের প্রাণ বিপন্ন করিয়া সিপাহী-

যুদ্ধের সময় অসীম বীরত্বসহকারে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে আনুকূল্য ও য়ুরোপীয় মহিলাগণকে আশ্রয় প্রদান করিয়া রাজভক্তির ও মনুষ্যত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত করিয়াছিলেন, যাঁহাকে গবর্ণমেণ্ট বিদ্রোহী গোণ্ডা-রাজের সম্পত্তি পুরস্কারস্বরূপ প্রদান করিয়া বিবিধ সম্মানে ভূষিত ও পুরে 'কে সি এস আই' উপাধিতে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, তিনি যে সিপাহী-বিপ্লবে যোগদান করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক সম্পত্তিচ্যুত হইয়াছিলেন এ সংবাদ ইতিহাস-পাঠকগণের বিস্ময় উৎপাদিত করিবে। যিনি বহুকাল লক্ষ্ণৌ নগরে কৈসারবাগে অবস্থান করিয়া উত্তর-পশ্চিম প্রদেশীয় গবর্ণমেণ্টকে নানা বিষয়ে সদ্যুক্তি ও সুপরামর্শ দান করিয়া, বিবিধ জনহিতকর অনুষ্ঠান প্রবর্ত্তিত করিয়া, অযোধ্যাবাসীর চিরস্মরণীয় হইয়াছেন, সেই দক্ষিণারঞ্জন যে নীরবে শঙ্করপুরে কালাতিপাত করিয়াছিলেন, ইহাও অযোধ্যাবাসীর নিকট নূতন সংবাদ বলিয়া প্রতিভাত হইবে। দক্ষিণারঞ্জন দেশবাসীর শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকৃষ্ট করিয়াছিলেন কি না তাহার প্রমাণ পরে প্রদত্ত হইবে। এ স্থলে এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, দক্ষিণারঞ্জনের মৃত্যুর পর প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী অতীত হইতে চলিল, তথাপি এখনও বাঙ্গালী পর্য্যটকগণের

নিকট অযোধ্যাবাসী শ্রদ্ধার সহিত দেশের এই পরমোপকারকের নাম উচ্চারণ ও সসম্ভ্রমে তাঁহার সদ্‌গুণাবলীর কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। সিপাহী যুদ্ধের সেই মহাসঙ্কট-সময়ে দূরদর্শী লর্ড ক্যানিংয়ের গবর্ণমেণ্ট যে বিনা অনুসন্ধানে একজন সন্দিগ্ধচরিত্র ও প্রভূতশক্তিসম্পন্ন দেশবাসীকে দুঃসাধ্য ও অসীম দায়িত্বপূর্ণ রাজনীতিক কার্য্যে নিযুক্ত ও দুর্ল্লভ সম্মানে পুরস্কৃত করিবেন ইহাও অতীব বিস্ময়জনক। বাস্তবিক টমাস এডওয়ার্ডসের কল্পনার প্রাখর্য্য দেখিয়া বটতলার ঔপন্যাসিকগণও লজ্জায় অধোবদন হইবেন।

উচ্চাঙ্গের স্বদেশপ্রেম। এই সময় হইতে দক্ষিণারঞ্জন প্রধানতঃ অযোধ্যাতেই অবস্থান করিতেন। তিনি যে কেবল স্বার্থের জন্য বা রাজকার্য্যের জন্যই স্বদেশ ও স্বজন পরিত্যাগ পূর্ব্বক সুদূর অযোধ্যা প্রদেশে জীবনের শেষাংশ অতিবাহিত করিয়াছিলেন তাহা নহে; তাঁহার আরও উচ্চতর উদ্দেশ্য ছিল। দক্ষিণারঞ্জনের স্বদেশপ্রেম আজিকালিকার তথাকথিত স্বদেশহিতৈষিগণের দেশপ্রেমের ন্যায় স্বীয় গ্রামে, জিলায় বা প্রদেশে সীমাবদ্ধ ছিল না। তাহা আরও উচ্চ অঙ্গের ছিল। সমগ্র ভারতবর্ষের যাহাতে সর্ব্বাঙ্গীন



দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়।

উন্নতি সাধিত হয় তাহাই তাঁহার চির আকাঙ্ক্ষনীয় ছিল। প্রতীচ্য শিক্ষার ও সভ্যতার আলোক ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে বাঙ্গালা প্রদেশেই নিপতিত হইয়াছিল— এ কথা সকলেই অবগত আছেন। যখন রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, রামগোপাল ঘোষ, হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি উচ্চশিক্ষিত ও প্রতিভাশালী বাঙ্গালী দেশবাসীকে প্রবুদ্ধ করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে তখনও অজ্ঞতা ও কুসংস্কার পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত ছিল। সকল প্রদেশের আশা ও আকাঙ্ক্ষা একরূপ না হইলে, ভারতবর্ষের সকল জাতি একতাসূত্রে আবদ্ধ না হইলে দেশের প্রকৃত উন্নতি অসম্ভব, এই সত্য উপলব্ধি করিয়া দক্ষিণারঞ্জন অযোধ্যা প্রদেশে আপনার কর্ম্মক্ষেত্র নির্ব্বাচিত করিয়া লইয়াছিলেন। বাঙ্গালা দেশে তখন অনেকগুলি কর্ম্মবীরের আবির্ভাব হইয়াছিল; কিন্তু অযোধ্যায় কেহই ছিলেন না। তিনি ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে ১৩ই জানুয়ারী দিবসে ইংলণ্ডস্থিত জনৈক বন্ধুকে লিখিত একখানি পত্রের একস্থানে তাঁহার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিয়াছেন :—

"According to the wishes of Government which coincided with my own, I

resided, since then chiefly in Oudh. I thought that in Bengal, my place, owing to the spread of Education and right principles, within the preceding thirty years, could easily be filled up by others; but in a province so recently taken and so peculiarly circumstanced as Oudh, where there were so many and such various obstacles to the introduction of reforms to surmount, I could make myself more useful."

একজন স্বদেশহিতচিকীর্ষু বাঙ্গালী যে সুদূর বিদেশে অজ্ঞতার ও কুসংস্কারের অন্ধকার অপসারিত করিয়া শিক্ষার ও সভ্যতার জয়পতাকা উড্ডীন করিয়াছিলেন, একটি বিস্তৃত প্রদেশে অসীম কল্যাণকর প্রভাব সঞ্চারিত করিয়া উহার দুর্দ্ধর্ষ অধিবাসিগণকে শান্ত ও রাজভক্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন, অনন্যসাধারণ প্রতিভা-বলে তাহাদের সমস্ত শক্তি সম্মিলিত করিয়া সেই কেন্দ্রীভূত শক্তিকে দেশের প্রকৃত উন্নতির পথে পরিচালিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন,—এই কথা স্মরণ করিলে প্রত্যেক বাঙ্গালীই অপূর্ব্ব গৌরব অনুভব

করিবেন এবং যে উচ্চতর দেশাত্মবোধের দ্বারা প্রণোদিত হইয়া তিনি স্বদেশ ও স্বজনবর্গকে পরিত্যাগ করিয়া বিদেশের অপরিচিত অধিবাসীদিগের উন্নতিকল্পে আপনাকে উৎসৃষ্ট করিয়াছিলেন সেই দেশাত্মবোধের ভূয়সী প্রশংসা করিবেন।

ডফের প্রতি কৃতজ্ঞতা। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, দক্ষিণারঞ্জন গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে যে তালুক প্রাপ্ত হন, তাহা পূর্ব্বে রাণা বেণী মাধো বক্স বাহাদুরের সম্পত্তি ছিল। সিপাহীযুদ্ধের পর বিদ্রোহী রাণার দণ্ডস্বরূপ ঐ সম্পত্তি গবর্ণমেণ্ট কাড়িয়া লন এবং দক্ষিণারঞ্জনকে প্রদান করেন। এই তালুকের কোন কোন স্থান ভীষণ জঙ্গলে পরিপূর্ণ এবং কেবল হিংস্র পশু নহে, পশু অপেক্ষা অধম ধর্ম্মহীন নরনারীর আবাসস্থল ছিল। দক্ষিণারঞ্জন এই সকল স্থানের অনেক উন্নতি সাধিত করেন এবং প্রজাবর্গের মধ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপিত করেন। ডাক্তার ডফ্‌ই তাঁহাকে লর্ড ক্যানিংয়ের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত করিয়া দেন এবং তাঁহার নূতন কর্ম্মক্ষেত্র স্থির করিয়া দেন। এই জন্য দক্ষিণারঞ্জন চিরদিন ডাক্তার ডফের প্রতি অতিশয় কৃতজ্ঞ ছিলেন। ডাক্তার ডফের



ডাক্তার আলেক্জাণ্ডার ডফ্।

নামানুসারে তিনি তাঁহার তালুকের অন্তর্গত একটি গ্রামের নাম 'ডফ্‌পুর।' রাখিয়াছিলেন। গ্রামের এইরূপ নামকরণের প্রস্তাব করিলে ডাক্তার ডফ্‌ দক্ষিণারঞ্জনকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাতে দক্ষিণারঞ্জনের চরিত্র ও ডাক্তার ডফের সহিত তাঁহার প্রীতি-সম্বন্ধ অতি স্পষ্টভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। আমরা পত্রখানি উদ্ধৃত করিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিলাম না :—

Calcutta, 3rd. November, 1859

My dear Sir,

Yours of the 27th ultimo reached me last evening ; and as every day brings its own quota of chits and letters, I think it better to answer you at once however shortly.

I say then that seldom have I ever received a letter which has afforded me more real joy. I could almost weep for joy. You are now at last in your right

place—your proper sphere—a sphere in which, if spared, you have before you a long, honorable and distinguished career, alike of usefulness to yourself, and benefit to your poor bleeding country. Yes, I regard that letter or the tidings which it conveys as an incipient realization of the longings of my heart concerning you, and far more than a recompense for any trouble encountered in getting you fairly planted in so noble a position. It is a mere simple fact, that ever since I knew you, (and that is nearly 30 years ago now,) I felt my heart drawn towards you. So unlike many others around us, you are so frank, so open, so manly, so straight-forward, so energetic, so overflowing also with generous and benevolent impulses, that I felt irresistibly drawn to you. And never never for a moment was my own confidence in you shaken.

The very generosity and impetuous ardour of your nature and its freedom from inveterate prejudices, exposed you to much misapprehension on the part of your own countrymen and mine. But having, as I believed, a clue to your character, I never encountered their misapprehensions without doing my best to expose them. I always expected (and you may remember my often saying to you) that sooner or later you would make yourself understood and that Providence had something great and good in store for you. I rejoice in this because I know the noble unselfishness of your nature, and that personal promotion and influence and affluence in your hands would all be made to redound to the good of your country, and that while others pitiably claim the title of patriots and do nothing, you without claiming the title would by

your deeds constrain others to hail you as a true patriot.

The scene at Lucknow must have been imposingly grand, and I do rejoice that you were so prominent a sharer in it. Your energy in clearing the jungle and getting some of it already under the plough, is just like yourself, worthy of you, and a noble prognostic of your bright future. By fixing the rents of your ryots at equitable rates, not allowing *Abooabs* and other lawless extortions on the part of your agents etc. etc. you will gain their perfect confidence, and when you have gained that, schools and every other improvement will follow, till yours in a few years will become a model Talooq and yourself not a Talooqdar merely, but a Raja.

What you propose about the name of your new village out of the reclaimed

jungle, is what never would have entered into my own mind, but knowing that it proceeds from the kindly impulse of one of the most generous of natures, I cannot but respond to your own spontaneous suggestion. A village reclaimed from the jungle of a rebel is a singularly happy type of the building of living souls whom I would fain reclaim from the jungle of ignorance and error. And if through your generous impulse the village of Duff-poor is destined to become a reality, how would my heart swell with gratitude to the God of Heaven, were I privileged to see with my own eyes its instructed, happy and prosperous occupants. Your directions about your address will be promptly attended to.

Yours very sincerely,
(Sd) Alexander Duff.

কলিকাতায় প্রত্যাগমন ও ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনে বক্তৃতা। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণারঞ্জন কিছুদিনের জন্য কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। উক্ত বৎসর ২৫শে জানুয়ারি দিবসে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের অষ্টম বার্ষিক অধিবেশনে দক্ষিণারঞ্জন উপস্থিত ছিলেন এবং কয়েকজন সদস্যের অনুরোধে "অযোধ্যার বর্ত্তমান অবস্থা" সম্বন্ধে একটি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন। উহাতে তিনি লর্ড ক্যানিংয়ের সমীচীন রাজনীতির উচ্চ প্রশংসা করেন। বক্তৃতাটি উক্ত সভার বার্ষিক কার্য্যবিবরণীতে প্রকাশিত হইয়াছিল। বাহুল্য ভয়ে এস্থলে উহার বিস্তৃত পরিচয় প্রদত্ত হইল না।

অযোধ্যার তালুকদার সভা বা ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন। বাঙ্গালা দেশে এই সময় ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভা মহাপ্রতাপশালী হইয়া উঠিয়াছিল। এই সভা তখন বাঙ্গালী রাজনীতিকগণের মনীষার লীলাক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল। গবর্ণ-

মেণ্ট এই সভাকে বিশেষ শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখিতেন এবং কোনও নূতন বিধির প্রবর্ত্তন বা পুরাতন বিধির পরিবর্ত্তনকালে এই সভার অভিমত গ্রহণ করিতেন এবং অনেক সময়েই এই সভার পরামর্শানুসারে কার্য্য করিতেন। দক্ষিণারঞ্জন অযোধ্যার তালুকদারগণকে লইয়া এইরূপ একটি রাজনীতিক সভা সংগঠিত করিতে ব্যগ্র হইলেন। এইরূপ একটি সভা সংস্থাপিত হইলে যে দেশবাসীর মধ্যে রাজনীতিক শিক্ষা ক্রমে ক্রমে বিস্তৃতি লাভ করিবে এবং দেশের মহা কল্যাণ সাধিত হইবে তদ্বিষয়ে তাঁহার অণুমাত্র সন্দেহ ছিল না। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে ২৬শে মার্চ্চ দিবসে আয়েসবাগে তিনি বলরামপুরের মহারাজা দিগ্বিজয় সিংহ বাহাদুর, মহারাজা মানসিংহ বাহাদুর প্রভৃতি অযোধ্যার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভূম্যধিকারিগণের সহযোগিতায় তালুকদার সভা প্রতিষ্ঠিত করেন এবং এই সভাদ্বারা দেশের নানা হিতকর অনুষ্ঠানাদি সুসম্পন্ন করিতে প্রয়াস পান। সভার কার্য্যাদি য়ুরোপীয় রাজনীতিক সভাদির আদর্শে সম্পন্ন হইলেও উহার মধ্যে যথেষ্ট প্রাচ্যভাব নিহিত ছিল। সভারম্ভের পূর্ব্বে ভাটেরা প্রাচীন পদ্ধতি অনুসারে হিন্দু ইতিহাস হইতে আবৃত্তি করিলে, পরে সভার কার্য্য আরম্ভ হইত। আমরা এই সভার কার্য্য-বিবরণী

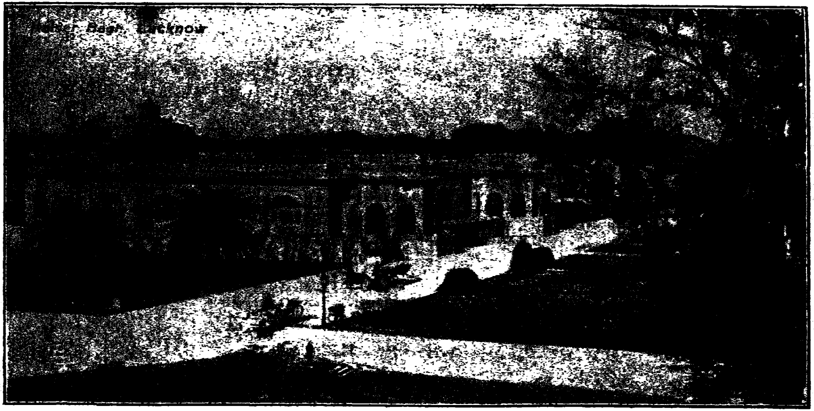
হইতে দক্ষিণারঞ্জনের কার্য্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিব।

শিশুহত্যা নিবারণ। পূর্ব্বে অযোধ্যা প্রদেশে রাজপুতদিগের মধ্যে শিশুকন্যাদিগকে বিনাশ করিবার এক নৃশংস প্রথা বিদ্যমান ছিল। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে ৩০শে অক্টোবর দিবসে দক্ষিণারঞ্জনের চেষ্টায় মহারাজ দিগ্বিজয় সিংহ বাহাদুরের সভাপতিত্বে তালুকদার সভার এক অধিবেশন হয়। উহাতে সভার সম্পাদক দক্ষিণারঞ্জন জ্বলন্ত ভাষায় এই প্রথার নৃশংসতা বর্ণনা করিয়া দেশের ভূম্যধিকারিগণকে অনুরোধ করেন যে, তাঁহারা তাঁহাদিগের প্রজাগণকে অচিরে এই প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ করিবেন যে, তাহারা এই প্রথা রহিত করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিবে। দক্ষিণারঞ্জনের চেষ্টায় অতি অল্পকালের মধ্যেই এই নৃশংস প্রথা রহিত হইয়া যায়।

লর্ড ক্যানিংয়ের সম্বর্দ্ধনা। দক্ষিণারঞ্জনের প্রস্তাবে এই বৎসর ৫ই নবেম্বর দিবসে লক্ষ্ণৌ দরবারে তালুকদার সভা মহাত্মা ক্যানিংকে একটি অভিনন্দন-পত্র প্রদান করেন এবং শিশুকন্যাহত্যা প্রথার

উচ্ছেদসাধনসম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টকে সহায়তা করিতে অনুরোধ করেন। লর্ড ক্যানিং নবপ্রতিষ্ঠিত 'অযোধ্যা ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভা'র কার্য্যের উচ্চ প্রশংসা করেন এবং এই সভার ব্যবহারের জন্য কৈসারবাগের বিস্তৃত প্রাসাদ দান করেন। কৈসারবাগ পূর্ব্বে হতভাগ্য নবাব ওয়াজিদ আলি সাহের প্রমোদ-উদ্যান ও বিলাস-ভবন ছিল। কিঞ্চিদধিক এক কোটি মুদ্রা ব্যয়ে ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে নবাব ওয়াজিদ আলি সাহ এই অপূর্ব্ব প্রাসাদ নির্ম্মিত করিয়াছিলেন। উহার বিস্তৃত উদ্যান সুদৃঢ় প্রাচীর ও অসংখ্য সৌধমালায় বেষ্টিত। উহার এক একটি সৌধ এক একজন বেগমের অধিকৃত ছিল। প্রত্যেক সৌধের স্বতন্ত্র উদ্যান ছিল। এক্ষণে এক একটি সৌধ এক একজন তালুকদারের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইল। এই কৈসারবাগে,—এই বিলাসিতার শ্মশানভূমির উপর,—দক্ষিণারঞ্জন-প্রমুখ অযোধ্যার রাজ-নীতিকগণ একত্র সম্মিলিত হইয়া দেশহিতের জন্য যে অপূর্ব্ব সাধনা করিয়াছিলেন, সে সাধনা সফল ও জয়যুক্ত হইয়াছিল।

সভার নিয়মাদি নির্দ্ধারণ। এই সভার কার্য্যনির্ব্বাহের জন্য একটি সুবৃহৎ প্রাসাদ প্রাপ্ত



কৈসারবাগের প্রাসাদ।

হওয়াতে দক্ষিণারঞ্জন এই সভার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে নিঃসংশয় হইলেন। সভাটি যাহাতে দেশের লোকমত যথাযথ রূপে ব্যক্ত করিতে পারে, সমাজের শীর্ষস্থানীয় সকল ব্যক্তিই উহাতে যোগদান করিতে পারেন, এই সকল বিষয়ে দক্ষিণারঞ্জন অবহিত হইলেন। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে ৭ই নবেম্বর দিবসে এই সভার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এক দীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া দক্ষিণারঞ্জন সভার নিয়মাদি নির্দ্ধারিত করিয়া দেন। কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতিতে সকল জিলার প্রতিনিধিবর্গ থাকিবেন, ইহা স্থির হয়। দক্ষিণারঞ্জন এই সভার অবৈতনিক সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন। তিনি যতদিন সুস্থ ছিলেন, ততদিন এই পদ অধিকৃত করিয়াছিলেন এবং এই সভার প্রাণস্বরূপ ছিলেন। বলরামপুরের মহারাজা দিগ্বিজয় সিংহ বাহাদুর এই সভার সভাপতি এবং অযোধ্যার মহারাজা মান-সিংহ বাহাদুর এই সভার সহকারী সভাপতি নির্ব্বাচিত হন।

উইংফিল্ড মঞ্জিল। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে ২৬শে মার্চ্চ দিবসে আয়েসবাগে চীফ্ কমিশনার মিষ্টার (পরে স্যর) চার্লস উইংফিল্ডের প্রতি অযোধ্যাবাসীদিগের কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের জন্য এক সভা হয়। উহাতে

দক্ষিণারঞ্জন-প্রমুখ তালুকদারগণ উইংফিল্ডের নামে একটি ধর্ম্মশালা স্থাপিত করিতে সংকল্প করেন। এই বৎসর ৮ই নভেম্বর তদানীন্তন চীফ্ কমিশনর মিষ্টার জি, এন্, ইউল, পুলিশের ইন্স্পেক্টর জেনারেল কর্ণেল এল্, ব্যারো, লক্ষ্ণৌয়ের কমিশনার কর্ণেল অ্যাবট, চীফ্ এঞ্জিনিয়ার মেজর ক্রমেলিন প্রভৃতি অনেক উচ্চপদস্থ ইংরাজ ও দেশীয় ব্যক্তির সমক্ষে তালুকদারগণ উইংফিল্ড মঞ্জিলের ভিত্তিস্থাপন করেন। প্রাচীন প্রথানুসারে পুরোহিতগণ প্রথমে বেদ হইতে শ্লোক আবৃত্তি করিয়া পরমেশ্বরের গুণগান করিয়া সম্রাজ্ঞীর প্রতি তাঁহার আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিলে,দক্ষিণারঞ্জন একটি সময়োচিত বক্তৃতা করেন এবং তৎপরে দক্ষিণারঞ্জন-প্রমুখ তালুকদার সভার প্রধান সদস্যগণ প্রত্যেকে এক একখানি ইষ্টক স্থাপন করিয়া গৃহের ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।

'সমাচার হিন্দুস্থানী' ও 'ভারত পত্রিকা'।

তালুকদার-সভার মুখপত্র স্বরূপ দক্ষিণারঞ্জন 'সমাচার হিন্দুস্থানী' ও 'ভারত পত্রিকা' নামক দুই খানি সংবাদ-পত্রও প্রবর্ত্তিত করেন। 'সমাচার হিন্দুস্থানী' ইংরাজী ভাষায় লিখিত হইত। দক্ষিণারঞ্জনই উহার সম্পাদক ছিলেন। ৯ই নভেম্বর তারিখের

কার্য্য-বিবরণী দৃষ্টে প্রতীত হয় যে, এই অধিবেশনে দক্ষিণারঞ্জন নীলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে তালুকদার সভার এবং উক্ত পত্রদ্বয়ের সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব করেন। এই কার্য্যের জন্য নীলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৩০০৲ তিন শত টাকা মাসিক বেতন নির্দ্ধারিত হয়। পত্রদ্বয় মুদ্রণের মাসিক ব্যয় ৩৪০৲ নির্দ্দিষ্ট হয়। এই সময়ে সভার মাসিক খরচ ১৪০০৲ নির্দ্ধারিত হইয়াছিল।

ভারতেশ্বরীকে সান্ত্বনাপত্র প্রেরণ। ইহার কিছুদিন পরে মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার স্বামী পুণ্যস্মৃতি প্রিন্স এলবার্টের মৃত্যু হয়। দক্ষিণারঞ্জন ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের ৬ই মার্চ্চ দিবসে এই সভার এক বিশেষ অধিবেশনে এক মর্ম্মস্পর্শী করুণ-রসাত্মক বক্তৃতা করিয়া মহারাজ্ঞীকে একটি সান্ত্বনাপত্র প্রেরণের প্রস্তাব করেন। বলা বাহুল্য, এই প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় এবং দক্ষিণারঞ্জন কর্ত্তৃক লিখিত সান্ত্বনা-পত্র যথাসময়ে মহারাজ্ঞীর নিকট প্রেরিত হইয়াছিল।

ভূমি-সংক্রান্ত ব্যবস্থা। এই সভা ভূমি-সংক্রান্ত বিধিব্যবস্থাসম্বন্ধে অনেক আন্দোলনাদি



শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

করিয়াছিলেন। সে সকলের বিবরণ সাধারণ বাঙ্গালী পাঠকের চিত্তাকর্ষক হইবে না বলিয়া এস্থলে পরিত্যক্ত হইল।

শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। নীলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অসুস্থতা নিবন্ধন সভার সহকারী সম্পাদকের পদ ত্যাগ করিলে, ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে * দক্ষিণারঞ্জন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও ইংরাজী লেখক শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে তালুকদার সভা ও 'সমাচার হিন্দুস্থানী'র সহকারী সম্পাদকের পদ গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করেন। শম্ভুচন্দ্র তিন শত টাকা মাসিক বেতনে দক্ষিণারঞ্জনের সহকারীর পদ গ্রহণ করেন। শম্ভুচন্দ্রের সময়ে 'সমাচার হিন্দুস্থানী' যৎপরোনাস্তি প্রতিষ্ঠা ও শক্তি লাভ করিয়াছিল। শম্ভুচন্দ্রের সাহিত্য-গুরু গিরিশচন্দ্র ঘোষ এই সময়ে (১৮৬২ খৃষ্টাব্দের ৬ই মে) সুবিখ্যাত 'বেঙ্গলী' পত্রের প্রবর্ত্তন করেন। শম্ভুচন্দ্রকে লিখিত গিরিশচন্দ্রের অপ্রকাশিত পত্রাবলী দৃষ্টে বোধ হয় যে, শম্ভুচন্দ্র এই পত্রে লক্ষ্ণৌ প্রদেশের

* Bengal Past and Present, July—Septr. 1914, p. 125



গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

সংবাদাদি লিখিতেন এবং গিরিশচন্দ্রও মধ্যে মধ্যে 'সমাচার হিন্দুস্থানী'তে প্রবন্ধাদি লিখিতেন। ভারত-বর্ষের তদানীন্তন রাজস্ব-সচিব সুপ্রসিদ্ধ স্যামুয়েল লেঙের রাজস্বনীতি গিরিশচন্দ্র কর্ত্তৃক 'বেঙ্গলী' পত্রে কঠোরভাবে সমালোচিত হইত। শম্ভুচন্দ্রও গিরিশচন্দ্রের পদাঙ্কের অনুসরণ করিয়া 'সমাচার হিন্দুস্থানী'তে তাঁহার নীতির কঠোর সমালোচনা করিতেন। মিষ্টার লেঙের অবলম্বিত নীতির প্রতিকূল সমালোচনা করা সত্ত্বেও তিনি তাঁহার এক পুস্তিকায় 'সমাচার হিন্দুস্থানী'র সম্পাদকের "great moderation and ability"র প্রশংসা করিয়াছিলেন। শম্ভুচন্দ্র বৎসরাধিক কাল তালুকদার-সভা ও 'সমাচার হিন্দুস্থানী'র সহকারী সম্পাদকের কার্য্য করিয়া ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের মে মাসে কোন অনিবার্য্য কারণ বশতঃ উক্ত পদ ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। এক জন লেখক বলেন যে, গিরিশচন্দ্র-সম্পাদিত 'বেঙ্গলী' পত্রে শম্ভুচন্দ্র কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন; উহাতে তালুকদার সভার অনেক কলঙ্কের কথা প্রকাশ পায় এবং সেই জন্যই শম্ভুচন্দ্রকে পদত্যাগ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু পদত্যাগকালে শম্ভুচন্দ্র দক্ষিণারঞ্জনকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে দক্ষিণারঞ্জনের সৎপরামর্শ ও সদয় ব্যবহারের জন্য তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা মুক্তকণ্ঠে

স্বীকার করিয়াছেন। আমরা এই পত্রের অংশ-বিশেষ এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম।—

* * * It is more than a year since I took charge of my duties. During that period I am conscious of occasional acts of carelessness and I owe you thanks for having generously forgiven them. * * * I freely acknowledge the able and obliging assistance which I have always received from my valued contributors. Nor can I omit to mention the aid which the paper received from your suggestions and the moderation of your counsels.

Accept my thanks for all the kindness which in your official position or in private life, I have received at your hands; and allow me to hope that, although I leave the service of the Association and the Province, you will continue to be a friend and patron to

Your obedient servant,
Sambhu C. Mukherjee,

ক্যানিং-স্মৃতি সভা। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে মহাত্মা লর্ড ক্যানিং পরলোক গমন করিলে উক্ত বৎসর ১৮ই আগষ্ট দিবসে দক্ষিণারঞ্জনের আহ্বানে অযোধ্যার ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভার এক বিশেষ অধিবেশন হয়। দক্ষিণারঞ্জন এই সভায় লর্ড ক্যানিংয়ের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়া এক সুদীর্ঘ করুণ-রসাত্মক বক্তৃতা করেন এবং তাঁহার স্মৃতিরক্ষাকল্পে 'ক্যানিং কলেজ' নামক এক বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন। দক্ষিণারঞ্জন আরও প্রস্তাব করেন যে, তাঁহাদের পিতৃতুল্য সদাশয় লর্ড ক্যানিংয়ের শ্রাদ্ধ করা সকলেরই উচিত। অবশ্য একজন খ্রীষ্টানের মৃত্যুতে হিন্দু মতে মন্ত্রাদি উচ্চারণ পূর্ব্বক শ্রাদ্ধ হইতে পারে না, কিন্তু তিনি বলেন যে, সকলে একমত হইয়া একটি শ্রাদ্ধের দিন নির্দ্দিষ্ট করুন ;—সেই দিন অযোধ্যা প্রদেশের সর্ব্বত্র সমস্ত হাটবাজার কাজকর্ম্ম বন্ধ থাকিবে এবং কাঙ্গালী ও আত্মীয় বন্ধুদিগকে ভোজ প্রদান করা হইবে—এবং জ্ঞাতি-বিয়োগে যেরূপ শোক-বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া শোক প্রকাশ করা হইয়া থাকে, সেইরূপ শোক প্রকাশ করা হইবে।

বলা বাহুল্য, দক্ষিণারঞ্জনের প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছিল এবং তদনুসারে লর্ড ক্যানিংয়ের

পরলোকগত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শিত হইয়াছিল।

অযোধ্যাবাসীর কৃতজ্ঞতা। অত্যল্পকালমধ্যে দক্ষিণারঞ্জন অযোধ্যায় যে সকল উন্নতি সংসাধিত করিয়াছিলেন, তাহা সন্দর্শন করিয়া অযোধ্যার অধিবাসিগণ বিস্মিত হইয়াছিলেন। সিপাহী-যুদ্ধের অব্যবহিত পরে, এতদ্দেশীয় ইংরাজগণ দেশীয় ভূম্যধিধিকারিগণকে অতিশয় সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখিতেন। ইংরাজ ও দেশীয় সমাজের মধ্যে এক বিস্তৃত ব্যবধান ছিল। দক্ষিণারঞ্জনই এই ব্যবধান দূর করিয়া দিয়া অসাধারণ দক্ষতার সহিত উভয় সমাজকে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রীতির সূত্রে আবদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। স্যর রোপার লেথব্রিজ একস্থানে দক্ষিণারঞ্জন সম্বন্ধে লিখিয়াছেন "He did much to remove the racial antipathies between the English and the Indians." তাঁহার বিবিধ জনহিতকর অনুষ্ঠান অযোধ্যার জনসাধারণের—বিশেষতঃ উহার সম্ভ্রান্ত ও গুণগ্রাহী ভূম্যকারিগণের দৃষ্টি অতিক্রম করে নাই। দক্ষিণারঞ্জন অসুস্থতা নিবন্ধন কিছুদিনের জন্য সম্পাদকের কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিবার উদ্যোগ করিলে ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে ১২ই নভেম্বর দিবসে অযোধ্যার ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান

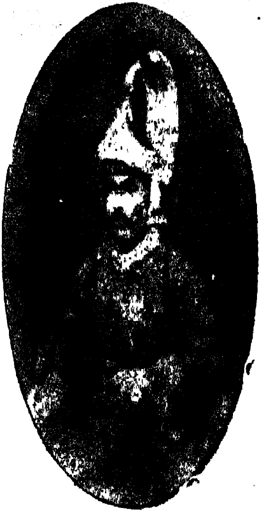
সভার বার্ষিক অধিবেশনে উক্ত সভার সভাপতি মহারাজা দিগ্বিজয় সিংহ বাহাদুর সর্ব্বসম্মতিক্রমে অযোধ্যা-বাসীর কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ দক্ষিণারঞ্জনকে একটি মূল্যবান স্বুবর্ণ পদক উপহার দেন। উহার এক পৃষ্ঠে ইংরাজীতে এবং অপর পৃষ্ঠে পারস্য ভাষায় লিখিত ছিল :—

"Oudh's Love and Gratitude through its British Indian Association to Baboo Dakhina Ranjan Mukherjee Bahadur."

এই পদক-প্রদান উপলক্ষে সভাপতি মহারাজা দিগ্বি-জয় সিংহ ও সহকারী সভাপতি মহারাজা মানসিংহ বাহাদুর যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা এস্থলে উদ্ধার-যোগ্য।

মহারাজা দিগ্বিজয় সিংহ বাহাদুর বলেন :—

সভাভঙ্গ হইবার পূর্ব্বে আমি কিয়ৎক্ষণের জন্য আপনাদের প্রশ্রয় ভিক্ষা করিতেছি। আমার উদ্দেশ্য অবগত হইলে আপনারা যে আমার প্রার্থনা পূর্ণ করিতে অসম্মত হইবেন না, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। অত্যন্ত দুঃখের সহিত আপনাদিগকে জানাইতেছি যে, আমরা আমাদের সুযোগ্য সম্পাদক মহাশয়কে হারাইতে বসিয়াছি। আমাদের আশা ও প্রার্থনা এই যে, এই বিচ্ছেদকাল যেন দীর্ঘ না হয়। যাঁহারা বৎসরের মধ্যে একবার মাত্র কয়েক দিবসের জন্য এখানে আসেন, এমন কি, যাঁহারা কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির অধিবেশনের জন্য বৎসরে



মহারাজা দিগ্বিজয় সিংহ।

চারি পাঁচবার সপ্তাহকালের জন্য আসিয়া থাকেন, তাঁহারা সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন না, যে এই সভার প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে ও পরে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত আমাদের সম্পাদক মহাশয় এই সভার জন্য নীরবে প্রতিনিয়ত কিরূপ পরিশ্রম করিয়াছেন। এই প্রদেশে এই সভার প্রতিষ্ঠা সভ্যতার অসামান্য বিস্তৃতি সাধন করিয়াছে। বাস্তবিক ইহার দ্বারা যতদূর সভ্যতাবৃদ্ধি ঘটিয়াছে, ইহার প্রতিষ্ঠাকালে অনেক সুবিজ্ঞ বিচারক এতদ্দেশীয় জনসাধারণের মানসিক অবস্থার বিচার করিয়া তাহা একান্ত অসম্ভব বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন। প্রত্যুত ধীরভাবে বিবেচনা করিয়া আমার মনে হয় যে, এই সভা বাস্তবিকই এক অপূর্ব্ব প্রতিষ্ঠান। বাবু দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় বাহাদুরের উদ্যম ব্যতিরেকে এই অপূর্ব্ব প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব থাকিত না। পরলোকগত রাজপ্রতিনিধি ও গবর্ণর জেনারেল লর্ড ক্যানিং বাহাদুর এবং চীফ কমিশনার মিষ্টার উইংফিল্ড বাহাদুরের যে সকল অসংখ্য সদনুষ্ঠানের জন্য এই দেশ চির-কৃতজ্ঞ ও চির-বাধিত থাকিবে, তন্মধ্যে আমার বোধ হয় অযোধ্যার মঙ্গলসাধনের জন্য মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে অযোধ্যায় বাস করিতে অনুরোধ করা একটি প্রধান কার্য্য। আমি জানি, যখন ইনি প্রথমে এখানে আগমন করেন, তখন আমরা অনেকেই সদাশয় লর্ড বাহাদুরের তাঁহাকে এখানে আনয়ন করিবার উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই। আমি নিশ্চিত বলিতে পারি যে, এখন একজনও এমন ব্যক্তি নাই, যিনি এই বিষয়ে তাঁহার পূর্ব্বমত পোষণ করিতেছেন। কালের বিচারে অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় এই বিষয়েও লর্ড বাহাদুরের

দূরদর্শিতা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। লর্ড ক্যানিং তাঁহাকে এখানে আনিয়া যে উচ্চ সম্মানে ভূষিত করিয়াছিলেন, বাবু সাহেব সেই সম্মানলাভের যোগ্যতা সর্ব্বাংশে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তিনি বাস্তবিকই গবর্ণমেণ্ট ও দেশবাসীর প্রকৃত বন্ধু। তিনি নিজের বিষয়াদির উন্নতির প্রতি মনোযোগ না করিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে এই সভার উন্নতিকল্পে আত্মবিনিয়োগ করিয়াছেন। বাস্তবিক এরূপ প্রদেশে এই সভার প্রতিষ্ঠা এত আশ্চর্য্য যে, যদি তিনি উহার জন্য এরূপ পরিশ্রম না করিতেন, তাহা হইলে উহা কখনও সাফল্য লাভ করিতে পারিত না। কিন্তু এই সভার সাফল্যের জন্য তাঁহাকে প্রভূত ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছে। যে সময় ও শক্তি নিজের বৈষয়িক ব্যাপারে নিয়োজিত করিলে তিনি যথেষ্ট লাভবান হইতে পারিতেন, তদপেক্ষা অধিক সময় ও শক্তি তিনি এই সভায় উৎসর্গ করিয়াছেন। দীর্ঘ অষ্টাদশ মাসের এইরূপ শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমে তাঁহার স্পৃহনীয় স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়াছে এবং তিনি নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত তাঁহার স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য কিছু-কালের নিমিত্ত অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। যদিও আমাদের জন্য তাঁহার এই নিষ্কাম কার্য্য হইতে বহুদিন পূর্ব্বেই অবসর গ্রহণ করা তাঁহার স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য অত্যন্ত আবশ্যক হইয়াছিল, যদিও গত মার্চ্চ মাসেই তাঁহার চিকিৎসকগণ শীঘ্র বায়ু-পরিবর্ত্তন করিবার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তাঁহাকে উপদেশ দিয়াছিলেন, তথাপি তিনি আর একজন উপযুক্ত ব্যক্তির হস্তে কার্য্যভার অর্পণ না করিয়া অবসর গ্রহণ করিতে অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার সহকারী বাবু নীলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কিছু-

কাল উত্তমরূপে কার্য্য করিয়া স্বাস্থ্যের জন্য কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন। সম্পাদক মহাশয় পরে কলিকাতা হইতে আর একজন ভদ্রব্যক্তিকে আনয়ন করেন। এই ভদ্রলোকটিকে সভার কার্য্য-সম্বন্ধে উপদেশাদি প্রদান করিয়া এবং তিনি কোন বিষয়ে বিশেষ ভুল করিবেন না (ভুল নিশ্চয়ই হইবে) এইরূপ ক্ষীণ আশা পোষণ করিয়া তিনি এক্ষণে তাঁহার পক্ষে অত্যাবশ্যক বায়ুপরি-বর্ত্তন করিতে অভিলাষী হইয়াছেন। আমার বিশ্বাস যে, এখানে এত স্বার্থপর কেহ নাই যিনি তাঁহাকে এইটুকুও দিতে অস্বীকার করিবেন। কিন্তু তাঁহার প্রতি আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করিয়া তাঁহাকে এই সভা হইতে বিদায় দিতে পারা যায় না। গত মার্চ্চ মাসে কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির অধিবেশনে যখন বাবু সাহেব অবসর গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করেন তখন সভার সহকারী সভাপতি ও সেই অধি-বেশনের সভাপতি মহারাজ মানসিংহ বাহাদুর আমাকে উহা জ্ঞাপন করেন এবং আমরা স্থির করি যে, এই প্রদেশের উন্নতির জন্য বাবু সাহেব নিঃস্বার্থভাবে যে সকল সদনুষ্ঠান করিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ তাহাকে একটি পদক উপহার দেওয়া উচিত। অতঃপর আমরা প্রত্যেক জিলার প্রধান সদস্যগণের অভিমত গ্রহণ করি এবং তাঁহারা আমাদের প্রস্তাব সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করায় কলিকাতা হইতে একটি পদক প্রস্তুত করাইয়া আনি। এই পদক এক্ষণে আমার হস্তে আছে। আমি প্রস্তাব করিতেছি যে, এই সভা হইতে সম্পাদক মহাশয়কে উহা উপহার প্রদান করা হউক। অবশ্য এই প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া এই সভা আপনাকে সম্মানিত করিতে অসম্মত



মহারাজ মানসিংহ।

হইতে পারেন না। আমার বিশ্বাস, আর যে কোন দোষই থাকুক না, অযোধ্যাবাসী অকৃতজ্ঞ নহে।

সহকারী সভাপতি মহারাজ মানসিংহ বাহাদুর এই প্রস্তাবের সমর্থনে বলেন—

ভদ্রমহোদয়গণ, সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাবটী আমি অতীব আনন্দসহকারে সমর্থন করিতেছি।

এই প্রসঙ্গে আমি অযোধ্যাপ্রদেশে আমাদের সম্পাদক মহাশয়ের অবস্থিতির অতীত ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিব। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ২৬শে অক্টোবর দিবসে যখন আমাদের পরলোকগত রাজপ্রতিনিধি মহাশয় লক্ষ্ণৌনগরীতে মহাসমারোহে প্রথম দরবার করেন, তখন এই দরবারে নিমন্ত্রিত স্বদেশবাসিগণের মধ্যে বাবু দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় বাহাদুরও ছিলেন। বাঙ্গালীর মধ্যে একমাত্র তিনিই এই উৎসবে আমাদের সহিত যোগদান করিয়াছিলেন এবং আমাদের মধ্যে কাহারও কাহারও মনে এই দুঃখ হইয়াছিল যে তাঁহাকে কেন এই প্রদেশের তালুকদার শ্রেণীভুক্ত করা হইল। অনুসন্ধানে আমরা জানিলাম যে, তিনি বিগত বিদ্রোহের সময় সৎপরামর্শ দান ও শক্তির সুপ্রয়োগ করিয়া দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য অসামান্য পরিশ্রম করিয়াছিলেন, এবং গবর্ণমেন্ট বিবেচনা করেন যে এই প্রদেশে, যেখানে ব্রাহ্মণ ও রাজপুতগণই প্রধানতঃ বাস করেন, সেইখানে তাঁহার শক্তি বিনিয়োজিত হইলে দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে।

যেস্থান হইতে মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পূর্ব্বপুরুষগণ এবং অন্যান্য প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণগণ বঙ্গদেশে উপনিবেশ স্থাপন করিতে গমন করেন, সেই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ কনোজ নগরীর সন্নিহিত এই অযোধ্যা প্রদেশে তাঁহার আগমন ও অবস্থিতির ইহাই প্রধান কারণ।

পরে আমি মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধে পরিচিত হই এবং সেই সময় হইতে আমি তাঁহার চিন্তা ও কার্য্যের প্রণালী লক্ষ্য করিবার বহু সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছি এবং তাঁহাকে অযোধ্যাপ্রদেশে আনয়ন করিয়া ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট যে দূরদর্শিতা ও করুণার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে আমার স্থির বিশ্বাস জন্মিয়াছে।

কুড়ি মাস পূর্ব্বে যখন মুখোপাধ্যায় মহাশয় আমার নিকট এই সভাস্থাপনের সঙ্কল্প প্রকাশ করেন, তখন আমি তাঁহার সহিত একমত হই, কারণ কিছুকাল হইতে আমিও এইরূপ সঙ্কল্প করিতেছিলাম। পরে আমাদের ভ্রাতৃগণের সহিত—অন্যান্য তালুকদারদিগের সহিত—এই বিষয়ে কথোপকথন হয় এবং তাঁহারা এই প্রস্তাবের অনুমোদন করিলে এই সভা স্থাপিত হয়।

এই সভার দ্বারা দেশের যাহা কিছু উপকার হইয়াছে তাহা উহার সুযোগ্য সম্পাদক বাবু দক্ষিণারঞ্জন বাহাদুরের প্রগাঢ় বিবেচনাশক্তি, অদম্য উৎসাহ ও অধ্যবসায়েরই ফল মাত্র।

সভার প্রতিষ্ঠাকাল হইতে তাঁহাকে তালুকদার প্রভৃতিকে প্রত্যহ অন্যূন কুড়িখানি পত্র লিখিতে হইয়াছে। সাধারণ ও ও ব্যক্তিগত বহুবিধ বিষয়ে এই সকল পত্র লিখিত হইয়াছে এবং

পত্রোত্তর কতকগুলি উর্দ্দু কতকগুলি নাগরী ভাষায় লিখিতে হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত তাঁহাকে দেশীয় ও ইংরাজী উভয় ভাষাতেই সভার কার্য্য-বিবরণী লিখাইতে হইয়াছে, সভার মুখপত্র 'সমাচার হিন্দুস্থানী' ও 'ভারত পত্রিকা' পরিচালিত করিতে হইয়াছে এবং সভার কার্য্যাদি সুসম্পন্ন করিবার জন্য নানাবিষয়ে পত্রাদি লিখিতে হইয়াছে।

এখানে এবং ইংলণ্ডে যদি গবর্ণমেণ্ট ও ব্রিটিশ জনসাধারণের নিকট অযোধ্যার অধিবাসী ও নেতৃগণ অধিকতর শ্রদ্ধা ও সম্মান লাভ করিয়া থাকেন তাহা হইলে তাহা সম্পাদক মহাশয়ের অবিশ্রান্ত ও অসামান্য চেষ্টার নিকট কতদূর ঋণী তাহা আপ-নারাই বিবেচনা করুন। সর্ব্বপ্রধান সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রাদি পাঠ করিলে উহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়।

দুর্লঙ্ঘ্য বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও লোকসেবা ও রাজসেবার একমাত্র উদ্দেশ্যে সময় ও স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়া তিনি যে সহিষ্ণুতা ও অধ্য-বসায়ের দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত করিয়াছেন তাহা যদি গভীরতম রাজ-ভক্তি ও দেশপ্রেমের প্রকৃষ্ট পরিচায়ক না হয়, তবে রাজভক্তি ও দেশপ্রেম কাহাকে বলে জানি না।

মহাশয়গণ, এরূপ অমূল্য বন্ধুর সহিত পরিচিত করাইয়া দিয়া চীফ্ কমিশনর মিষ্টার উইংফীল্ড ও ভারতবর্ষের পরলোক-গত রাজপ্রতিনিধি মহাশয় আমাদিগকে যে কৃতজ্ঞতাঋণে আবদ্ধ করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা হয় না।

যদি বাবু সাহেবের তুলায় শতগুণ স্বর্ণ প্রদান করা যায়

তাহা হইলেও তাঁহার নিষ্কাম কার্য্যের উপযুক্ত মূল্য দেওয়া হয় না।

যিনি দেশের জন্য হৃদয়ে প্রীতি, মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা ও উচ্চাশা পোষণ করেন, যে প্রীতি, আকাঙ্ক্ষা ও আশার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া তিনি কোনও দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া নীরবে অক্লান্ত ভাবে চেষ্টা ও পরিশ্রম করেন, সাধনায় সিদ্ধিলাভ ব্যতীত সুবর্ণ দ্বারা তিনি উপযুক্তরূপে পুরস্কৃত হইতে পারেন না।

এক্ষণে আমাদের পরম বন্ধু, আমাদের সুযোগ্য সম্পাদক মহাশয়, স্বাস্থ্যের জন্য কিয়ৎকাল কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিতে অভিলাষী হইয়াছেন। আমাদের প্রীতি ও কৃতজ্ঞতার কোন সামান্য নিদর্শনও না দিয়া কিরূপে আমরা তাঁহাকে বিদায় দিব?

অতএব আমি সর্ব্বান্তঃকরণে আমাদের সুযোগ্য সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাবের সমর্থন করিতেছি।

দক্ষিণারঞ্জন অযোধ্যাবাসীর প্রীতি ও কৃতজ্ঞতার নিদর্শন এই সুবর্ণ পদকটি পার্থিব সকল সম্পত্তি অপেক্ষা মূল্যবান বিবেচনা করিতেন। টমাস এডওয়ার্ডস লিখিয়াছেন যে দক্ষিণারঞ্জন দেশবাসীর বা স্বধর্ম্মিগণের শ্রদ্ধা ও প্রীতি লাভ করিতে পারেন নাই। অযোধ্যাবাসিগণের প্রীতি ও শ্রদ্ধার এই প্রকৃষ্ট প্রমাণের পর কেহ কি এডওয়ার্ডস লিখিত বিবরণের প্রতি আস্থা প্রদর্শন করিবেন?

ক্যানিং কলেজ। দক্ষিণারঞ্জন-প্রস্তাবিত ক্যানিং কলেজের সুপরিচালনার জন্য প্রভূত অর্থের প্রয়োজন হয়। দক্ষিণারঞ্জন ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে ৫ই ডিসেম্বর দিবসে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভার এক অধিবেশনে প্রস্তাব করেন যে তালুকদার সভার প্রত্যেক সদস্য তাঁহাদিগের তালুকের 'সদর জমা'র শতকরা ৷৷০ হিসাবে বার্ষিক অর্থসাহায্য করিবেন। এই প্রস্তাবে সকলে সম্মত হন। এইরূপে বিদ্যালয়ের জন্য বার্ষিক পঞ্চবিংশতি সহস্র মুদ্রা অর্থ সাহায্য সংগৃহীত হয়। গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতেও দক্ষিণারঞ্জন এই বিদ্যালয়ের জন্য কিছু অর্থ সাহায্য প্রাপ্ত হন। এইরূপে দক্ষিণারঞ্জন ক্যানিং কলেজের আর্থিক অবস্থা সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত করেন। আমিনাবাদ প্রাসাদে ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে ১লা মে দিবসে এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমে উহাতে স্কুলপাঠ্য পুস্তকাদিই পঠিত হইত। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে উহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সংযুক্ত এবং প্রথম শ্রেণীর কলেজে পরিণত হয়। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে উহাতে আইন অধ্যাপনার ব্যবস্থা হয়। দক্ষিণারঞ্জন এই বিদ্যালয়ের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির অন্যতম প্রধান সদস্য ছিলেন। তাঁহার তত্ত্বাবধানে ক্যানিং কলেজের বহু উন্নতি সাধিত হইয়াছিল।

ওয়ার্ড ইনষ্টিটিউসন ও নৈশ বিদ্যালয়। ক্যানিং কলেজের প্রতিষ্ঠা ব্যতীত দক্ষিণারঞ্জন আরও অনেক উপায়ে দেশে শিক্ষা বিস্তারের প্রয়াস পাইয়াছিলেন। প্রধানতঃ তাঁহারই সহযোগিতায় গবর্ণমেণ্ট অযোধ্যার অভিজাতসন্তানদিগের শিক্ষার জন্য 'ওয়ার্ড ইনষ্টিটিউসন' ও দেশীয় কর্ম্মচারিবৃন্দের ইংরাজী শিক্ষার জন্য নৈশ-বিদ্যালয় স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ৺যদুনাথ মুখোপাধ্যায় (যিনি দক্ষিণারঞ্জনের সহকারী রূপে মুর্শিদাবাদে গিয়াছিলেন) মহাশয়কে লিখিত একখানি পত্র দৃষ্টে প্রতীত হয় যে দক্ষিণারঞ্জন তাঁহাকে এই বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধায়কের পদ গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু যদুনাথ বাবু এই পদ গ্রহণ করেন নাই।

দাতব্য চিকিৎসালয়। দক্ষিণারঞ্জন স্বয়ং অনেক সদনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন। তিনি তাঁহার জমিদারীতে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়া উহার ব্যয় নির্ব্বাহার্থে ৪৮০ একর পরিমিত জমির উপস্বত্ব প্রদান করিয়াছিলেন।

গুণগ্রাহিতা। দক্ষিণারঞ্জন অতিশয় গুণগ্রাহী পুরুষ ছিলেন। যোগ্য ব্যক্তির তিনি সমুচিত সমাদর

করিতে জানিতেন। যৌবনে রাজকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয় ভাগ্যান্বেষণে লক্ষ্ণৌ নগরে উপস্থিত হইলে দক্ষিণারঞ্জন তাঁহাকে তত্রত্য ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভার এবং 'সমাচার হিন্দুস্থানী'র সহকারী সম্পাদকের পদে নিযুক্ত করেন; এবং তাঁহার পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইয়া পরে ক্যানিং কলেজের সংস্কৃত ভাষা ও আইনের অধ্যাপকের পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। 'সমাচার হিন্দুস্থানী' পত্র বিলুপ্ত হইলে দক্ষিণারঞ্জন 'Lucknow Times' ক্রয় করিয়া লইয়া উহাকেই অযোধ্যার ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভার মুখপত্র রূপে পরিণত করেন এবং রাজকুমার বাবুকেই উহার সম্পাদক নিযুক্ত করেন। পরে রাজকুমার বাবু তাঁহারই চেষ্টায় কলিকাতার ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভার সম্পাদকের পদে প্রতিষ্ঠিত হন। এই পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া রাজকুমার বাবু যে সকল কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন এবং যে সকল কার্য্যের জন্য গুণগ্রাহী গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক তিনি রায় বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত হন, তাহা শিক্ষিত বাঙ্গালীর অবিদিত নহে।

দক্ষিণারঞ্জনের গুণগ্রাহিতার আর একটি দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইতেছে। ক্যানিং কলেজের প্রথম গ্র্যাজুয়েট,—একজন অধ্যবসায়শীল ছাত্র,—সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষা প্রদানের জন্য ইংলণ্ডগমনের অভিপ্রায় প্রকাশ করেন,

এবং এতদুদ্দেশ্যে গবর্ণমেণ্টের নিকট কিছু সাহায্য প্রার্থনা করেন। তৎকালে হিন্দু ছাত্রগণ সহজে ইংলণ্ডে যাইতে চাহিতেন না। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট বালকটিকে কোনও প্রকার উৎসাহ প্রদান করিলেন না বা তাঁহার প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেন না। বালকটি অতিশয় মেধাবী ও প্রতিভাশালী ছিল। পাছে সাহায্যাভাবে বালকের উৎসাহাগ্নি অচিরে নির্ব্বাপিত হইয়া যায় এই আশঙ্কায় দক্ষিণারঞ্জন স্বয়ং তাঁহাকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইলেন। তিনি তিন বৎসর এই বালককে বাৎসরিক ৬০ গিনি হিসাবে অর্থসাহায্য করেন। এতৎসম্বন্ধে অযোধ্যার চীফ কমিশনর স্যর জর্জ্জ কুপারকে ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে ৩রা জানুয়ারি তারিখে লিখিত দক্ষিণারঞ্জনের এক পত্র হইতে কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধার-যোগ্য :—

In July last the first and the best pupil of the Canning College applied for a slight pecuniary help to the Chief Commissioner to enable him to proceed to England in order to compete in the Civil Service Examination. Owing to some hitch of which I am yet unaware the applicant

could not get it. Rather than hear it said that the administration, while it had taken all the credit of his success did not grant his prayer, I, though one of the humblest and a mere honorary member of the Oudh Commission, subscribed £ 60 per annum payable for 3 years to assist him."

আনন্দের বিষয় এই যে, বালকটি দক্ষিণারঞ্জনের আশা সফল করিয়াছিলেন। তিনি সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হইয়া বহুকাল বঙ্গদেশে উচ্চ দায়িত্বপূর্ণ রাজকর্ম্ম সম্পাদন করিয়া সম্প্রতি অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। বাঙ্গালী পাঠকের নিকট মিষ্টার বি, দে'র নাম অপরিচিত নহে। কোনও কোনও পাঠক হয় ত পুরাতন 'কলিকাতা রিভিউ' পত্রে এবং রেভারেণ্ড লালবিহারী দে সম্পাদিত Bengal Magazine মাসিকপত্রে তাঁহার লিখিত প্রস্তাবাদিও পাঠ করিয়া থাকিবেন।

গবর্ণমেণ্টের নিকট সুখ্যাতিলাভ।

অযোধ্যার অধিবাসিগণের মুখপাত্ররূপে তত্রত্য ব্রিটিশ

ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন দক্ষিণারঞ্জনের প্রতি যেরূপে কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাহার বিষয় পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু অযোধ্যায় দক্ষিণারঞ্জন যে সকল সৎকীর্ত্তি স্থাপিত করিয়াছিলেন তৎসম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট বা গবর্ণমেণ্টের উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীদিগের অভিপ্রায় আমরা এ পর্য্যন্ত প্রকটিত করি নাই। বলা বাহুল্য, দক্ষিণারঞ্জনের সদনুষ্ঠানসমূহ তাঁহাদের অবিমিশ্র শ্রদ্ধাই আকৃষ্ট করিয়াছিল। সেকালের Administration Report প্রভৃতি পাঠ করিলে এই বাক্যের সত্যতা সম্বন্ধে ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। আমরা এস্থলে কয়েকজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তির মন্তব্য উদ্ধৃত করিব।

দক্ষিণারঞ্জন যখন প্রথমে লক্ষ্ণৌ নগরে গমন করেন, তখন স্যর চার্লস উইংফীল্ড অযোধ্যার চীফ্ কমিশনর ছিলেন। তিনি প্রথম হইতেই তাঁহার শক্তি ও প্রতিভার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে অন্তরঙ্গ বন্ধুর ন্যায় দেখিতেন। তিনি কিছুকালের জন্য অবসর গ্রহণ করিয়া লণ্ডনে গমন করিলে স্যর জর্জ্জ ইউল্ তাঁহার পদে অভিষিক্ত হন। ইনিও দক্ষিণারঞ্জনকে অতিশয় শ্রদ্ধা ও প্রীতির দৃষ্টিতে দেখিতেন। ভারত-গবর্ণমেণ্টের পররাষ্ট্র-বিভাগের সেক্রেটারী মেজর-জেনারেল স্যর

হেন্‌রি ডুরাণ্ডের সহিত আলাপ করিতে ইচ্ছাপ্রকাশ করিলে স্যর জর্জ্জ ইউল্ ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে ৩রা ডিসেম্বর তারিখে তাঁহাকে যে পরিচয়পত্র লিখিয়া দিয়াছিলেন তাহার একস্থলে দক্ষিণারঞ্জন সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন :—

"He has done and is doing the greatest good here, and his services in late matters have been above praise. He has really the good of the country deeply at heart, and has been and is a trusty and warm friend of the British Government."

১৮৬২-৬৩ খ্রীষ্টাব্দের রেভিনিউ অ্যাডমিনিষ্ট্রেশন রিপোর্টে লক্ষ্ণৌ বিভাগের কমিশনর কর্ণেল এল্ ব্যারো ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভার সম্পাদকরূপে দক্ষিণারঞ্জন যে কার্য্য করিয়াছিলেন তাহার উচ্চ প্রশংসা করিয়া লিখিয়াছিলেন :—

"He is a land-owner of this Division who is doing very much good by his example, and his benevolence is deserving of the highest praise. As a political measure

his status in this Province should in my opinion be improved, and I would make him proprietor of the Dhoondeekhera Villages, which have escheated to Government, he paying for the proprietary right"

স্যর চার্লস উইংফীল্ড ইংলণ্ডে অবস্থানকালেও দক্ষিণারঞ্জনের সহিত পত্রব্যবহার করিতেন। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই এপ্রিল তারিখ-সম্বলিত একখানি পত্রে তিনি দক্ষিণারঞ্জনকে লিখিয়াছিলেন :—

"I always expected you would confer great benefits on the province by influencing the native gentry and Europeanizing their ideas, and I have not been disappointed. I am sure you have disabused them of many false prejudices against the British Government, and led them to repose confidence in the designs of their rulers, and I trust you may live long to exercise this beneficial influence."

অযোধ্যাপ্রদেশের ১৮৬২-৬৩ খ্রীষ্টাব্দের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন রিপোর্টে তালুকদার সভার জন্মদাতা, পরোপকারী ও দানশীল দক্ষিণারঞ্জন সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে :—

"The Association owes its origin mainly to the Secretary Baboo Dukhina Runjun Mookerjee who has received a grant of an Estate in Oudh. He is a gentleman of great abilities and accomplish ments, who has lived on terms of intimacy with many of the most distinguished men in India for the last thirty years. His influence has been most beneficially exerted to enlighten the minds of the Talooqdars, and to teach them to appreciate the good intentions of the Government." (Page 38)

"Baboo Dukhina Runjun Mookerjee, a Bengalee gentleman of good education and an Honorary Assistant Commissioner,

who is elsewhere alluded to as Secretary to the Talooqdar's Association, deserves honorable mention for establishing a charitable Dispensary on his estate, and endowing it in perpetuity with 480 acres of land ; 1629 persons have been treated in it since its establishment." (Page 58)

১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ১১ই ফেব্রুয়ারি দিবসে লর্ড এল্‌গিন এক প্রকাশ্য দরবারে দক্ষিণারঞ্জনের কার্য্যের উচ্চ প্রশংসা করেন। দরবারের কার্য্য-বিবরণীতে লিখিত আছে :—

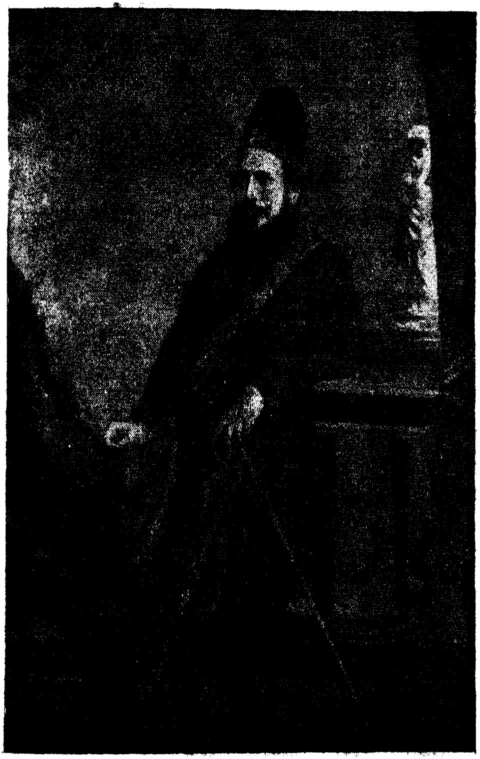
"His Lordship addressing Baboo Dukhina Runjun Mookerjee observed that he had watched with attention and interest the Baboo's efforts to enlighten his brethren, and that his labours had given him great satisfaction."

১৮৬৩-৬৪ খ্রীষ্টাব্দের রেভিনিউ অ্যাডমিনিষ্ট্রেশন রিপোর্টে কর্ণেল এল্‌ বারো তালুকদার সভার সম্পাদক-রূপে দক্ষিণারঞ্জন যে কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহার

পুনরায় সুখ্যাতি করিয়া, ক্যানিং কলেজ ও ওয়ার্ডস্ ইনষ্টিটিউসন স্থাপনে তিনি যে সাহায্য করিয়াছিলেন এইরূপে তাহার উল্লেখ করেন :—

"The Secretary Baboo Dukhina Runjun Mookerjee deserves well for the cordial assistance he has given in all communications with the association, and I take the opportunity of here mentioning the active part he has taken in the establishment of the Canning College and Ward's Institution. I regret that nothing has been done on my report of last year to improve his status in this province."

১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রস্তাবিত পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি অযোধ্যার তদানীন্তন ফাইন্তান্সিয়্যাল্ কমিশনর মিষ্টার (পরে চীফ কমিশনর স্যর রবার্ট হেন্‌রি) ডেভিস্‌কে শিক্ষাসংক্রান্ত কোনও বিষয়ে তাঁহার অভিমত প্রকাশ করিতে অনুরোধ করিলে, মিষ্টার ডেভিস্ দক্ষিণারঞ্জনের অভিমত গ্রহণ করিয়া পাঠাইয়া দেন এবং উক্ত অভিমত পাঠাইবার সময় বলেন :—



রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়

"I considered that as the Baboo had been highly educated in European literature and science, is of mature age and has always taken a great interest in the advancement of learning amongst his countrymen, his opinion has a special value."

রাজোপাধি। কেবল অযোধ্যাপ্রদেশে নহে, ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই দক্ষিণারঞ্জনের যশঃপ্রভা বিস্তৃত হইয়াছিল। যে পত্র দেশীয়দিগের প্রতি সহানুভূতির অভাবের জন্যই চিরদিন বিখ্যাত সেই 'ইংলিশম্যান' পত্রও * দক্ষিণারঞ্জনের কীর্ত্তিকথা সগৌরবে বিঘোষিত করিয়া তাঁহাকে উচ্চ উপাধিতে ভূষিত করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইংলিশ-ম্যানের ওকালতী করিবার কোন প্রয়োজন ছিল না। গুণগ্রাহী গবর্ণমেণ্ট দক্ষিণারঞ্জনের বিবিধ সৎকার্য্যের পরিচয় পাইয়া বহুদিন হইতেই তাঁহাকে উচ্চ সম্মানে ভূষিত করিতে সঙ্কল্প করিতেছিলেন। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড মেয়ো "অযোধ্যাপ্রদেশের উন্নতিকল্পে বহুবিধ

* The Englishman, 12th. January 1870.

প্রশংসনীয় কার্য্য করিয়াছেন ইহা বিবেচনা করিয়া" তাঁহাকে "রাজা" উপাধিতে ভূষিত করিলেন। দক্ষিণারঞ্জনকে প্রদত্ত সনন্দের অবিকল প্রতিলিপি নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

Sanad.

Seal of the
Govt. of India
Foreign Dept.

To

Rajah Dukhina Runjun Mookerjee
Talooqdar of Oudh.

In consideration of your meritorious endeavours to promote the good of the province of Oudh, I hereby confer upon you the title of "Raja" as a personal distinction.

(Sd.) Mayo.

Dated, Simla, the 5th. May, 1871.

দক্ষিণারঞ্জনের অকৃত্রিম শুভানুধ্যায়ী ও বন্ধু ডাক্তার আলেক্‌জাণ্ডার ডফ্‌ এই উপাধিপ্রাপ্তিসংবাদ শ্রবণ-

মাত্র এডিনবরা নগর হইতে তাঁহাকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা পাঠ করিলে চল্লিশ বৎসরের পুরাতন বন্ধু দক্ষিণারঞ্জনের চরিত্রের যে সকল বিশেষত্ব ডাক্তার ডফ্ লক্ষ্য করিবার অবকাশ পাইয়াছিলেন তাহা পরিস্ফুট হইবে। ডাক্তার ডফ্ লিখিয়াছেন :—

To

Rajah Dukhina Runjun Mookerjee Bahadoor

Lucknow, Oudh.

The Grange, Edinburgh

15th June, 1871.

My dear Rajah,

I cannot tell you with what intense delight I now address you under this new and well-earned title. Indeed, it has long since been earned ; and therefore, it has been long delayed. But according to the old proverb, "better late than never."

For my own part I never doubted that it would come, if you were spared to receive it. And my confident expectation

was based on the equitable awards, sooner or later, of a wise and bounteous over-ruling Providence.

I think you will remember how often, in substance, I tried to cheer you by saying, go on, persevere in your honorable, enlightened and benevolent career of well-doing ; in so doing, exercise long patience ; and rest assured that in the end you will receive your recompense of reward.

And now, my dear old and valued friend, you have it ; with the assent and consent—the cordial approval of all men—Natives or Europeans, whose good opinion is worth having. Long may you survive to enjoy your justly merited distinction ; and to pursue that noble career of enlightened philanthropy and patriotism on which you have, with so much zeal and wisdom, embarked !

Well, I do know how often and how much your motives, intentions and plans have been misunderstood and misrepresented. But knowing you as I have done for about forty years now, I never lost an opportunity in proper quarters, and in my own humble way, of stoutly and unflinchingly taking your part, and vindicating your general conduct. Not that you needed any thing of the kind at my hands. I only refer to the matter as indicative of my own uniform and unchanged feelings of confidence in you, and personal respect towards you. This being a mere note of congratulation, I enter on no topics whatever of an extraneous kind.

Since my return I have been so much the victim of ill-health, that it has been impossible for me, in any public or active way, to manifest, as otherwise I might

have done, my unabated interest in India and its inhabitants and all that bears on their real welfare alike temporal and eternal. But if you could spare a few minutes and tell me about yourself, your family, or any of the objects which now engage your time and attention, it would tend greatly to cheer and comfort one of your oldest and most attached friends, who is ever

Affectionately yours
(Sd.) Alexander Duff.

P. S. Any letter to the address at the head of this note will always find me.

(Sd.) A. D.

দক্ষিণারঞ্জন স্বদেশের উন্নতির জন্যই দেশসেবা করিতেন, কখনও উপাধি লাভ বা অন্য পুরস্কারের লোভে কোন কার্য্য করেন নাই। তিনি কখনও উচ্চপদ বা সম্মান-লাভের চেষ্টায় ফিরেন নাই—উচ্চপদ, আকাঙ্ক্ষণীয় যশঃ ও দুর্লভ সম্মান এই উদ্যোগী

পুরুষসিংহকে স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া লইয়াছিল। একবার গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে কে-সি-এস্-আই উপাধিতে ভূষিত করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। দক্ষিণা-রঞ্জন যথোচিত বিনয় অথচ দৃঢ়তার সহিত এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন এবং তদীয় বন্ধু, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভার সহকারী সভাপতি মহারাজা মানসিংহকে উক্ত উপাধি প্রদান করিতে গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করেন। এ কথা ৺কৃষ্ণদাস পাল দক্ষিণারঞ্জনের মৃত্যুর পর 'হিন্দু পেট্রিয়টে' প্রকাশিত করিয়াছিলেন।

'ইণ্ডিয়া রিফর্ম সোসাইটি' ভারতবর্ষের রাজনীতিক ও অন্যান্য সংস্কার সাধনের উদ্দেশ্যে ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে India Reform Society নামক একটি সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। 'India, its Government under a Bureaucracy,' 'Dhar not Restored' প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা, ভারতবর্ষের অকৃত্রিম বন্ধু, জন্ ডিকিন্সন এই সভার সম্পাদক ও পরে ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে জন্ ব্রাইট পদত্যাগ করিলে উহার সভাপতি হন। এই সভার সহিত দক্ষিণারঞ্জনের সম্পূর্ণ সহানুভূতি ছিল। দক্ষিণারঞ্জনের রাজনীতিক জ্ঞান ও দেশপ্রেমের কথা শ্রবণ করিয়া তিনি তাঁহার সহিত

পত্রব্যবহারে প্রবৃত্ত হন। তাঁহাদের পত্রে ভারতবর্ষের উন্নতি বিষয়ক নানাবিধ প্রস্তাবের আলোচনা থাকিত। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ২রা এপ্রিল তারিখ সম্বলিত একখানি পত্রের এক স্থলে জন্ ডিকিন্সন দক্ষিণারঞ্জনকে লিখিয়াছিলেন ;

"I hope that you will be able to give the Association a durable basis, and to inspire it as a body with a large measure of your own moral courage and public spirit,for which I must say,without flattery that you are one of the most distinguished men I have known in the course of my political experience."

বাস্তবিক দক্ষিণারঞ্জনের প্রতি ডিকিন্সনের গভীর শ্রদ্ধা ছিল। দক্ষিণারঞ্জন রাজোপাধিতে ভূষিত হইলে ডিকিন্সন তাঁহাকে ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে ২৮শে জুলাই তারিখ-সম্বলিত এক পত্রের একস্থলে লিখিয়াছিলেন :—

"The title conferred on you, in a way so honorable both to yourself and Mr. Davies, will give pleasure to all who have

known your patriotic efforts to serve your country ; and in ways that conduce to the common interest of India and England ; and this public acknowledgement of your deserts must be grateful and encouraging to those who have worked with you and trusted you, and who know that few of those who attain higher rank, have proved so worthy of it and earned it so well as yourself. I hope you will long enjoy the distinction so fairly won."

স্বাধীন প্রকৃতি। দক্ষিণারঞ্জন ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের একজন অনুরক্ত প্রজা ছিলেন এবং কায়মনোবাক্যে অযোধ্যা প্রদেশে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট সুদৃঢ় ভিত্তির উপর সংস্থাপিত করিতে সহায়তা করিয়া গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে সমুচিত প্রশংসা ও পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রকৃতি এরূপ স্বাধীন ছিল যে গবর্ণমেণ্ট বা তদীয় উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারিগণও কোনও অন্যায় করিলে তিনি নির্ভীকভাবে তাহার প্রতিবাদ

করিতে কুণ্ঠাবোধ করিতেন না। প্রথম যৌবনে তিনি একটি বক্তৃতায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসননীতির যে নির্ভীক সমালোচনা করিয়াছিলেন, তাহার বিষয় পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। লণ্ডনে প্রকাশিত 'The Asiatic Journal and Monthly Miscellany' নামক সাময়িক-পত্রে (১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে) একজন য়ুরোপীয় লেখক 'Administration of Justice in India' নামক প্রবন্ধে দক্ষিণারঞ্জনের এই বক্তৃতার আলোচনা করিয়াছিলেন, এবং আরও দুই একজন ইংরাজ লেখক তাঁহাদের গ্রন্থে এই বক্তৃতার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দক্ষিণারঞ্জনের সূক্ষ্মদর্শিতা ও রাজনীতিক জ্ঞানের প্রশংসা করিয়াছিলেন। কেহ কেহ তাঁহার নির্ভীক অভিমত বিদ্রোহসূচক বলিয়া মনে করিতেন, কিন্তু যাঁহারা তাঁহাকে বিশিষ্টভাবে জানিতেন তাঁহারা তাঁহাকে ব্রিটিশ রাজ্যের প্রকৃত বন্ধু বলিয়াই বিবেচনা করিতেন। ডিউক অব এডিনবরা যখন ভারতবর্ষে আগমন করেন,তখন দক্ষিণারঞ্জনেরই প্রস্তাবে অযোধ্যার তালুকদারগণ তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করেন এবং দক্ষিণারঞ্জনই তাঁহাদের মুখপাত্র স্বরূপ একটি অভিনন্দনপত্র পাঠ করিয়া ডিউককে প্রদান করেন। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে ফেব্রুয়ারি দিবসের 'পাইওনিয়ার' পত্রে উহার

বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। এই ঘটনার কিছুদিন পরে আমরা দেখিতে পাই যে অযোধ্যা প্রদেশের সুশাসনের ব্যবস্থার জন্য স্পষ্টবাদী দক্ষিণারঞ্জন উক্ত প্রদেশে দেশীয় প্রতিনিধি লইয়া একটি মন্ত্রিসভা প্রতিষ্ঠার জন্য নির্ভীকভাবে আন্দোলন করিতেছেন। আমরা ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই জুন দিবসের 'ইংলিশম্যান' পত্র হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া এই আন্দোলনের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিব :—

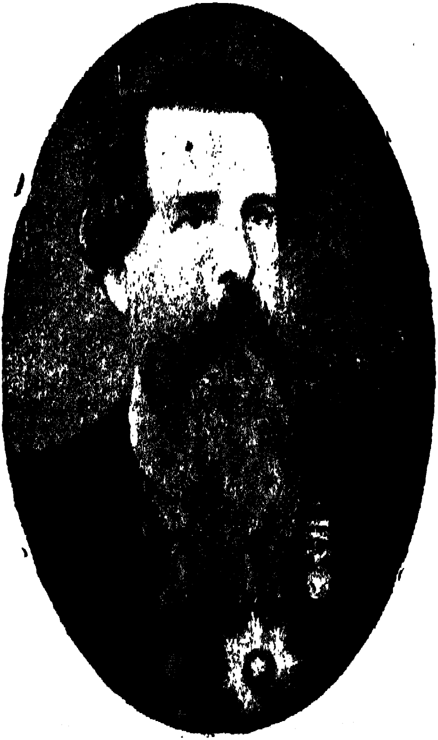
"Lucknow.—The local papers give a long and interesting account of the Proceedings of an "Indignation meeting" held in that city on the 11th. instant. Baboo Dukhinarunjun Mookerjee being unanimously voted to the chair, delivered an excellent speech, moderate in expression, but distinguished by yound sense and considerable breadth of views. He asked for the appointment of Provincial Representative Councils "composed of Govt. nominees and representatives of the

people in equal numbers. These representatives should be appointed quinquennially from the people of every district by electors possessing a reasonable property qualification, say at first, the income of Rs. 1000 per annum. It should be the business of these councils to check and examine the accounts to be furnished to them by all the Departmental Heads of the Provincial Governments, and to advise Govt. as to the proper mode of levying taxes, when the exigencies of the the State may absolutely require it. There should also be a Supreme Council, to consist of members, one half of whom should be nominated by Govt. and the other half by these Provincial Councils, *i. e.* every Provincial Council sending a member" In conclusion the Baboo moved that a petition be drawn up and addressed to the Imperial

Parliament, praying for a Royal Commission composed of Native and European gentlemen in equal numbters, to enquire into the administration of the Indian Finances and to place them on right footing for the future."

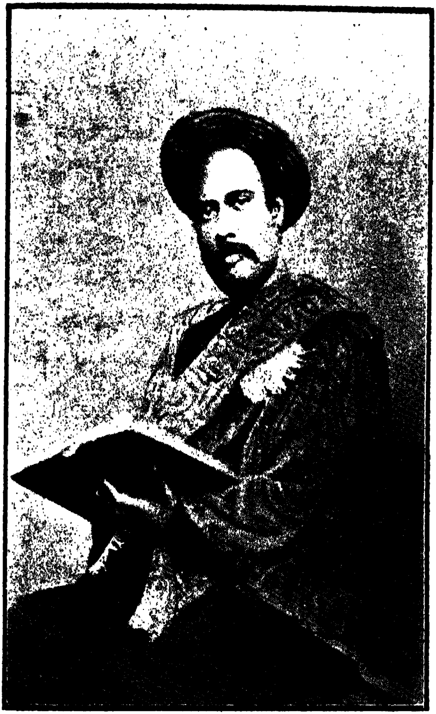
তাঁহার নির্ভীকতার আর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে।

স্যর জর্জ্জ কুপার। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে স্যর জর্জ্জ কুপার, ব্যারনেট, অযোধ্যার চীফ্ কমিশনর নিযুক্ত হন। ইনি মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার জননী ডচেস্ অব্ কেণ্টের Comptroller of the Household কর্ণেল স্যর জর্জ্জ কুপারের পুত্র এবং মহারাজ্ঞীর শৈশবসহচর ছিলেন। ইনি ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অযোধ্যার চীফ্ কমিশনরের কার্য্য করিয়া পরে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের লেফ্টেনাণ্ট গভর্ণর হন। দক্ষিণারঞ্জন ইঁহার শাসননীতির পক্ষপাতী ছিলেন না। ইংলণ্ডের রাজসভায় স্যর জর্জ্জ কুপারের অনেক হিতৈষী বন্ধু ছিলেন, তথাপি (১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই এপ্রিল দিবসের 'হিন্দু



স্যর জর্জ কুপার

পেট্রিয়টে') একজন লেখক বলেন যে,অযোধ্যায় দক্ষিণারঞ্জনের এরূপ প্রভাব ছিল যে; তিনি আপত্তি করায় স্যর জর্জ্জ প্রথমবারে এই উচ্চপদ লাভ করিতে সমর্থ হন নাই। স্যর জর্জ্জ দক্ষিণারঞ্জনের নির্ভীক স্পষ্টবাদিতা পছন্দ করিতেন না। দক্ষিণারঞ্জনের সত্যপ্রিয়তা, স্পষ্টবাদিতা ও ন্যায়পরতায় স্যার চার্লস্ উইংফীল্ড প্রমুখ সমপক্ষপাতী চীফ কমিশনরগণের এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে অনেক জটিল প্রশ্নের মীমাংসায় তাঁহারা দক্ষিণারঞ্জনের ব্যক্তিগত অভিমত গ্রহণ করিতেন। স্যর জর্জ্জের নিকট অপ্রিয় সত্য বলিলে তিনি বড়ই বিচলিত হইতেন। একবার দক্ষিণারঞ্জনের তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত 'লক্ষ্ণৌ টাইমস্' পত্রে অযোধ্যার চীফ কমিশনার স্যার জর্জ্জ কুপারের ভূমিকর সংক্রান্ত নীতির তীব্র সমালোচনা প্রকাশিত হয়। স্যর জর্জ্জ ইহাতে দক্ষিণারঞ্জনের উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন এবং এই সময়ে তাঁহাকে যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার গভীর অসন্তোষের ভাব স্পষ্ট পরিস্ফুট। পূর্ব্বেই বলিয়াছি দক্ষিণারঞ্জন মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার একজন প্রবল পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি পত্রের উত্তরে নির্ভীক ভাবে বলেন যে সংবাদ পত্রের সম্পাদকের স্বাধীন ভাবে সমালোচনা করিবার ক্ষমতা



কৃষ্ণদাস পাল

আছে এবং থাকা উচিত। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে স্যর জর্জ্জের সহিত দক্ষিণারঞ্জনের এই মনোমালিন্য হয়। এই সকল পত্র অতি গোপনীয় হইলেও দক্ষিণারঞ্জনের মৃত্যুর পর ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে ২২শে জুলাই দিবসের 'হিন্দু পেট্রিয়টে' কৃষ্ণদাস পাল সেগুলি প্রকাশিত করিয়া দেন এবং সম্পাদকীয় মন্তব্যে স্যর জর্জ্জের এই গর্হিত আচরণের নিন্দা করিয়া বলেন :—

"And these be thy gods! O Israel! Here was a representative of our Gracious Sovereign who openly insulted a liege subject, one, who had been rewarded by Government for his loyalty, who had been considered by successive Chief Commissioners of Oudh as a strong prop to the local administration, and who had expatriated himself from his own Province for the benefit of Oudh, because of some sharp criticisms in a local print, supposed to be the organ of the Raja,

regarding his official proceedings. Such is the sensitiveness of some of our rulers, and it is they who are entrusted with the delicate task of nurturing the liberty of the Vernacular Press. We cannot too highly admire the pluck which our countryman showed in asserting his right to freedom of opinion."

আমরা বাহুল্যভয়ে এই স্থলে পত্রগুলি উদ্ধৃত করিলাম না।

ইংলণ্ড গমনের সঙ্কল্প। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষের রাজস্বসম্বন্ধীয় কতিপয় জটিল প্রশ্নের মীমাংসার জন্য পার্লিয়ামেণ্টের কতিপয় সদস্য লইয়া ইংলণ্ডে একটি বিশেষ সমিতি গঠিত হয়। রাজা দক্ষিণারঞ্জন এই সমিতির সভ্যগণের নিকট সাক্ষ্য-প্রদান মানসে ইংলণ্ড গমনের সঙ্কল্প করেন। এতৎ সম্বন্ধে ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ২৫শে জুন দিবসের 'হিন্দু পেট্রিয়টে' কৃষ্ণদাস লিখিয়াছিলেন :—

"We hope the rumour is true that our energetic and enterprising countryman Raja Dukhina Ranjan Mookerjee will go to England to give evidence before the Indian Finance Commitee. As the Bengali proverb has it, it is better to have a blind uncle than no uncle, though Raja Dukhina Ranjan is quite a host in himself. If the Finance Commitee, however, want the evidence of Native Indians, they ought to depute two or three members of their body to this country for the evidence of native witnesses."

কিন্তু কোন অনিবার্য্য কারণবশতঃ দক্ষিণারঞ্জন ইংলণ্ডে গমন করিতে পারেন নাই। তাঁহার সঙ্কল্প-ত্যাগের সংবাদ ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ১৯শে ফেব্রুয়ারি দিবসের 'হিন্দু পেট্রিয়টে' এইরূপে প্রদত্ত হইয়াছিল :—

"We take the following from the *Lucknow Times.*—



মহারাণী বসন্তকুমারী

(মহারাজা স্যর যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের "মরকতকুঞ্জ" প্রাসাদে
রক্ষিত প্রাচীন তৈলচিত্র হইতে)

'We regret to hear that Raja Dukhina Ranjan Mookerjee has given up the idea of paying a visit to England and that Bengal has so nearly escaped being beaten and put to shame by the youngest of British Provinces."

পরলোক গমন। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণা-রঞ্জন পুনরায় মস্তিষ্করোগে আক্রান্ত হন এবং ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া পড়েন। মহারাণী বসন্তকুমারীর গর্ভজাত তাঁহার একমাত্র পুত্র মনোহররঞ্জনের অকাল মৃত্যুতে তিনি অত্যন্ত শোক প্রাপ্ত হন এবং ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে ১৫ই জুলাই তারিখে লক্ষ্ণৌ নগরীতে ৬৪ বৎসর বয়সে দেহ ত্যাগ করেন।

উত্তরপুরুষগণ। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, প্রথমা পত্নী জ্ঞানদাসুন্দরীর গর্ভে দক্ষিণারঞ্জনের একটি মাত্র কন্যা—মুক্তকেশীর জন্ম হয়। মুক্তকেশী দক্ষিণা-রঞ্জনের অতিশয় স্নেহের পাত্রী ছিলেন। তিনি সাতি-শয় বুদ্ধিমতী রমণী ছিলেন এবং চিত্রাঙ্কনে ও সূচিকার্য্যে





৺রঘুনন্দন ঠাকুর ও তাঁহার পরলোকগতা পত্নী মুক্তকেশী দেবী

বিলক্ষণ পারদর্শিনী ছিলেন। তিনি নানাবিধ শিল্প-কার্য্য এরূপ সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারিতেন যে, তাঁহার রচিত শিল্পকার্য্য যিনি দেখিতেন তিনিই চমৎকৃত হইতেন। আলস্য কাহাকে বলে তিনি জানিতেন না। দক্ষিণারঞ্জন যে স্থানেই অবস্থান করুন না কেন, পিতৃভক্ত কন্যা মুক্তকেশী প্রতি দিবস নিয়মিতভাবে পিতৃদেবকে প্রণামপত্র না লিখিয়া অন্য কাজ করিতেন না। দক্ষিণারঞ্জনও প্রায়ই তাঁহার প্রিয়তমা দুহিতাকে নানাবিধ উপহার সামগ্রী প্রেরণ করিতেন। স্বনামধন্য মহাত্মা হরিমোহন ঠাকুরের প্রপৌত্র ললিতমোহন ঠাকুরের পুত্র রঘুনন্দন ঠাকুরের সহিত মুক্তকেশীর বিবাহ হয়। এই বিবাহের ফলে মুক্তকেশীর তিন কন্যা ও এক পুত্র রণেন্দ্রমোহন জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল হইতে রণেন্দ্রমোহনের প্রবল ধর্ম্মানুরাগ, সত্যপরায়ণতা ও সবল সুন্দর আকৃতি দেখিয়া দক্ষিণারঞ্জন পরম প্রীতি অনুভব করিতেন এবং আদর করিয়া রণেন্দ্রমোহনকে 'রণজিৎ' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। রণেন্দ্রমোহন 'বাঙ্গালার লিগুহার্ষ্ট' প্রসন্নকুমার ঠাকুরের অন্যতমা প্রদৌহিত্রী শ্রীমতী সুলাজিনী দেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ইঁহার একমাত্র কন্যা শ্রীমতী লীলা দেবীর সহিত মাননীয়



শ্রীযুক্ত রণেন্দ্রমোহন ঠাকুর



শ্রীমতী সুলাজিনী দেবী

বিচারপতি শ্রীযুক্ত স্যর আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান আর্য্যকুমারের বিবাহ হইয়াছে।

মহারাণী বসন্তকুমারীর গর্ভে দক্ষিণারঞ্জনের একমাত্র পুত্র মনোহররঞ্জন জন্মগ্রহণ করেন। কান্যকুব্জ দেশীয় হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ কাশীরাম শুকুলের কন্যা রামকুমারী দেবীর সহিত তাঁহার পুত্রের বিবাহ দিয়া দক্ষিণারঞ্জন সমাজ-সংস্কার-সম্বন্ধে তিনি যে স্বাধীন মত পোষণ করিতেন তাহার পরিচয় দেন। এই বিবাহের ফলে মনোহররঞ্জনের দুই কন্যা প্যারীকুমারী ও মানসুন্দরী এবং এক পুত্র ভুবনরঞ্জনের জন্ম হয়। দক্ষিণারঞ্জন এক বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের কন্যার সহিত ভুবনরঞ্জনের বিবাহ দেন। ভুবনরঞ্জনই দক্ষিণারঞ্জনের বিষয়াদির উত্তরাধিকারী হন। ইনি কিছুকাল হইল ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইঁহার কোনও পুত্র সন্তান হয় নাই। শুনিয়াছি ইঁহার এক কন্যা জীবিতা আছেন।

দক্ষিণারঞ্জনের ভ্রাতৃগণের মধ্যে একমাত্র শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ই জীবিত আছেন। ইনি কিছুকাল রেওয়ার মহারাজার প্রাইভেট সেক্রেটারী এবং পরে তাঁহার দেওয়ান ছিলেন—এক্ষণে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। ইঁহার বয়ঃক্রম এক্ষণে প্রায় ৮৫ বৎসর।



৺ভুবনরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

ইঁহার দুই পুত্র—নিত্যরঞ্জন ও নৃসিংহরঞ্জন। নিত্যরঞ্জনের পুত্র শ্রীযুক্ত নিখিলরঞ্জন এবং শ্রীযুক্ত নৃসিংহরঞ্জন বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের অধীনে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের কার্য্যে নিযুক্ত আছেন।

ধর্ম্ম-বিশ্বাস। দক্ষিণারঞ্জনের ধর্ম্ম-বিশ্বাস সম্বন্ধে আমাদের পক্ষে কোন কথা বলা বড় কঠিন। সুতরাং এ সম্বন্ধে আমরা কিছু বলিব না। তবে স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয়, তদীয় আত্মচরিতে এই সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা এ স্থলে উদ্ধারযোগ্য :—

"দক্ষিণাবাবু বিখ্যাত ডিরোজিও সাহেবের ছাত্র ছিলেন। ইহা সকলেই জানেন যে ডিরোজিওর ছাত্রেরা অত্যন্ত ইংরাজী ভাবাপন্ন লোক। কিন্তু দক্ষিণারঞ্জন অযোধ্যায় গিয়া টিকি রাখিয়া পরম হিন্দুর ন্যায় ব্যবহার করিতেন। তিনি তথাকার একটী ব্রাহ্মণের কন্যার সহিত আপনার পুত্রের বিবাহ দিতে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। ঐ পুত্র উঁহার ঔরসে ও উঁহার বিবাহিত বর্দ্ধমানের বিখ্যাত বিধবা রাণী বসন্তকুমারীর গর্ভে হয়। আমি যে তিন সপ্তাহ তাঁহার ওখানে অতিথিস্বরূপ থাকি, আমি এক ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন করি। ঐ ব্রাহ্মসমাজ লক্ষ্ণৌয়ে সংস্থাপিত প্রথম ব্রাহ্মসমাজ। কিন্তু আমি উহা ব্রাহ্ম-



পুত্রপৌত্রাদি পরিবেষ্টিত শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

সমাজ নাম দিয়া সংস্থাপন করি নাই, অন্য একটী নাম দিয়া উহা সংস্থাপন করি। ঐ উপলক্ষে অনেক লোক আমার নিকট গমনাগমন করিত। একদিন দক্ষিণাবাবু আমাকে বলিলেন যে 'তুমি জান তোমার উপর আমি গোয়েন্দা রাখিয়াছি। তুমি যাহা কর তাহার রিপোর্ট তাহারা আমাকে দেয়। এজন্য রাখিয়াছি পাছে পাগ্‌লা undo the work I have done in Oudh অর্থাৎ অযোধ্যায় হিন্দু হইয়া আমি যে কাজ করিয়াছি ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনরূপ অহিন্দু কার্য্য দ্বারা পাগলা তাহার বিলোপ সাধন না করে।' আমি তদুত্তরে বলিলাম যে 'কেবল আমি পাগল নহি, আপনিও কিঞ্চিৎ পাগল। আপনি পাগল না হইলে ক্যানিং কলেজ ও British Indian Association সংস্থাপন করিতে পারিতেন না।' দক্ষিণা বাবু ব্রাহ্ম ছিলেন কিন্তু তিনি রামমোহন রায়ের সময়ে ব্রাহ্মসমাজে যেমন কেবল উপনিষদ্ পাঠ ও সঙ্গীত হইত কেবল তাহাই হওয়া কর্ত্তব্য এমন মনে করিতেন। আমাদের ব্রাহ্মসমাজকে অহিন্দু ব্রাহ্মসমাজ জ্ঞান করিতেন। কিন্তু এ বিষয়ে তাঁহার ভ্রম ছিল। যখন আমরা সকল হিন্দুশাস্ত্র হইতে সংগৃহীত ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থকে প্রধান ধর্ম্মগ্রন্থ মনে করি এবং প্রচুর পরিমাণে বৈদিক বাক্য অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মোপাসনা কার্য্য সম্পাদন করি তখন আমরা কি প্রকারে অহিন্দু হইলাম? দক্ষিণারঞ্জন উপনিষদ্‌কে এত মান্য করিতেন কিন্তু আমাদিগের ন্যায় বেদের প্রত্যাদেশে বিশ্বাস করিতেন না। লক্ষৌতে একবার কোন সাহেবের সহিত ধর্ম্মবিষয়ে কথোপকথনের সময় তিনি

গোমতীর অপর পারস্থ প্রকৃতিপটের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন 'Here is the Brahmin Bible.' তিনি বলিতেন 'বেদের অর্থ জ্ঞান। জ্ঞানই ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ।' কিন্তু উপনিষদের প্রতি তাঁহার বিশেষ ভক্তি ছিল এবং উপনিষদ্ই ব্রাহ্মসমাজের প্রধান ধর্ম্মগ্রন্থ হওয়া কর্ত্তব্য এমন মনে করিতেন। তাঁহাকে ঔপনিষদিক ব্রাহ্ম বলিলে হয়। প্রণবের প্রতি আমাদের যেরূপ শ্রদ্ধা দক্ষিণা বাবুর সেইরূপ শ্রদ্ধা ছিল। তিনি যখন সদর দেওয়ানী আদালতে ওকালতি করিতেন তখন তাঁহার চাপরাসীদিগকে ওঁ অঙ্কিত তক্‌মা পরিধান করাইতেন। সিপাহীবিদ্রোহের পর যখন মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভারত রাজ্যের ভার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হস্ত হইতে লইয়া নিজ হস্তে গ্রহণ করিলেন তখন সেই উপলক্ষে এক ঘোষণাপত্র বাহির করেন। যেদিন ভারতবর্ষের প্রত্যেক নগর ও উপনগরে ঐ ঘোষণাপত্র ঘোষিত হয় সেইদিন মহামহোৎসব হইয়াছিল। সেই উৎসবের দিনে দক্ষিণারঞ্জন বাবু ব্রাহ্মসমাজ করিয়া মহারাণীর প্রতি ঈশ্বরের শুভাশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করেন। উক্ত ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যবৃত্তান্ত ও উপাসনা যে পুস্তকে ছাপা হইয়াছিল, সেই পুস্তকের একখণ্ড লক্ষ্ণৌয়ে অবস্থিতি কালে আমাকে প্রদান করিয়াছিলেন। তাহা আমি যত্ন পূর্ব্বক রাখিয়া দিয়াছি।"

চরিত্র। রাজা দক্ষিণারঞ্জনের জীবনের প্রধান ঘটনাগুলি সংক্ষেপে বিবৃত হইল। দক্ষিণা-

রঞ্জন বিদ্বান, বুদ্ধিমান, বদান্য, বন্ধুবৎসল, পরোপকারী, স্বাধীন-প্রকৃতিক, নির্ভীক ও স্পষ্টবাদী পুরুষ ছিলেন। তিনি অকৃত্রিম স্বদেশহিতৈষী ছিলেন এবং স্বার্থ-সিদ্ধির উদ্দেশ্যে কখনও দেশবাসীর ন্যায্য রাজনীতিক অধিকার-লাভের প্রয়াস হইতে বিরত হন নাই। রাজনীতিতে তাঁহার সমসাময়িকগণের মধ্যে তিনি অতি উচ্চ স্থান অধিকৃত করিয়াছিলেন। অযোধ্যা-প্রদেশের কুসংস্কারান্ধ বিলাসী অভিজাতসম্প্রদায়ের অপব্যবহৃত শক্তিনিচয় অনন্য-সাধারণ দক্ষতা-সহকারে সম্মিলিত করিয়া সেই কেন্দ্রীভূত শক্তিকে তিনি দেশহিতের কল্যাণময় পথে পরিচালিত করিয়া যে রাজনীতিক প্রতিভা ও গভীর স্বদেশবাৎসল্যের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন তাহা আমাদের বিস্ময়ের ও শ্রদ্ধার উদ্রেক করে। লক্ষ্ণৌয়ের তালুকদার সভা তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভস্বরূপ। এই সভা হইতে তিনি অযোধ্যার নেতৃবর্গকে যে রাজনীতিক শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন, সেই শিক্ষা না পাইলে সিপাহী-যুদ্ধের পর অযোধ্যাপ্রদেশে এত শীঘ্র শান্তি, শৃঙ্খলা, সন্তোষ ও রাজভক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হইত কি না সন্দেহ। বিধিসঙ্গত উপায়ে কিরূপে রাজনীতিক আন্দোলন করিতে হয় দক্ষিণারঞ্জনই অযোধ্যাবাসীকে তাহা প্রথমে শিখাইয়া-

ছিলেন। তাঁহার ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন দেখিয়া মাননীয় স্যর্ চার্লস ট্রেভেলিয়ান একবার বিস্মিত হইয়া বলিয়াছিলেন—"দক্ষিণারঞ্জন! এ যে দেখিতেছি আপনার পার্লিয়ামেণ্ট!" দক্ষিণারঞ্জনের রাজনীতিক জ্ঞান ও কর্ম্মনিপুণতার সুখ্যাতি এতদূর বিস্তৃতিলাভ করিয়াছিল যে, একবার ইন্দোরের মহারাজ হোলকার তাঁহাকে তাঁহার মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু কোন অপ্রকাশ্য কারণ বশতঃ দক্ষিণারঞ্জন এই পদ গ্রহণ করেন নাই।

সিপাহী যুদ্ধের পর য়ুরোপীয়গণ এতদ্দেশীয়দিগের প্রতি নানা কারণে অসন্তুষ্ট ও বিদ্বেষপরায়ণ হন। দক্ষিণারঞ্জন উভয় জাতির মধ্যে যে মনোমালিন্য ছিল তাহা দূর করিতে যথোচিত চেষ্টা পাইয়াছিলেন এবং সফলকামও হইয়াছিলেন। স্যর রোপার লেথব্রিজ একস্থানে দক্ষিণারঞ্জন সম্বন্ধে লিখিয়াছেন : "He did much to remove the racial antipathies between the English and the Indians."

সংবাদপত্রের দ্বারা দেশের মহদুপকার সাধিত হইয়া থাকে, এই সত্য উপলব্ধি করিয়া দক্ষিণারঞ্জন আজীবন সংবাদপত্রের দ্বারা লোকশিক্ষাপ্রচার ও লোকমতগঠনে যথাসাধ্য চেষ্টা পাইয়াছিলেন।

'জ্ঞানান্বেষণ' 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর,' 'সমাচার হিন্দুস্থানী,' 'লক্ষ্ণৌ টাইম্‌স্,' প্রভৃতি সংবাদপত্রের সম্পাদনের জন্য তিনি প্রভূত পরিশ্রম ও যথেষ্ট অর্থব্যয় করিয়াছিলেন।

বাল্যকাল হইতে ডেবিড্ হেয়ার, হেন্‌রি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও, আলেক্‌জাণ্ডার ডফ্, ড্রিঙ্ক-ওয়াটার বেথুন প্রভৃতি মহাত্মার সহবাসনিবন্ধন শিক্ষাবিস্তারের জন্য দক্ষিণারঞ্জনের বরাবরই অসীম আগ্রহ ছিল। ক্যানিং কলেজ তাঁহার অন্যতম অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভ। ইংলণ্ডে গমন করিয়া এ দেশের ছাত্রগণ প্রতীচ্য সাহিত্য-বিজ্ঞানাদিতে উত্তম শিক্ষাপ্রাপ্ত হয় ইহা তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল। মিষ্টার বি. দে'কে ইংলণ্ডে শিক্ষা লাভ করিবার জন্য তিনি যে অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। শুনিয়াছি, ৺রাজকুমার সর্ব্বাধিকারীকে তিনি একবার নিজব্যয়ে ইংলণ্ডে পাঠাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন ; কিন্তু রাজকুমারবাবু এই প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। তাঁহার চরমপত্রে দক্ষিণারঞ্জন এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার পৌত্র ভুবনরঞ্জন এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে ইংলণ্ডে উচ্চ শিক্ষালাভের জন্য প্রেরিত হইবেন।



ডেবিড্ হেয়ার, দক্ষিণারঞ্জন ও তাঁহার একজন সহপাঠী

(হেয়ার স্কুলে রক্ষিত প্রাচীন তৈলচিত্র হইতে)

সমাজ-সংস্কারে দক্ষিণারঞ্জন ডিরোজিওর শিষ্যগণের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন। এতদ্দেশে স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তারের তিনি অন্যতম পুরোহিত ছিলেন। অযোধ্যার রাজপুত-গণের মধ্যে প্রচলিত শিশুকন্যাহত্যার প্রথা তাঁহারই চেষ্টায় নিবারিত হয়। বিধবা-বিবাহ, অসবর্ণ-বিবাহ প্রভৃতি বিষয়ে তিনি যে সকল মত পোষণ করিতেন, তাহার সহিত তাঁহার সমসাময়িক ও বর্ত্তমান হিন্দু সমাজের সহানুভূতি না থাকিলেও, তাঁহার মতের স্বাধীনতা, নির্ভীকতা, উদারতা ও আন্তরিকতা প্রশংসার যোগ্য।

কেহ কেহ বলেন, দক্ষিণারঞ্জনের ব্যক্তিগত চরিত্র নির্ম্মল ছিল না। কিন্তু সে কথার আলোচনায় এখন কাহারও কোনই লাভ নাই। এ সম্বন্ধে এক যুগের লোকের পক্ষে অপর যুগের লোককে বিচার করাও বড় কঠিন ব্যাপার। আজ আমরা যে কার্য্য, যে আচরণকে দোষাবহ জ্ঞান করিতেছি, আমা-দের পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের লোকরা সে কার্য্য সে আচরণকে হয়ত তদ্রূপ মনে করিতেন না। আবার, আজ আমা-দের মতে যে কার্য্য প্রশংসার যোগ্য, হয়ত আমাদের বংশধরগণ তাহাকেই নিন্দার বিষয় বলিয়া মনে করি-বেন। তদ্ভিন্ন, এ কথাও ভুলিলে চলিবে না যে, দেশ-

কালপাত্রের সমস্ত কুপ্রভাব অতি অল্প লোকই অতিক্রম করিতে পারেন। কিন্তু যদি কোনও দোষই থাকে,

"একো হি দোষো গুণসন্নিপাতে
নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেষ্বিবাঙ্কঃ।"

বহুগুণসন্নিপাতস্থলে অল্প দোষ, চন্দ্রের কলঙ্কবৎ গণ্য করাই মহতের অভিপ্রেত। দক্ষিণারঞ্জনের প্রগাঢ় বিদ্যানুরাগ, অবিচলিত অধ্যবসায়, অনন্যসাধারণ সাহস ও তেজস্বিতা, মহীয়সী উৎসাহশীলতা এবং সর্ব্বোপরি গভীর স্বদেশপ্রেম—যে সকল সদ্‌গুণে তিনি দেশে ও বিদেশে অক্ষয় কীর্ত্তি সংস্থাপিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহা সকলেরই অনুকরণের যোগ্য।

উপসংহার। দক্ষিণারঞ্জনের চরিতালোচনা করিলে আমরা এই শিক্ষা লাভ করি যে, স্বদেশকে যথার্থ ভালবাসিলে, নিঃস্বার্থভাবে স্বদেশ ও স্বজাতির সেবা করিলে, একজন ব্যক্তি একক ও নিঃসহায় হইলেও দেশের অনেক মঙ্গল সাধিত করিতে পারেন। আমরা এই শিক্ষা লাভ করি যে, ইন্দ্রের ন্যায় অমিত-তেজা রাজারও বজ্রশক্তি দধীচির ন্যায় নিঃস্বার্থ স্বদেশ-প্রেমিকের অস্থির মধ্যে নিহিত আছে।

দক্ষিণারঞ্জনের জীবন-কথার আলোচনা করিলে আমরা আর একটি উপদেশ লাভ করি। সে উপদেশ

I received a Telegram
that is come from H. H. the
Maharaja of Vizianagaram
If you will send me the
Receipt of H H's message
I will complain to the Tele-
-graph authorities about
this case. Please convey to
H. H. my respectful commenda-
-tions and show him this note
and oblige

With affectionate regards
I remain

Your loving brother

Dukhina Runjun Mookerjee

রাজা দক্ষিণারঞ্জনের ইংরাজি হস্তাক্ষর।

আমাদের দেশে নূতন নহে। সে উপদেশ বহুকাল হইতে বহু উপদেষ্টার নিকট বহুবার বহুপ্রকারে আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি; অথচ চিরদিনই আমরা সে উপদেশ উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছি। ভারতবর্ষের বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়কে, ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধীয় আচার ব্যবহারাদির বিষম বৈষম্য সত্ত্বেও যে স্বদেশ-প্রেমের সূত্রে সংহত ও একীকৃত করা যাইতে পারে, এবং এই ঐক্যের দ্বারা দেশের অশেষবিধ কল্যাণ সাধিত হইতে পারে, 'অযোধ্যার সৌভাগ্যের পুনর্জ্জন্ম-দাতা' বাঙ্গালী রাজা দক্ষিণারঞ্জন তাহা দেখাইয়াছিলেন। সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষের পুণ্য তপোবন হইতে উদাত্তস্বরে যে মহামন্ত্র উচ্চারিত হইয়াছিল, স্বদেশপ্রেমিক দক্ষিণারঞ্জনের দেশহিতার্থোৎ-সৃষ্টজীবন ঋগ্বেদোক্ত সেই মন্ত্র পুনরায় আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেয়:—

"সমানী ব আকূতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ।
সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি ॥"

"তোমাদিগের অভিপ্রায় এক হউক, হৃদয় এক হউক, তোমাদিগের মন এক হউক, তোমরা যেন সর্ব্বাংশে সম্পূর্ণরূপে ঐক্যলাভ কর।"

সমাপ্ত

মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ



শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ, M.A., F.S.S., F.R.E.S. বিরচিত।

প্রসিদ্ধ সাহিত্য-সেবক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ লিখিত
বিস্তৃত ভূমিকা ও বাঙ্গালার প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের
১৯ খানি হাফটোন চিত্র সম্বলিত।

মূল্য এক টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান :—২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটে
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকানে, ও
৯০ শ্যামবাজার ষ্ট্রীটে গ্রন্থকারের নিকট।

পুস্তক সম্বন্ধে অভিমত।

স্যর্ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর :—"An excellent book to read."

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি ঃ—"আপনার 'কালীপ্রসন্ন সিংহ' বাঙ্গালীর একটা কলঙ্ক মোচন করিল। গতযুগে কালী-প্রসন্ন বাঙ্গালীর জন্য যাহা করিয়া গিয়াছেন, আমরা তাহা জানিতাম না। আপনি অক্লান্ত পরিশ্রমে কালীপ্রসন্ন সম্বন্ধে নানা তথ্যের উদ্ধার করিয়া বাঙ্গালীকে তাঁহার পরিচয় দিয়াছেন। কেবল গাল-গল্পের আশ্রয়ে কেতাবের কলেবর বৰ্দ্ধিত না করিয়া প্রমাণপ্রয়োগসহকারে আপনি কালীপ্রসন্নের জীবন কাহিনী বিবৃত করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যে যে আদর্শের সৃষ্টি করিলেন, আশা করি, তাহা ব্যর্থ হইবে না। আপনার অনুসন্ধিৎসা, তথ্যনির্ণয়ের চেষ্টা ও সত্যপরায়ণতা প্রশংসনীয়।"

'অশ্রু-কণা'র কবি শ্রীমতী গিরীন্দ্র-মোহিনী দাসী লিখিয়াছেন :—

"তোমার বই পেয়েছি। * * * কালীপ্রসন্ন সিংহকে আমরা খুব ভালরকম জানিতাম। যাই হোক তুমি তাঁর সম্বন্ধে সাধারণের অনেক অজ্ঞাতপূর্ব্ব তথ্য উদ্ধার করিয়া কেবল মাত্র অনুসন্ধিৎসার পরিচয় দাও নাই,

বাঙ্গালীর মুখ রাখিয়াছ। তোমার রচনার ভঙ্গিটীও জীবনী-সাহিত্যের সম্পূর্ণ অনুকূল, এবং তাতে গ্রন্থের গাম্ভীর্য্য ও উপাদেয়তা অনেক পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছে। সাময়িক সাহিত্যে তোমার অন্য রচনাও দেখিয়াছি এবং তাহাতে আমার এই মত বদ্ধমূল হইয়াছে। সাহিত্যের যে বিভাগের ভারে নিজেকে নিয়োগ করিয়াছ, তাহা খুব দায়িত্বপূর্ণ এবং অনুরূপ দায়িত্ববোধ তোমার আছে দেখিয়া প্রীত হইলাম। জীবনী লিখিতে হইলে স্পষ্টবাদিতার সঙ্গে প্রিয়ভাষিতার, এবং সমালোচনার সঙ্গে সমানুভূতির মূল্য যে তুল্য ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে তোমার লেখার যেমন ওজন ঠিক আছে—সেরূপ না হইবার কারণ থাকে না। * * * আশীর্ব্বাদ করি যশোলক্ষ্মী তোমায় বরণ করুন।

'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে' পঠিত "১৩২২ বঙ্গাব্দের বঙ্গসাহিত্যের বিবরণ" শীর্ষক প্রবন্ধে **পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ** মহাশয় জীবনবৃত্তান্ত বিষয়ক গ্রন্থাদির আলোচনাপ্রসঙ্গে বলেন :—

"এ বিভাগের ২০ খানি গ্রন্থের মধ্যে নাম করিবার মত গ্রন্থ বাহির হইয়াছে দুই খানি। একখানি শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ লিখিত 'কালীপ্রসন্ন সিংহের জীবনী',

অপরখানির নাম স্বামী সারদানন্দ সঙ্কলিত 'শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণ প্রসঙ্গ'। 'কালীপ্রসন্ন সিংহের জীবনী' এই বিভাগের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছে।"

মানসী ও মর্ম্মবাণী:—গ্রন্থখানি পাঠ করিলে বুঝা যায়, ইহা প্রণয়ন করিবার জন্য পুরাতন কাগজপত্র ঘাঁটিয়া লেখককে যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। তাঁহার অনুসন্ধিৎসা, সত্যপ্রিয়তা ও শ্রম-সহিষ্ণুতা বিশেষ প্রশংসাযোগ্য। ইহাতে অনেক তথ্য আছে, যাহা বাঙ্গালী পাঠকের নিকট নূতন।

ভারতবর্ষঃ—অতি উপযুক্ত ব্যক্তিই এই কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। সিংহমহাশয়ের জীবন-কথা সংগ্রহ করা যে ক্রমেই কঠিন হইয়া পড়িতে-ছিল, তাহা আমরা বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলাম; কিন্তু মন্মথ বাবু অক্লান্ত পরিশ্রম, যত্ন ও চেষ্টা করিয়া এই মহাত্মার জীবনের অনেক, মনে হয় ত প্রায় সমস্ত বিবরণই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং তাঁহার ন্যায় শিক্ষিত ও একনিষ্ঠ যুবকের পক্ষেই ইহা সম্ভবপর হইয়াছে। আমরা এই সুন্দর জীবন-চরিত লেখককে সাদরে অভিনন্দন করিতেছি।

প্রবাসীঃ—বর্ত্তমান গ্রন্থের রচয়িতা কালী-প্রসন্ন সিংহের যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহাতে তাঁহাকে শুধু পণ্ডিত কিম্বা বদান্য ধনী বলিয়া মনে

হয় না। পরন্তু মনস্বী স্বদেশপ্রেমিক ও তেজস্বী সমাজসংস্কারক, বিচক্ষণ রাজনৈতিক, শক্তিধর সংবাদ-পত্র সম্পাদক, সুরসিক লেখক, নাট্যকলানুরাগী অভিনেতা বলিয়া তাঁহার পরিচয় পাই। গ্রন্থকার এই জীবন-চরিতখানিতে কালীপ্রসন্ন ও তাঁহার সম-সাময়িক বহু খ্যাতনামা ব্যক্তির সম্বন্ধে নানা স্থল হইতে প্রচুর জ্ঞাতব্য তথ্য সংগ্রহ করিয়া ধন্যবাদ-ভাজন হইয়াছেন।

জন্মভূমি ঃ—মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ মহো-দয়ের জীবনী এতদিন লিখিত অথবা প্রকাশিত হয় নাই, ইহা অপেক্ষা বাঙ্গালীর জাতীয় কলঙ্কের কথা আর কি হইতে পারে? শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ মহাশয় এতদিন পরে অসীম অধ্যবসায় ও পরিশ্রম সহকারে স্বর্গীয় মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের জীবনী প্রকাশ করিয়া বাঙ্গালীর জাতীয়কলঙ্ক মোচন করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। আশা করি এ পুস্তকের সর্ব্বত্রই সমাদর হইবে, আমরা পুস্তকখানি পাঠ করিয়া প্রভূত আনন্দ লাভ করিয়াছি।

ভারতী ঃ—ইহাতে লেখকের চরিত-রচনা-কৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়। লেখকের সংগ্রহ নিপুণ, সমাবেশ শক্তি নিপুণতর। রচনায় প্রাঞ্জলতা আছে, লেখার গুণে রচনাটিতে লেখক প্রাণসঞ্চার

করিতে পারিয়াছেন। শুধু ঘটনার কাটামোটুকু ধরিয়া দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই—কালীপ্রসন্নের উদার মহান্ হৃদয়ের পরিচয়ও তিনি দিতে পারিয়াছেন, অথচ তাহারই মধ্য দিয়া বাঙ্গালার অতীত যুগের একটি মনোজ্ঞ ছবি দিব্য ফুটিয়া উঠিয়াছে।

যমুনা ঃ—লেখকের ভাষা মার্জ্জিত, গম্ভীর, অথচ প্রাণস্পর্শী। তাঁহার এই রচনার গুণে কালী-প্রসন্ন-চরিত্রের বিভিন্ন অংশ উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। পুস্তকখানির আর একটি প্রধান গুণ ইহাতে উচ্ছ্বাস ও বাজে কথার স্থান নাই। মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সম্বন্ধে যেটুকু যেভাবে বলা আবশ্যক, লেখক সেইটুকু সেইভাবেই বেশ গুছাইয়া বলিয়াছেন।

বসুমতী (দৈনিক ও সাপ্তাহিক) ঃ—* * * * বাঙ্গালীর কলঙ্ক কালীপ্রসন্নের জীবনে-চরিত এতদিন লিখিত হয় নাই। * * * এতদিন পরে বিস্মৃত প্রায় পুরাতন গ্রন্থাদি সন্ধান করিয়া অসাধারণ ধৈর্য্য ও দক্ষতা সহকারে উপকরণ সংগ্রহ ও সজ্জিত করিয়া মন্মথবাবু বাঙ্গালীর সে কলঙ্ক মোচন করিয়াছেন। * * * মন্মথবাবুর ভাষা ওজস্বিনী, এবং লিখিবার প্রণালীও নূতন ধরণের; চরিতকথা লিপিবদ্ধ করিতে হইলে যেরূপ ভাষা ও লিখনপদ্ধতির অনুসরণ করা আবশ্যক

মন্মথবাবুর পুস্তকের ভাষা ও পদ্ধতি তদনুরূপই হইয়াছে। * * * ছাপা কাগজও উত্তম।

বঙ্গবাসী ঃ—"* * * সিংহ মহাশয়ের অনেক কীর্ত্তি-কথাই গ্রন্থকার ঘোষ মহাশয় ইহাতে বিন্যস্ত করিয়াছেন। * * * ঘটনা-বিন্যাস সুশৃঙ্খলাবদ্ধ ও পরিপাটী। * * * বঙ্গসাহিত্যানুরাগী ব্যক্তির পক্ষে এ গ্রন্থ নিশ্চয়ই সংগ্রহের এবং পাঠের যোগ্য।"

হিতবাদী ঃ—"* * * মন্মথবাবুর ভাষা ওজস্বিনী * * * গ্রন্থকার বিষয় নির্ব্বাচনে এ পুস্তকে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। প্রয়োজনীয় কথা ভিন্ন বাজে গালগল্প তুলিয়া গ্রন্থকলেবর পূর্ণ করেন নাই।"

দর্শক ঃ—গ্রন্থকারের সরস লেখনীর গুণে আলোচ্য গ্রন্থখানি যেমন সুখপাঠ্য হইয়াছে, গ্রন্থমধ্যে যে সকল অত্যাবশ্যক জ্ঞাতব্য বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে, গ্রন্থের মুদ্রণকার্য্য যেরূপ সুন্দর হইয়াছে, গ্রন্থের কলেবর চিত্রাবলী দ্বারা যেরূপে সুসজ্জিত করা হইয়াছে, তাহাতে মূল্যের অনুপাতে গ্রন্থখানি অতি সুলভ বলিয়া অনুমান করা যায়। এই গ্রন্থখানি পাঠ করিলে সেকালের সামাজিক, রাজনীতিক ও অন্যান্য অনেক বিবরণ জানিতে পারা যাইবে। আমরা এই গ্রন্থের বহুল প্রচার আশা করি।

THE HINDOO PATRIOT :—Babu Manmatha-nath Ghose, whose edition of the Life and Writings of his eminent grand father, the late Babu Grish Chunder Ghose (of "Bengalee" fame) signifies the discharge of a domestic-cum-public duty, has now placed before his countrymen the life-history of another genius of his generation. The book before us contains a good deal which brings to the knowledge of the present generation much that ought to be known of Kaliprasanna but was not.

THE BENGALEE :—We must first acknowledge our debt of gratitude to Babu Manmatha-nath Ghosh, a chip of the old block, Babu Grish Chunder Ghose, the founder of the BENGALEE and its first Editor, for telling us for the first time the life-story of this true-hearted Bengalee. There are so many thrilling incidents related with becoming grace and dignity in the book under review that we do not know which to choose and which to omit. The author is a true student of the subject, otherwise he could not have brought together those features of his character that are calculated to give a true insight into the man. * * * * The author has supplied a long-felt want, he has discharged a national duty, he has presented to us the true proportions of one of the great creators of self-

conscious Bengal and we hope our country-men will justly reward his noble and patriotic efforts by making it a point to learn firsthand from his book what this ardent nationalist on whom he has rightly used his excellent literary ability is really like. The book, rich in anecdotes and illustrations is priced at Re. 1 only.

The Amrita Bazar Patrika :—It contains within a small compass a connected story of this short but eventful life, constructed out of materials deligently collected by the author himself and presented in a clear and lucid style The work is a real labor of love and will be found, as such, to be an eminently readable one. * * * Babu Manmathanath Ghose has by writing this biography, paid a long-standing debt which Bengal owed to this illustrions son of hers. We wish his work an eminent success. Both the printing and the get-up have been excellent and the book has also been enriched by copious illustrations of the forefathers of the hero as well as of his celebrated contemporaries.

I. THE LIFE OF GRISH CHUNDER GHOSE, the Founder and First Editor of "The Hindoo Patriot" and "The Bengalee."

By One who knew him Edited by his grandson Manmathanath Ghosh, M, A.

Royal Octavo. cloth, 239 pages with 4 illustrations
Price Rs. 2/8 only

II. Selections from the Writings of GRISH CHUNDER GHOSE, the Founder and First Editor of "The Hindoo Patriot" and "The Bengalee".

Edited by his grandson Manmathanath Ghosh M. A.

Royal Octavo, cloth 693 pages with Facsimile of handwriting Price Rs 5 only.

Te be had of—

The Editor,—90, Shambazar Street,
Calcutta.

Messrs. Thacker, Spink & Co.,—
The Esplanade, Calcutta.

Messrs. S. C. Auddy & Co.—
58, Wellington Street, Calcutta.

The Indian Publishing House
22, Cornwallis Street, Calcutta.

OPINIONS.

The late Sir Henry Cotton, K. C. S. I., wrote : "I have been reading with very great interest your life of your grandfather which you so kindly sent me. Among other things it is one of the best records of Calcutta life during its most interesting period that I have come across."

"I feel the greatest admiration for the general character of your grandfather's writings and for the high moral tone and political insight they display. They amply confirm the impression I have always entertained of his ability and literary gifts and show how great was the loss Bengal sustained by his premature death."

Sir Gooroo Dass Banerjee Kt. M A. D. L, D. SC, writes : "You have done well in presenting to the public an account of the life and writings of that distinguished scholar and journalist, who was one of the recognised leaders of educated Bengalee Society and who was loved and respected by all his countrymen, Your book will, I am sure, be read with interest by everyone who has the welfare of Bengal at heart."

"You have done good service to Anglo-Indian literature and to educated Indians by rescuing from oblivion and placing within easy reach

the valuable writings of your worthy grandfather, valuable as much for the variety of important matter they deal with, as for the beauty of the forcible diction in which they are couched."

The Hon'ble Mr. Surendra Nath Banerjea, writes in the 'Bengalee': "The biography which is before us is the record of a noble life, devoted to the service of the Government and that of his country. Work was the motto of Grish Chunder's life; and if he had been spared, for he died at the early age of forty, there were vast potentialities of usefulness before him which lay unfulfilled. In his public as well as in his private life he exhibited those qualities of amiability combined with strength and of unselfish devotion which are the crowning attributes of individuals and communities. The memory of such a man needs to be preserved as a precious treasure of the nation We know of no memorial that has been raised in his honor. But his work will live, and this Biographical sketch which is before us will remind the present generation of the golden qualities of one who toiled for them but who, cut off in the prime of life, was not destined to reap the fruits of his labour"

* * * * *

"BABU MANMATHA NATH GHOSH, M. A, grandson of the late Babu Grish Chunder Ghose, the founder and first Editor of the Hindoo Patriot and the Bengalee, has done well by publishing the big volume before us, containing selections from the writings of his illustrious grandfather. The contents of the volume will prove a mine of interesting and useful information to every student of Indian history during the third quater of the 19th century from 1850 to 1869, a period of momentous events which have to no inconsiderable extent shaped our modern religious, social and political life. The selections convey a fair idea of the wonderful vigour and fertility of the writer's pen, the exhilarating freshness of his humour, the strength of his moral fibre and the loftiness of his ideals. Every specimen is stamped with the impress of an unmistakable individuality and reveals one or other of the thousand and one facets of a mind of uncommon brilliancy."

The Hindu Patriot Says. The materials of the memoir seem to have been collected with industry and worked up with judicious care. The life is written in an engaging style and bristles with interest from cover to cover.

The volume of selections from Grish Chunder's writings, which Babu Manmathanath has also brought out is a fitting supplement to the life. It is, as it were, the text to which the life furnishes the index. The selections as a whole are calculated to provide profitable reading to the present day public, as being the faithful chronicles of the time they represent.

Both the Volumes are neatly got up and they should form a valuable addition to the stock of "reference" literature in Bengal."

THE INDIA (London) says : Memories of Calcutta journalism in its early days are revived by the life of Grish Chunder Ghose, the founder and first editor of two leading Indian papers "The Hindoo Patriot" and "the Bengalee." * * * Grish Chunder was a member of a well-known Calcutta family and belonged to a group of talented young men who in the middle of last century made Bengalee journalism a powerful influence in the country. * * * Some of Grish Chunder's letters are included in the life. They are written with much verve, and give an interesting glimpse into the affairs of Calcutta just before and after the mutiny. Several belong to the fateful summer of 1857 and describe the conditions of panic into which Calcutta was thrown by the incidents up-country.

Mr. Manmathanath Ghose has also made a selection from the writings of this notable Indian journalist. They fill a separate volume of substantial size and are instructive as a revelation of the attitude and interests of a Bengali reformer half a century ago. The leading articles which the editor has unearthed from the files of "the Hindoo Patriot" and "Bengalee" cover a wide range of subjects.